লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৮ বর্ষ ■ ১৭ তম সংখ্যা

১৫ মার্চ, ২০০৬ ঈসাব্দ

সম্পাদকীয়

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর সুমহান মাকাম ও মর্যাদা

আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে, পথভ্রষ্ট মানুষকে পথ দেখানো ও খোদা বিমুখ মানুষকে খোদার পরিচয় জানানোর জন্য এক অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির দূত হয়ে এসেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্তাআলা বলছেন–"এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (আম্বিয়া ঃ ১০৮)। আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাস্তব জীবনও এটারই সাক্ষী। তিনি মক্কার ১৩ বছর অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু কোন প্রতিঘাত করেন নি। কেননা তাঁর (সঃ) আগমন ছিল মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য, কষ্ট দেয়ার জন্য নয়।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কায় নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে তায়েফে হিজরত করেন। তায়েফবাসীও তাঁর বিরোধিতা করে, তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করে। তখন শান্তির ফিরিশ্তা শাস্তির প্রস্তাব নিয়ে আসে। কিন্তু তখনও মহানবী (সঃ) জগতের জন্য রহমত স্বরূপ এসেছেন এ পরিচয়ই দিলেন। দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তারা বুঝে নি, তাদেরকে ক্ষমা কর। মদিনায় হিজরত করেও তিনি স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন নি। তাঁকে ধ্বংস করার জন্য মক্কাবাসীরা মদীনায় সশস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করে। তিনি ঐশী আদেশে কেবল আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরেন ও আত্মরক্ষা করেন। এসব যুদ্ধে শত্রুরা রসূল (সঃ)-এর হাতে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে ধৃত হয়। কিন্তু এখানেও তিনি রহমতের পরিচয় দেন। বন্দীদের নাম মাত্র মুক্তি পণ দিয়ে মুক্তি দেন। কোন বন্দী শত্রুকেও হত্যা করেন নি।

মহানবী (সঃ) মদিনা থেকে ওমরা করতে মক্কায় আসেন। নিয়ম বহির্ভূতভাবে তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে মক্কাবাসীরা বাঁধা দেয়। এখানেও তিনি জগতের জন্য রহমত ছিলেন–এটার পরিচয় দেন। হজ্জ না করে, হুদায়বিয়ার সন্ধি করে ফিরে আসেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা ছিল চরম অপমান। তবুও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপমানকে ভ্রূক্ষেপ না করে এ সন্ধি করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কা বিজয় করেন। শত্রু সবাই হাতের নাগালে চলে আসে। তখনও তিনি রহমতেরই পরিচয় দেন। মক্কাবাসীকে নিঃশর্ত ক্ষমা করে দেন। এমনকি ঘোরতর শত্রুদেরকেও।

এমন মহৎ, চমৎকার, অতুলনীয়, অপূর্ব ছিল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর আদর্শ। তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা, তাঁর দিকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ইঙ্গিত করা, যেটা ডেনমার্কের ও পশ্চিমা বিশ্বের কিছু পত্রিকা করেছে। এটা শুধু মিথ্যা আপত্তিই নয় বরং তাদের চরম ঔদ্ধত্য, স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতারই বহির্প্রকাশ। আমরা এতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। এসব নীতি বিবর্জিত কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই।

তারা মুসলিম বিশ্বকে উস্কানী দেয়ার জন্যেই হোক আর অজ্ঞতার কারণেই হোক, যখন এ ঘৃণিত কাজগুলো অবলিলায় করে যাচ্ছে–তখন আমরা যারা আহমদী, যারা রসূল করীম (সঃ)-এর সর্বোত্তম আদর্শাবলীকে জানি। আমাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব বর্তায় জগতের সামনে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর সুন্দর ও সত্য জীবনাদর্শকে তুলে ধরার আর এসব বেশি বেশি প্রচার করার। এ প্রসঙ্গে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ১০/০২/২০০৬ইং জুমুআর খুতবায় বলেন–"প্রত্যেক দেশে রসূল (সঃ)-এর পবিত্র আদর্শ ও পবিত্র জীবনী প্রকাশ করা উচিত। বিশেষভাবে যুদ্ধের ব্যাপারে যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা রয়েছে তা দলিলের মাধ্যমে খন্ডন করা উচিত। পত্র-পত্রিকায় বেশি করে লিখা উচিত। লেখকদের জন্যও বেশি করে সীরাতে রসূল (সঃ)-এর বই সরবরাহ করা দরকার। আর ভবিষ্যতে জামাতের জন্য এ পরিকল্পনা করা উচিত যেন যুবকরা বেশি বেশি জার্নালিজমে (সাংবাদিকতায়) যাওয়ার চেষ্টা করে। তাদের আকর্ষণ যেন এতে বৃদ্ধি পায়। যাতে পত্র-পত্রিকায় ও মিডিয়াতে আমাদের লোক থাকে। কারণ এসব বিষয় সব সময়ই হয়ে থাকে। যদি মিডিয়ার সাথে সম্পর্ক থাকে তাহলে ঐ বিষয়গুলোকে বন্ধ করা সম্ভব।

সর্বপুরি নবী করীম (সঃ)-এর মহান মর্যাদার অক্ষুন্নতার লক্ষ্যে আমাদের সবার বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করা আবশ্যক। আল্লাহ্তাআলা আমাদের এ তৌফীক দান করুন। আমীন।

১৫ মার্চ, ২০০৬

সূচীপত্র

- কুরআন শরীফ ৩
- হাদীস শরীফ ৪
- অমৃতবাণী ৫
- জুমুআর খুতবা ঃ ৩
  ওয়াক্ফে জাদীদের ৫০ তম বর্ষের ঘোষণা ৬-১২
  হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ– মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
- জুমুআর খুতবা ১৩-২০
  তবলীগের উত্তম পদ্ধতি এবং দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ ও মুবাল্লিগগণের বৈশিষ্ট্যাবলী
  হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ– *আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*
- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র ২১-২৩
  সংকলন– *ইয়াকুব আলী ইরফানী*
  অনুবাদ– *মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*
- প্রেক্ষাপট পঞ্চম খেলাফত ২৪-২৬
  খেলাফত নির্বাচনের পূর্বে দেখা সুসংবাদবাহী স্বপ্নগুলি
  মূল- মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ
  অনুবাদ- মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমিন
- আহমদীয়ত ২৭-২৮
  মূল– কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব ফাযেল
  অনুবাদ– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
- মহানবী (সঃ)-এর পরমত সহিষ্ণুতা ২৯-৩১
  অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী
- খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী ৩২
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- এমটিএ ডাইজেস্ট ৩৩-৩৪
  সংকলন ঃ আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক
- হজ্জের দর্শন ও আমার অভিজ্ঞতায় হজ্জ-২০০৬ ৩৫-৩৬
  আলহাজ্জ এ, কে, রেজাউল করীম
- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সাহাবীদের মালী কুরবানী ৩৭-৩৮
  অনুবাদ- কওসার আলি মোল্লা
- তিন ওয়াক্ফে জিন্দেগীর কারাগারের দিনগুলি ৩৯-৪০
  মৌলবী শাহ আলম খান
- ওসীয়্যত দপ্তরের সার্কুলার ৪১
- সংবাদ ৪২

প্রচ্ছদ ঃ তারুয়া জামাতের সালানা জলসায় হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব বক্তৃতা করছেন।

সৌজন্যে ঃ প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি সাইফুল ইসলাম সুমন ও মাসুদ আহমদ কুরাইশী

কুরআন শরীফ

সূরা আত্ তাওবা

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ
بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮। আর কিছু সংখ্যক আরব বেদুঈন (আল্লাহ্‌র পথে) তাদের ব্যয়কে আর্থিক দন্ড বলে মনে করে আর তারা তোমাদের ভাগ্য-বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছে। (অথচ) চরম ভাগ্য-বিপর্যয় তাদেরই ঘটতে যাচ্ছে।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ
اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

৯৯। এবং এক শ্রেণীর আরব বেদুঈন আছে, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান আনে[১২১১] এবং (আল্লাহ্‌র পথে) তাদের ব্যয়কে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও রসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে মনে করে। শোন! নিশ্চয় এটা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভেরই উপায়। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ রহমতের গন্ডীভুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ
وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾

১০০। আর প্রথম সারির মুহাজির ও আনসার এবং তাদেরকে যারা উত্তম রূপে অনুসরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন[১২১২] এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে আর তিনি তাদের জন্য এমন সব জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহা সফলতা।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ
اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ؕ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۖ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ
نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى
عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০১। এবং তোমাদের চার পাশের আরব বেদুঈনদের ও মদীনাবাসীদের মাঝে মুনাফিক বিদ্যমান। কপটতা তাদের স্বভাব-সিদ্ধ[১২১৩]। তুমি তাদেরকে চিন না, (কিন্তু) আমরা তাদেরকে চিনি। আমরা অবশ্যই তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিব,[১২১৪] তারপর তাদেরকে এক মহা শাস্তির দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

১২১১। কুরআন করীম কোন জাতির সকল লোককে কখনই নির্বিচারে অগ্রাহ্য করেনি। মরুভূমির অধিবাসী সকল আরব খারাপ ছিল, এ সম্ভাব্য ভ্রান্তি আলোচ্য আয়াতে অপনোদন করা হয়েছে।

১২১২। প্রসঙ্গক্রমে রসূল পাক (সঃ)-এর প্রথম খলীফা বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে শিয়া সম্প্রদায়ের অভিযোগগুলো খন্ডনে এ আয়াত অত্যন্ত শক্তিশালী দলিল পেশ করেছে।

১২১৩। এতে বিশেষভাবে, মদীনার নিকটবর্তী মরুভূমিতে বসবাসকারী পাঁচটি উপজাতীয় গোত্রের কথা বলা হয়েছে, এ গোত্রগুলো হচ্ছে জোহাইনাহ, মুযাইনাহ্, আশজা, আসলাম এবং গিফার (মায়ানী, ৩য় খন্ড, ৩৬১ পৃঃ)। নবী করীম (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরে এ সকল কপট লোকেরা একত্র হয়ে মদিনার উপরে আক্রমণ করেছিল (খালদূন, ২য় খন্ড, ৬৬ পৃঃ)।

হাদীস শরীফ

মু'মিনগণের ভালবাসা

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

অর্থ ঃ আর মু'মিনগণের প্রতি তোমার (মমতার) ডানা ঝুঁকিয়ে রাখ (সূরাতুল হিজর - ৮৯)

হাদীস ঃ আনিন নু'মান ইবনে বাশীরিন ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মাসালুল মু'মিনিনা ফি তাওয়াদ্দুহিম ওয়া তারাহুমিহিম ওয়া তাআতুফিহিম মাসালুল জাসাদে ইযাসতাকা মিনহু উযউন তাদাআলাহু সায়েরুল জাসাদে বিস্সাহরে ওয়াল হুমা।

অনুবাদ ঃ নুমান ইবনে বশীর (রাঃ) বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া, অনুগ্রহ ও মায়া মমতার দিক হতে সকল মুসলমান একটি দেহের তুল্য। যদি দেহের একটি অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তা অনুভব করে। সেটা জাগ্রত অবস্থায় হোক অথবা জ্বরের অবস্থায়। (মুত্তাফাকুন আলায়হে)

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম শান্তির ধর্ম। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মানবজাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে এক জাতিতে রূপান্তরিত করা। তাই উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্তাআলা মুসলমানদের মহান নবীকে সম্বোধন করে তাঁর (সঃ) উম্মতকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, পরস্পরের প্রতি নম্রতার বাহু প্রসারিত কর। বস্তুত নম্রতাই হলো সেই অমূল্য উপাদান যা মানুষের মাঝে বিনয়, দয়া, করুণা, ভালবাসা ও মমতার সৃষ্টি করে। আজ মানব সভ্যতা চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে। তবুও হতবাক দৃষ্টিতে দেখতে হয় যে, এই সভ্য জাতি সভ্যতার নামে যা করছে তা অসভ্য জাতিগুলোর মাঝে স্বল্প মাত্রায়ই বিদ্যমান ছিল। চতুর্দিকে রক্ত বইছে, ভাইয়ের হাতে ভাই, পুত্রের হাতে পিতা, পিতার হাতে পুত্র খুন হচ্ছে। এতো রয়েছেই, আরো রয়েছে প্রভাব প্রতিপত্তি রাজনৈতিক আধিপত্য ও প্রসারের লোভ লালসায় মত্ত হয়ে দেশে দেশে হানাহানি। অবরোধের নামে নিষ্পাপ শিশুসহ আবাল-বৃদ্ধ বণিতার নির্মম মৃত্যু, আর এ মৃত্যুতে সহায়তা দিচ্ছে তাদেরই আপনজন।

ইসলাম এসব কিছুকেই মিটিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যের তানে এক করতে চায়। মহানবী (সঃ)বলেছেন সমগ্র মুসলমান এক দেহের ন্যায়। কিন্তু আজ তাঁর উম্মত সে শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের পরিচয় সীমারেখার সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলেছে। কেউ ইরাকী তো কেউ ইরানী কেউ লিবিয়ান তো কেউ মিসরী। অর্থাৎ মুসলমান বলে একতার ঐক্য তান আজ খন্ড-বিখন্ড।

আজ যদি মুসলমান জাতি নিজেদের হারানো গৌরব ফিরে পেতে চায় তবে আজ আবারও তাদেরকে ঐক্যের ঐ তানে সূর তুলতে হবে যেখানে আছে ভলবাসা আর পরস্পরের প্রতি মমতা ও সম্মানবোধ।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনও সে জন্যই যাতে সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে এক দেহে রূপান্তরিত করে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করে তাদের ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে একত্র করা যায়।

আমরা এজন্যেই তাঁর (আঃ) হাতে বয়াত নিয়েছি। তাই আমরা যেন কখনও কুরআন ও মহানবীর (সঃ)-এর শিক্ষাকে না ভুলি। নিজেদের মাঝে স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার উৎকৃষ্ট নমুনা প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ববাসীকে যেন ইসলামের প্রকৃতরূপ দেখাতে পারি। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে এর তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা –

মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

ওফাতে মসীহ্ (আঃ)

(১) মসীহের মৃত্যু নিয়েই প্রথম বিতর্ক। এর সমর্থনে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে। "হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করব" অতঃপর (২) "কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে" (৫ঃ১১৮)। তাওয়াফ্‌ফায়তানী 'তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে' শব্দের অর্থ 'মৃত্যু ছাড়া' অন্য কিছু একথা সর্বৈব মিথ্যা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং স্বয়ং পূর্ণতম পথ প্রদর্শক (সঃ) এ শব্দের অর্থ করেছেন 'মৃত্যু'। তারাও যেখানে এই 'তাওয়াফ্‌ফী' শব্দটি ব্যবহার করে সবক্ষেত্রেই এর অর্থ 'মৃত্যু' এবং রূহ (আত্মাকে)-কে বের করা; অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। কুরআন শরীফও প্রত্যেক ক্ষেত্রে শব্দটি এই অর্থেই বর্ণনা করেছে। এ কারণেই তো এর উপর কোথাও হস্তক্ষেপ হয় নি। আর যেহেতু মসীহ নাসেরীর মৃত্যু প্রমাণিত সত্য-তাহলে আগমনকারী এই উম্মত থেকেই কেউ হবেন! যেমন হাদীসে ইমামুকুম মিনকুম ঃ (অর্থাৎ তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকে হবেন) এর ব্যাখ্যা দিচ্ছে। নাস্তিক যারা তাদের সৌভাগ্য যে এ পরীক্ষা থেকে তারা বেঁচে গেছেন। কেননা ঈসার মৃত্যুকে তো তারা বিশ্বাসই করে থাকেন। আর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিষয়ে এরূপ ধারাবাহিকতা রয়েছে যা অস্বীকার করা মোটেই সম্ভব নয়। এছাড়া কুরআনে বর্ণিত ইঙ্গিতসমূহও আগমনকারীর সাক্ষ্য বহন করছে। সুতরাং মসীহ্ আগমন করবেন' একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না।

এ যুগের সাথে মসীহের কি সম্পর্ক রয়েছে?

হ্যাঁ কারও এই আপত্তি করার অধিকার রয়েছে যে, এই যুগের সাথে মসীহের কী সম্পর্ক রয়েছে? এর জবাব হলো–ইস্রাঈলী ও ইসমাঈলী এই দুই ধারায় খিলাফতের সামঞ্জস্য সম্পর্কে কুরআন শরীফ পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়েছে। যেমন এই আয়াতে প্রকাশ যে, তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন.....(২৪ঃ৫৬) হযরত মুসা (আঃ)-এর পর ইস্রাঈলী ধারার শেষ খলীফা চৌদ্দ শতাব্দীতে আগমন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মসীহ্ নাসেরী। তুলনামূলকভাবে এই উম্মতের মসীহেরও চৌদ্দ শতাব্দীতে আসা জরুরী ছিল। দিব্য-দর্শীগণও এই শতাব্দীকে মসীহের আবির্ভাবের যুগ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সাহেব ও অন্যান্য আহলে হাদীস সম্প্রদায় সকলে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ছোট ও বড় লক্ষণাবলী এ রকম পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এতে তাদের কিছু ভুল রয়েছে। .....লক্ষণাবলী সবকিছু পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, বড় ক্ষণ অর্থাৎ নিদর্শন যা প্রকাশিত হবার কথা – হাদীস বুখারী শরীফে তা "ক্রুশ ধ্বংস করা ও শূকর বধ করা" লেখা আছে। অর্থাৎ মসীহের অবতরণের সময় খৃষ্টানদের বিজয় ও ক্রুশের উপাসনা প্রাধান্য পাবে। সুতরাং এটা কি সেই যুগ নয়? খৃষ্টান পাদ্রীদের দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আজকের যুগ পর্যন্ত কোথাও এর দৃষ্টান্ত আছে কি? প্রতিটি দেশে বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়েছে, এমন কোন মুসলমানের বংশ নেই যেখান থেকে দুই এক ওদের হাতে চলে না গেছে। সুতরাং আগমনকারীর যুগ-ক্রুশের উপাসনার প্রাধান্যের যুগ হবে। এখন এর বেশি আর কি প্রাধান্যের হবে। জন্তু জানোয়ারের ন্যায় ইসলামের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণ করা হয়েছে? বিরুদ্ধবাদীদের এমন কোন সম্প্রদায় আছে কি যারা বর্বরদের ন্যায় হযরত রসূলে করীম (সঃ)-কে নেহায়াৎ অশ্লীল ভাষায় গালি না দিয়েছে। এটা যদি আগমনকারীর সময় না হয়ে থাকে যত শীঘ্রই তিনি আগমন করুন না কেন, একশ' বৎসরের মধ্যে তাকে আসতেই হবে। কারণ, তিনি হলেন যুগের মুজাদ্দিদ যার আগমন শতাব্দীর শুরুতে হয়ে থাকে। তাহলে বর্তমানে ইসলামে এরূপ আরও কোন শক্তি আছে কি যারা একশ' বছর পর্যন্ত পাদ্রীদের ক্রম বর্দ্ধমানশীল প্রাধান্যের মোকাবেলা করতে সক্ষম? ওদের প্রাধান্য চরমে পৌঁছে গেছে এবং আগমনকারী এসে গেছেন। এখন তিনি পূর্ণ যুক্তি প্রমাণে দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। কেননা হাদীসে এসেছে "তার হাতে বিভিন্ন মতবাদ (ফেরকা) ধ্বংস হবে কোন ব্যক্তি বা জাতি নয়। এভাবেই পূর্ণ হয়েছে।" (মলফূযাত. ঃ প্রথম খন্ড)

অনুবাদ– মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা

ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৫০তম বর্ষের ঘোষণা

শিশু এবং নবদীক্ষিতদেরকে ওয়াক্‌ফে জাদীদে শামিল করুন

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৬ জানুয়ারী ২০০৬ইং তারিখে কাদিয়ান, দারুল আমানে (ভারত) প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয, ও সূরা ফাতিহার পর সূরা সাফ্‌ফ এর আয়াত ১১,১২ও ১৩ তেলাওয়াত করে হুযূর খুতবা প্রদান করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ
مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ
عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

অনুবাদঃ যে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হতে বাঁচাবে?

(সেটা এই যে,) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

(ফলে) তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত এবং পবিত্র ও মনোরম আবাসসমূহে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহের মধ্যে ; ইহাই পরম সাফল্য।"

আজকের খুতবার প্রারম্ভে আমি আপনাদের সকলকে, বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রত্যেককে নব বর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গত জুমুআর খুতবায় বলেছিলাম, প্রত্যেক আহমদী নিজ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা বোধ নিয়ে আগামী বছরে প্রবেশ করবে; গত বছর আমরা আল্লাহ্‌তাআলার অগণিত ফযলের যে দৃশ্য দেখেছি, আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগামীতে আরো বেশি যেন দেখতে পাই। আল্লাহ্‌তাআলা এ বছরকে আমাদের জন্য সকল দিক থেকে বরকতময় ও কল্যাণমন্ডিত করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা যে সমস্ত নেয়ামত, অনুগ্রহ এবং পুরস্কার নাযেল করছেন তা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তবে প্রত্যেক আহমদীর জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায় যে ঐ সমস্ত ফযলকে স্মরণ করে আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করা, আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করা, আদেশ পালনে প্রাণপন চেষ্টা করে যাওয়া, যতদূর সম্ভব আদেশ পালনের চেষ্টা করতে থাকা। আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা, যেন ঐ সমস্ত অনুগ্রহরাজী ও পুরস্কার সমূহ নাযেল হতে থাকে। **আমরা যদি খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, করতে থাকি, তাঁর আদেশ পালনের চেষ্টা করতে থাকি, পুণ্য কর্ম করে যাই, নিজেদের সম্পদ তাঁর ধর্মের জন্য খরচ করতে থাকি তাহলে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এক বা দুই বা তিন বছরের কথা নয় বরং এসব কাজ যদি করে যাই তাহলে আমরা চিরদিনের জন্য তাঁর নৈকট্য লাভ করব। প্রত্যেক বছরই আমাদের জন্য আমাদের থলি বরকতে ভরে দিয়ে যাবে। তাছাড়া এসব পুণ্য কর্ম ইহজগতে ও পরকালে আমাদেরকে পুরস্কৃত করবে।**

প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের জুমুআর খুতবায় ওয়াক্‌ফে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা দেয়া হয়ে থাকে। এর সাথে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় বা মালী কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলতে চাই এবং গত বছরের ওয়াক্‌ফে জাদীদে যে পরিমাণ অর্থ কুরবানী করা হয়েছে তার রিপোর্ট দিয়ে নতুন বছরের ঘোষণা দেব।

নিজ নফস্ বা আত্মশুদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র পথে অর্থ কুরবানী করা একান্ত আবশ্যক। কুরআন শরীফের বহু আয়াতে বিভিন্ন আঙ্গিকে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। সুতরাং আহমদী ভাইদেরকে বিভিন্নভাবে অর্থ কুরবানীর আহ্বান জানানো হয় এ জন্য যে, তারা যেন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য লাভ করে।

আল্লাহ্‌তাআলা অর্থ কুরবানীর আদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন–

ওয়া মা লাকুম আল্লা তুনফিকু ফী সাবিলিল্লাহ্? তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় কেন অর্থ কুরবানী কর না?" সুতরাং নিজেদের জীবনকে সুন্দর করে সাজাতে গোছাতে হলে অর্থের কুরবানী একান্ত আবশ্যক। অধিকিন্তু এ কথাও বলা হয়েছে যে, যারা অর্থ কুরবানী করে না তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। যেমন বলা হয়েছে- "এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।" (সূরা বাকারা-১৯৬)

অতএব, জামাতকে যখন অর্থ ব্যয় করতে বলা হয়, বিভিন্ন খাতে বা লাযেমী চাঁদার (আবশ্যকীয়) কথা বলা তখন আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে বলা হয়। অতএব, প্রত্যেক আহমদী যদি সে নিজেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অনুসারি বলে পরিচয় দেয় এবং পরিচয় দেয়া উচিত, তবে তার ঈমানের নিরাপত্তার জন্য অর্থ কুরবানীর প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র ফযলে নিবেদিত প্রাণ আহমদীদের বিরাট বড় একটি অংশ আল্লাহ্‌র পথে অর্থ কুরবানী করে। কিন্তু তারপরও এখনও অনেকেই আছে যারা এ পথে প্রবেশ করেনি। এই আয়াত যা আমি পড়েছি এতে আল্লাহ্ বলেছেন, যদি তোমরা পরকালের আযাব থেকে বাঁচতে চাও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র জন্নাতের ওয়ারিশ হতে চাও, তাহলে জান ও মাল কুরবান কর। এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এসে তরবারির যুদ্ধকে সমাপ্ত ঘোষণা করেছেন এবং এর দ্বারাই তোমরা নিজেদের জান প্রাণ দিয়ে জেহাদে অংশগ্রহণকারী হতে পার। এ যুগ পার্থিবতার যুগ, পদে পদে অর্থের লোভ-লালসার আকর্ষণ। প্রত্যেকে কেবল এই চিন্তায় ব্যস্ত যে কি করে অর্থ উপার্জন করা যায়; যদি অন্যায় পথ অবলম্বন করতে হয় তবুও কর।

বিভিন্ন প্রকার কম্পানী আছে, অনেক রকম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে, কথাবার্তা দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, এমনভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয় যেন পণ্য বিক্রয় হয় এবং বেশি বেশি লাভ করা যায়। এ সমস্ত বিজ্ঞাপনেও লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যও বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। টিভি ইত্যাদিতে এ সব বিজ্ঞাপন দেখানো হয়, চেষ্টা করা হয় শিশুরা যেন মা-বাবাকে বাধ্য করে, যদি সম্ভব হয়, তাহলে তারা যেন ঐ সব পণ্য কিনে দেয় সন্তানদেরকে। যাদের সামর্থ্য হয় না তাদের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে। এভাবে প্রত্যকে বস্তুজগতের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছে। আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ পালনের প্রতি মনোযোগ কমে গেছে। ধনবান দেশগুলো এবং পশ্চিমা দেশগুলোতে এসব খুব বেশি। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন, এসব ক্রয় বিক্রয়; এসব ব্যবসা-বাণিজ্য তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য, ইহকাল পরকাল গোছাতে হলে, উত্তম বাণিজ্য এই যে, তোমরা তাঁর রাস্তায় মাল বা অর্থ ব্যয় কর। বর্তমান বিশ্বে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে এবং আমি যেমন বললাম, পৃথিবীটা গুছিয়ে একত্রিত হয়ে গেছে। সুতরাং বর্তমান যুগে যেখানে যেখানে অর্থ কুরবানী দেয়া হচ্ছে এটা আসলে জেহাদ হচ্ছে। তারপর আমাদের দেশগুলোতে বেশির ভাগ মানুষ আর্থিকভাবে দুর্বল। আমাদের আহমদীরা সাধারণতঃ গরীব; অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। অতএব, আমাদের কোন আহমদী যখন জামাতের জন্য চাঁদা দেয় তখন সে নিজের নফস বা জান দিয়ে জেহাদ করে। অনেক সময় নিজ সন্তানদের প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করে সে অর্থ কুরবানী করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে এবং আজ কালও এমন করা হচ্ছে। অনেক উদাহরণ রয়েছে। আল্লাহ্‌র ফযলে এমন উদাহরণ আমাদের জামাতের বাইরে কোথাও দেখা যায় না।

এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এসে তরবারির যুদ্ধকে সমাপ্ত ঘোষণা করেছেন এবং এর দ্বারাই তোমরা নিজেদের জান প্রাণ দিয়ে জেহাদে অংশগ্রহণকারী হতে পার। এ যুগ পার্থিবতার যুগ, পদে পদে অর্থের লোভ-লালসার আকর্ষণ। প্রত্যেকে কেবল এই চিন্তায় ব্যস্ত যে কি করে অর্থ উপার্জন করা যায়; যদি অন্যায় পথ অবলম্বন করতে হয় তবুও কর।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগের ঘটনা। কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব পেশোয়ারী বর্ণনা করেছেন যে, উজিরাবাদের শেখ পরিবারের এক যুবক মারা গিয়েছিল। তার বাবা তার কাফন-দাফনের জন্য দু'শ টাকা জমা করে রেখেছিল। কিন্তু এদিকে কাদিয়ান থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লঙ্গরখানার খরচের জন্য চাঁদার জন্য আহ্বান জানালেন। ঐ যুবকের বাবা তার জমানো টাকা চাঁদা হিসাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে ডাক যোগে পাঠিয়ে দিলেন। সাথে পত্রে লিখে দিলেন যে, এ টাকা ছেলের কাফন ইত্যাদির খরচের জন্য রেখেছিলেন। এখন ছেলে প্লেগে মারা গেছে এবং তাকে তার পরনে যে কাপড় ছিল ঐ কাপড়ে দাফন করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবা এ ধরনের আন্তরিকতার নমুনা দেখিয়েছেন। [কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের বর্ণনা। যহুরে আহমদ মাওউদ পৃঃ ৭০)]

তারা সবসময় চিন্তা করতেন, অপেক্ষারত থাকতেন যে কখন কোন প্রকার আহ্বান আসবে আর আমরা সাথে সাথে ঐ আহ্বানে সাড়া দেব ও কুরবানী করব।

আল্লাহ্‌র ফযলে আজকের যুগেও আমরা এমন দৃষ্টান্ত দেখছি। অথচ আজকের যুগে পার্থিব জাগতিক চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আত্মা পরিশুদ্ধ করণের রূহানী ক্ষমতার প্রকাশ সাহাবাদের মধ্যে ঘটেছিল। আজ আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগ হতে অনেকখানি দূরে চলে এসেছি। কিন্তু তবুও আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণতা পেয়ে চলেছে। আহমদী এমন অনেক আছেন যে, তারা নিজেদের বিশেষ ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে জমা করে রাখা টাকা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে দেন।

গত বছরের ঘটনা। পাকিস্তানী জামাতগুলোকে যে টার্গেট দেয়া ছিল লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র রিপোর্টে দেখলাম যে, ঐ জামাতের টার্গেট পুরা করতে গিয়ে যখন লাজনার বোনদের কাছে চাওয়া হয়েছে তখন এক কন্যা তার নিজের

বিয়ে খরচের জন্য জমা টাকার বিরাট অংশ চাঁদা দিয়েছে। সে ভ্রুক্ষেপ করেনি যে বিয়ের সময় ভাল কাপড় চোপড় কিনতে পারবে কি পারবে না। ঐ মেয়ে এবার কাদিয়ান জলসায় এসে আমার সাথে দেখাও করেছে। সুতরাং আজও এমন মানুষ আছেন যারা নিজের টাকা পয়সা দিয়ে আর্থিক জেহাদ করে চলেছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্‌তাআলা ঐ কন্যার বিয়ে সকল দিক থেকে বরকত মন্ডিত করুন। তার ঐ কুরবানীর বিনিময়ে এত বেশি প্রতিদান দিন যে সে যেন রাখার জায়গা না পায় এবং পূর্বের তুলনায় আরো বড় বড় কুরবানী করার সামর্থ্য লাভ করতে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলা এ জামাতে এমন কুরবানীদাতাদের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি করে দেন। তারা যেন এমন ফেরেশ্‌তাগণের দোয়ার উত্তরাধিকারী হন যারা দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্‌! তুমি তাদের সম্পদে অনেক বৃদ্ধি দাও যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করছে।' এমন লোকের সংখ্যা যেন উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সুতরাং অর্থ যারা এ পথে ব্যয় করে তারা চারদিক থেকে দোয়া পেতে থাকে। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের ওয়ারীশ হতে থাকে। আল্লাহ্‌ করুন জামাতে এমন লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাক। আঁ হযরত (সঃ) নিজেও বিভিন্ন সময়ে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে সাহাবাদের বলতেন।

হযরত আদি বিন হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন– "তোমরা আগুন হতে নিজেকে রক্ষা কর,অর্ধেক খেজুর খরচ করে হলেও", [বুখারী কিতাবুয যাকাত] অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর, যদি সামর্থ্যে না থাকে তার অর্ধেক খেজুর হলেও ব্যয় কর।

সুতরাং ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার জন্য এমন কোন শর্ত নাই যে কমপক্ষে এত টাকা দিতেই হবে। যারা খুব গরীব তারাও নিজেদের সাধ্যমত অংশগ্রহণ করতে পারে। যারা অর্থ ব্যয় করবে তারা দোয়া পেতে থাকবে, ফেরেশ্‌তাগণের দোয়াও পেতে থাকবে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে থাকবে। আল্লাহ্‌তাআলা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের কুরবানীর বিনিময়ে তাদের অবস্থার উন্নতি দান করবেন। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য অর্থ কুরবানীর এত বড় গুরুত্বকে অনুধাবন করা। নুতন আহমদীদেরকেও এতে শামিল করা উচিত। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) কে আল্লাহ্‌তাআলা আঁ হযরত (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মানবজাতির সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেছেন। আত্মশুদ্ধির জন্য অর্থের কুরবানী একটি ভাল উপায়। অতএব, সবাইকে এতে শামিল হওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) কে আল্লাহ্‌তাআলা আঁ হযরত (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মানবজাতির সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেছেন। আত্মশুদ্ধির জন্য অর্থের কুরবানী একটি ভাল উপায়। অতএব, সবাইকে এতে শামিল হওয়া উচিত।

তারপর বাণী প্রচারের জন্যও অর্থের প্রয়োজন। অতএব, নুতন আহমদীরাও প্রথম থেকেই অর্থ কুরবানীর অভ্যাস করতে থাকবে। প্রথমে অল্প অর্থ ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আকারে দিতে অভ্যাস করবে। তারপর আস্তে আস্তে অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং অর্থ কুরবানীর সামর্থ্যও বাড়তে থাকবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) যখন এ (তাহ্‌রীক) আহ্বান জামাতের সামনে রেখেছিলেন তখন একবার তিনি বলেছিলেন– "আমি আশা করছি ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার (তাহরীক) আহ্বান যত বেশি দৃঢ়তা লাভ করবে আল্লাহ্‌র ফযলে ততবেশি সময় আঞ্জুমানের (লাযেমী) ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। [পয়গাম, ৩রা জানুয়ারী ১৯৬২ইং]

অতএব জামাতের ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন তাদেরও চেষ্টা করা উচিত। যারা চাঁদায় দুর্বল অথবা নুতন আহমদী তাদেরকে চাঁদার গুরুত্ব বোঝাতে হবে। তাদেরকে স্পষ্ট করে বোঝাতে হবে যে, অর্থ কুরবানীর গুরুত্ব কতটুকু। আল্লাহ্‌র আদেশ তাদেরকে শোনাবেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর উপদেশ তাদেকে অবহিত করবেন। যদি ব্যবস্থাপকেরা এ কাজ না করেন তাহলে আমার মতে ঐ সব মানুষকে পুণ্যকর্ম এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হতে বঞ্চিত রাখার জন্য এরা দায়ী থাকবেন। আমি যেমন বলেছি, এই জেহাদের মাধ্যমে নিজ নফসের জেহাদেরও অভ্যাস হবে। নিজেদের তরবীয়তের প্রতিও দৃষ্টি হবে। ইবাদতেরও অভ্যাস হবে।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে আঁ হযরত (সঃ) একবার ঈদের নামাযের পর দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তারপর মিম্বর হতে নেমে মহিলাদের অংশে গেলেন। সেখানে তাদেরকে উপদেশ দিলেন। সে সময় আঁ হযরত (সঃ) হযরত বেলালের হাতে ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) তাঁর চাদর বিছিয়ে রেখেছিলেন আর মহিলারা নিজেদের সদকার টাকা ইত্যাদি ঐ চাদরের উপর ঢেলে দিয়ে যাচ্ছিলেন।" [বুখারী কিতাবুল ঈদায়নে,]

এ ছিল ঐ যুগের মহিলাদের উদাহরণ। বর্তমান যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সময়ের মহিলারাও নির্দ্বিধায় নিজেদের সম্পদ খরচ করেছেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর সময়েরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রাঃ) এর সময়ের উদাহরণ রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে (রাহেঃ) এর যুগেরও উদাহরণ রয়েছে। আজও তারা বারবার মালি কুরবানী করে চলেছে। **প্রয়োজনের সময় নিজেদের গহনা খুলে দিতে মোটেই দ্বিধা করে না। যত দিন আমাদের মহিলাদের মাঝে এমন মালি কুরবানীর উৎসাহ কায়েম থাকবে ততদিন আমাদের জামাতে মালি কুরবানীকারী বংশধররা জন্ম গ্রহণ করতে থাকবে।**

আমি যে বারবার জোর দিচ্ছি যে, নব দীক্ষিতদেরকে অর্থ কুরবানীর নেযামের সাথে সম্পৃক্ত করুন। এটা এজন্যই যে, আগামী প্রজন্ম যেন সঠিক রেখার উপর চলতে শিখে। যেন বিরাট বড় সংখ্যার মাঝে হারিয়ে না যায়।

এ নবাগতদের তরবিয়ত করতে না পেরে নিজেরাই যেন নবাগতের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে যায়। অতএব, নবাগতদের মাঝে মালি কুরবানীর অভ্যাস গড়ে তুলতেই হবে। নব দীক্ষিতরা কেবল তিন বছর পর্যন্ত নবাগত থাকতে পারে। এরই মধ্যে তাদেরকে পুরোপুরি জামাতের অংশ বানাতে হবে। বিশেষ করে নবাগত মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেছেন, 'আমি আঁ হযরত (সঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমরা কৃপণতা থেকে নিজকে রক্ষা কর। এই কৃপণতা পূর্ববর্তী জাতি সমূহকে ধ্বংস করেছিল।" (মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫৯)

সুতরাং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচের বেলায় কৃপণতার প্রশ্নই উঠে না। এখানে বড় সতর্কবাণী রয়েছে। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে–আল্লাহ্‌র রাস্তায় তারা খরচ করত না। আমি যেমন বলেছি, আহমদীয়া জামাতের প্রথম যুগে সাহাবাদের অনেক বড় সংখ্যা মালি কুরবানীর গুরুত্ব অনুধাবন করতেন। কিন্তু আজ নবাগতদেরকে যদি অভ্যাস না করানো হয়, আর তারা যদি আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ ব্যয় করতে পশ্চাদপদ হয়ে থেকে যায় তাহলে আমরা যেমন দেখলাম, আঁ হযরত (সঃ)যেভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন– সেভাবে অনেক বড় সমস্যা হবে। সুতরাং আপনারা আল্লাহ্‌র এ পুরস্কারের গুরুত্ব অনুধাবন করুন যে তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে মেনে নেবার সুযোগ করে দিয়েছেন, এর জন্য কৃতজ্ঞ হোন। এই সত্যের বাণীকে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছে দেয়ার জন্য যে কোন রকম কুরবানী দিতে দ্বিধাবোধ করবেন না। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন– আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, কিন্তু তোমরা যদি কৃপণতা প্রদর্শন কর তো তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে; যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে। তাহলে অন্য লোক এসে যাবে। কুরআন মজিদে আছে– "যদি কেউ কৃপণতা প্রদর্শন করে তাহলে সেটা তার নিজের (প্রাণের) বিরুদ্ধে যাবে।" আরো বলা হয়েছে, "যদি তোমরা ফিরে যাও, (অস্বীকার করে ফিরে যাও) তাহলে তোমাদের জায়গায় অন্য এক জাতিকে আনা হবে যারা মালী কুরবানীতে শৈথিল্য দেখাবে না। (সূরা মুহাম্মদ:৩৯)

সুতরাং অর্থ ব্যয় করা বা মালি কুরবানী সাধারণ বিষয় নয়। ঈমানকে সুদৃঢ় করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজী লাভের জন্য একান্ত জরুরী। সাহাবায়ে কেরামের কুরবানীকে আল্লাহ্‌তাআলা কিভাবে ফল দিয়েছেন হাদীস সমূহে এর অনেক উল্লেখ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম অনেক গরীব ও আর্থিক দিক থেকে খুব দুর্বল ছিলেন। দিন মজুরি করে শারিরীক পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করে তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতেন। নিজের সাধ্যের ও শক্তির তুলনা বেশি ব্যয় করতেন। এভাবে তারা আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। ঐ সমস্ত কল্যাণসমূহ লাভ করেছিলেন যা আল্লাহ্‌তাআলা অর্থ ব্যয়কারীদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন , প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন।

অর্থ ব্যয় করা বা মালি কুরবানী সাধারণ বিষয় নয়। ঈমানকে সুদৃঢ় করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজী লাভের জন্য একান্ত জরুরী। সাহাবায়ে কেরামের কুরবানীকে আল্লাহ্‌তাআলা কিভাবে ফল দিয়েছেন হাদীস সমূহে এর অনেক উল্লেখ রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম অনেক গরীব ও আর্থিক দিক থেকে খুব দুর্বল ছিলেন। দিন মজুরি করে শারিরীক পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করে তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতেন। নিজের সাধ্যের ও শক্তির তুলনা বেশি ব্যয় করতেন। এভাবে তারা আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন।

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্‌র রাস্তায় মাল সদকার জন্য বলতেন, তখন আমাদের মধ্য হতে অনেকে বাজারে যেতেন, সেখানে পরিশ্রম করে যা পেতেন যা মজুরি পেতেন তা এনে সদকা করতেন। সামান্য যা কিছু পেতেন তা এনে সদকা দিতেন। আজ তাদের অবস্থার এত উন্নতি হয়েছে যে, তাদের এক এক জনের কাছে এক এক লক্ষ দীনার আছে।" (বোখারী কিতাবুল ইজারা)

অতএব দেখুন যে, প্রাথমিক অবস্থা কি ছিল আর পরবর্তী অবস্থায় কী পরিবর্তন ঘটেছিল। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের প্রতি কী পরিমাণ অনুগ্রহ করেছিলেন। তাদের কুরবানীর কত মূল্য দিয়েছিলেন!

চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন–

"আমি নিশ্চয় জানি যে, তারা বড় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে যারা লোক দেখানোর বেলায় শত শত টাকা খরচ করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিতে গেলে অগ্রসর হয় না। পিছিয়ে থাকে। চিন্তা করে দেখুন; এটা লজ্জার বিষয় যে কোন ব্যক্তি জামাতে শামিল হয়েও কৃপণতা ও পতিত অবস্থাকে ছাড়তে চায় না। এটা আল্লাহ্‌র সুন্নত যে, আল্লাহ্-প্রেরিত বান্দাদের জামাতে প্রাথমিক অবস্থায় চাঁদার প্রয়োজন হয়ে থাকে। আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) অনেক বার সাহাবায়ে কেরামের উপর চাঁদা আরোপ করেছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন। সুতরাং পুরুষদের কর্তব্য অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে জামাতের সাহায্যের জন্য অনতিবিলম্বে এগিয়ে আসার। যারা আমাদের (কাজে) সাহায্য করবেন তারা অবশেষে আল্লাহ্‌র সাহায্য দেখবেন।" (মজমুয়া ইশতেহারাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৫৬)

অতএব, আল্লাহ্‌র সাহায্য দেখার জন্য প্রত্যেকের উচিত নিজেদের অর্থ কুরবানীর মাত্রা বৃদ্ধি করা।

তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন:

"তোমাদের জন্য এমন করা সম্ভব নয় যে, তোমরা ধন-সম্পদকেও ভালবাসবে এবং আল্লাহ্‌কেও (ভালবাসবে), কেবল একটিকে ভালবাসা সম্ভব। অতএব সৌভাগ্যবান সে যে আল্লাহ্‌কে ভালবাসে। তোমাদের যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভালবেসে তাঁর খাতিরে মাল খরচ করবে– আমি খুব নিশ্চিত যে, তার সম্পদেও অন্যের তুলনায় বেশি বরকত দেয়া হবে। কারণ মাল বা সম্পদ তো এমনি এমনি আসে না বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য তা ব্যয়

করে না যা তার করা উচিত; সে নিশ্চয় তার ঐ মালকে হারাবে। কখনই মনে কর না যে, তোমাদের চেষ্টার ফলে তোমরা অর্থ উপার্জন কর–বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইহা এসে থাকে। তোমরা কখনও মনে কর না যে তোমরা অর্থ প্রদান করে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিতজনের প্রতি অনুগ্রহ কর। বরং এটা তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে খেদমতের জন্য ডেকেছেন। আমি সত্য সত্য বলছি, তোমরা সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ কর এবং খেদমত করা থেকে বিরত থাক, তাহলে তিনি অন্য এক জাতিকে সৃষ্টি করবেন যারা তাঁর খেদমত করবে। তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, (আমার) এ কাজ আকাশ থেকে (পরিকল্পিত) হয়েছে। এবং তোমাদের খেদমত তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। অতএব, এমন যেন না হয় যে, তোমরা অহংকার প্রদর্শন কর এবং মনে কর যে, তোমরা কোন খেদমত করেছ! আমি বারবার বলছি তোমাদেরকে যে, আল্লাহ্ তোমাদের খেদমতের মুখাপেক্ষী নন। হ্যাঁ এটা তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে খেদমতের সুযোগ দিয়েছেন। (মযমুয়ায়ে ইশতেহারাত ; ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৯৭-৪৯৮)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেনঃ হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে নিশ্চিত বলছি, আপনাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ আমার মধ্যে বিরাট উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের ঈমান ও ইরফান (ঐশীজ্ঞান) বৃদ্ধির জন্য তিনি আমাকে প্রকৃত ঐশী জ্ঞান (মা' রেফত) দান করেছেন। ঐ মারেফত আপনাদের ও আপনাদের সন্তানদের জন্য খুবই প্রযোজন। সুতরাং আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে দাড়িয়ে আছি–আপনারা আপনাদের উপার্জিত পবিত্র মাল দিয়ে ধর্মীয় কাজে আমার সাহায্য করুন। প্রত্যেকের উচিত যতদূর সম্ভব, যতটা তার সাধ্য ও সামর্থ্য আছে সে যেন সাধ্য মত এ পথে অর্থ ব্যয় করতে ইতস্ততঃ বোধ না করে। আল্লাহ্ তাঁর রসূল (সঃ)-এর তুলনায় যেন নিজ সম্পদকে প্রাধান্য না দেয়। তারপর আমার যতটা সাধ্য আছে আমি আমার লেখনি দিয়ে সাধ্যমত ঐ সমস্ত রূহানী জ্ঞানকে লিখে প্রকাশনার মাধ্যমে এশিয়া ও ইউরোপীয় দেশসমূহে ছড়িয়ে দিই যা আল্লাহ্‌র পবিত্র রূহের মাধ্যমে আমি লাভ করেছি।" [এযালায়ে আওহাম; রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫১৬] আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এই বাণী গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, এ দেশে ও পাকিস্তানের অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া ওয়াক্‌ফে জাদীদের উপর ন্যস্ত আছে। অতএব, প্রত্যেক আহমদীর একান্ত কর্তব্য সে যেন নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য মালী কুরবানীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। নবাগত আহমদী হোক বা পুরান আহমদী হোক–যদি সে মালী কুরবানী জন্য উৎসাহ বোধ না করে তাহলে তার ঈমানে শক্তি আসবে না। কেউ যেন এ কথা চিন্তা না করে যে তার আয় খুব অল্প, তার চাঁদা খুব কম, সে গরীব, এত কম টাকায় কি হবে? আল্লাহ্‌র রাস্তায় দেয়া টাকা যদি এক টাকা বা পয়সাও হয় এবং আন্তরিকতার সাথে, উৎসাহের সাথে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তার মূল্য অনেক। জামাতের ইতিহাসে এমন কুরবানীর উল্লেখ আছে এবং সংরক্ষিত আছে।

নবাগত আহমদী হোক বা পুরান আহমদী হোক–যদি সে মালী কুরবানী জন্য উৎসাহ বোধ না করে তাহলে তার ঈমানে শক্তি আসবে না। কেউ যেন এ কথা চিন্তা না করে যে তার আয় খুব অল্প, তার চাঁদা খুব কম, সে গরীব, এত কম টাকায় কি হবে? আল্লাহ্‌র রাস্তায় দেয়া টাকা যদি এক টাকা বা পয়সাও হয় এবং আন্তরিকতার সাথে, উৎসাহের সাথে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তার মূল্য অনেক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে হযরত হাফেয মুইন উদ্দীন (রাঃ) একজন অত্যন্ত গরীব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ছিলেন। রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, তার মাঝে অত্যন্ত সংকটের মধ্যে তার দিন কাটত। প্রতিবন্ধি হবার কারণে উপার্জন ক্ষমতাও ছিল না, কাজ করতে পারতেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুরানো খাদেম জেনে অনেকে বিভিন্ন ভাবে তাঁকে সাহায্য করতেন। কিন্তু হাফেয মুইন উদ্দীন সাহেব কখনও এমন পাওয়া টাকা বা বস্তুকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন না। এমন পাওয়া সব কিছু হযরত মসীহ মাওউদ (আ)-এর সমীপে পেশ করে দিতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পক্ষ থেকে যে কোন মালী কুরবানীর আহ্বানে অবশ্যই তিনি অংশ গ্রহণ করতেন যতসামান্য দিয়ে হলেও। এক পয়সা দিয়ে হলেও অংশ গ্রহণ করতেন তার নিজ অবস্থার অনুপাতে তিনি যা কিছু দিতেন তা কম হলেও তা সামান্য ছিল না। অনেক মূল্যবান ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বিভিন্ন সময়ে হাফেয সাহেবের কুরবানীর কথা উল্লেখ করেছেন। অনেক সময় হাফেয সাহেব নিজে অভুক্ত থেকেও চাঁদা দিয়েছেন। (আসহাবে আহমদ, ১১ খন্ড, পৃঃ২৯৩)

অপর দু'জন বুযুর্গ ব্যক্তির কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

"আমি আমার জামাতের আন্তরিকতা ও ভালবাসা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। তাদের অনেকে আছেন যাদের আয় খুবই কম। যেমন মিয়া জামাল উদ্দিন, খায়ের উদ্দিন ও মিয়া ইমাম উদ্দিন কাশ্মিরী। আমাদের গ্রামের খুব কাছেই তারা বসবাস করেন। তারা তিন ভাই খুবই গরীব। সম্ভবতঃ দিনে তিন বা চার আনা উপার্জন করেন। দিন মজুর হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু নিয়মিত প্রতি মাসে বড় উৎসাহের সাথে চাঁদা দেন। তাদের এক বন্ধু মিয়া আব্দুল আযীয পাটওয়ারীর আন্তরিকতা দেখেও আমি আশ্চর্য হয়েছি। তিনি খুব কম আয় সত্ত্বেও একদিন এক'শ টাকা আমাকে দিয়ে গেলেন যে আল্লাহ্‌র কাজে আমি যেন ঐ টাকা খরচ করি। আল্লাহ্ জানেন তিনি কত বছরে এ টাকা জমা করেছিলেন। আল্লাহ্‌র ভালবাসায় উৎসাহিত হয়ে তিনি ঐ টাকা এনে দিয়ে গেলেন।

গরীব নবাগতদের উৎসাহে যেমন গরীব দানশীলদের উদাহরণ রয়েছে তেমনই **সচ্ছল অবস্থাশালী আহমদীদের জন্যও চিন্তার বিষয় রয়েছে। তাদের ভেবে দেখা দরকার যে তারা কি মালি কুরবানী করছেন? তারা কি চিন্তা করে দেখেছেন যে, কতটা**

করেছেন? গরীব তো নিজের পেট কেটে চাঁদা দিচ্ছে অবস্থাশালীরা সে তুলনায় দিচ্ছেন কিনা। যদি চাঁদা দিতে গিয়ে ত্যাগের (ব্যাথা) অনুভব না হয় তা হলে বুঝতে হবে যে, তাদের আরো অনেক কিছু করার আছে।

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) 'ওয়াকফে জাদীদ'এর তাহরীক (আহ্বান) জারি করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এর গুরুত্ব সম্পর্কে কী বলেছেন? তিনি বলেছেন–

আমি জামাতকে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলছি তারা যেন এর গুরুত্ব অনুধাবন করে। পুরোপুরি এদিকে যেন দৃষ্টি দেয়। একে সাফল্যমন্ডিত করতে সর্বশক্তি ব্যয় করে। জামাতের কেউ একজন ও যেন এমন না হয় যে, সামর্থ্য থাকা সত্বেও এতে অংগ্রহণ করেনি।"

বিগত বছরগুলোতে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের নবাগতরা স্বল্প সংখ্যায় এসেছে। কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলোতে অনেক বড় সংখ্যায় নবাগতরা জামাতে প্রবেশ করেছে। আপনারা যদি তাদেরকে সক্রিয় আহমদী বানানে চান, তারা যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং জামাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে চায় তাহলে তাদেরকে প্রাথমিকভাবে ওয়াক্‌ফে জাদীদে শামিল করুন। তবে আস্তে আস্তে তিন বছরের মধ্যে তারা চাঁদা দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং অন্যান্য চাঁদা দিবে। এজন্য এটা আবশ্যক যে, এভাবে তাদের ঈমান সুদৃঢ় হবে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিও লাভ করবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর মাথায় যে বড় পরিকল্পনা ছিল যে, ওয়াকফে জাদীদের মাধ্যমে কি কাজ সম্পাদন করবেন– কিভাবে একে বিস্তৃত করবেন সে সম্পর্কে বলেছেন এবং ভারতকে ঐ কাজই দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ভারতে ওয়াক্‌ফে জাদীদের প্রায় পোনে বারশ' মোয়াল্লেমীন ও মোবাল্লেগীন কর্মরত আছে। কিন্তু আমার মতে এখনও এতে যথেষ্ট স্বল্পতা আছে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেছিলেন ঃ

"আমি আমার জামাতের বন্ধুদের আবার একবার এই ওয়াক্‌ফে জাদীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যদি জামাতের উন্নতি চান তা হলে এই তাহরীকের অধীনে আরো সংস্কারের জাল বিছিয়ে দিতে হবে। এখন ঐ দিন নাই যে, একটা জেলায় একজন মুরব্বী নিযুক্ত হবে সে এক এক জামাতে দু'এক ঘন্টার জন্য যাবে আর এভাবে সকল জামাতে ঘুরে আসবে। আজ তো আমাদের মুরব্বীকে প্রত্যেক কুটিরে যেতে হবে। এটা তখনই সম্ভব যখন আমার এই নতুন পরিকল্পনা মত কাজ হবে।" (আলফযল, ১১ জানুয়ারী ১৯৫৮)

এখানে হিন্দুস্তানে এবং পাকিস্তানে এবং অন্যান্য অঞ্চলে আমাদের ব্যবস্থাপকদের অনেকের মনে ধারণা জন্মেছে, জামাতের কর্মকর্তাদের মনেও ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের মুরব্বী ও মোয়াল্লেমগণের যে বর্তমান সংখ্যা আছে এটা যথেষ্ট। তাদের এ ধারণা ঠিক না। আজ এমন সময় এসেছে যে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক গঞ্জে, প্রত্যেক শহরে এবং সকল স্থানের প্রত্যক মসজিদে আমাদের মুরব্বী/মোয়াল্লেমের অবস্থান থাকা চাই।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (আঃ) অন্য একদিন বলেছিলেন ঃ

প্রত্যেক জায়গায় এমন ব্যক্তি নিয়োগ করতে হবে যে সেখানে তাদের মধ্যেই অবস্থান করবে। এবং এমন জনকল্যাণকর কাজ সে করবে যে, সেখানকার লোকেরা তার কাজে প্রভাবান্বিত হবে। অতএব, যারা ওয়াক্‌ফ করবে (জীবন উৎসর্গ) তাদের কর্তব্য হবে এমন কল্যাণজনক কাজ করা যাতে লোকেরা অনুপ্রাণিত হয়। তিনি তাদেরকে পাঠ দানও করবেন, হেদায়েত ও সংশোধনের কাজ করবেন। এ কার্যক্রম (এ নেটওয়ার্ক) এত বেশি বিস্তৃত ও প্রসারিত করতে হবে যে, কোন মাছ যেন বাইরে না থেকে যায়। সুতরাং আমরা যদি এই জালকে বিস্তৃত করতে না পারি আমরা সাফল্য লাভ করতে পারব না।" যদি এ জালকে ঠিকমত বিছিয়ে দেয়া হয় তাহলে আমরা নবদীক্ষিতদেরকেও ঠিকমত তরবিয়ত দিতে পারব। তাদেরকে কুরবানীর জন্য উদ্বুদ্ধও করা যাবে। তাদের মনোযোগও আকর্ষণ করতে পারব। বড় সহজে তাদেরকে জামাতের অংশও বানাতে পারবো। সুতরাং এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

অতঃপর আপনারা যেখানে অর্থের কুরবানী করেছেন সেখানে মোয়াল্লেমীন ও মোবাল্লেগীনরাও পুরোপুরি নিজেদের শক্তি ব্যয় করে দায়িত্ব পালন করবেন। এখানে হিন্দুস্তানে এবং পাকিস্তানে এবং অন্যান্য অঞ্চলে আমাদের ব্যবস্থাপকদের অনেকের মনে ধারণা জন্মেছে, জামাতের কর্মকর্তাদের মনেও ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের মুরব্বী ও মোয়াল্লেমগণের যে বর্তমান সংখ্যা আছে এটা যথেষ্ট। তাদের এ ধারণা ঠিক না। আজ এমন সময় এসেছে যে, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক গঞ্জে, প্রত্যেক শহরে এবং সকল স্থানের প্রত্যক মসজিদে আমাদের মুরব্বী/মোয়াল্লেমের অবস্থান থাকা চাই। অতএব, এ কাজের জন্য জামাতের সকলকে মালী কুরবানীতে অংশগ্রহণ করতে হবে তবেই তোমরা সর্বত্র মুরব্বী মোয়াল্লেম পাঠাতে পারবে।

তারপর জামাতের ব্যক্তিদেরকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। নিজ সন্তানদের উৎসর্গ করতে হবে। তারা যেন এ কাজের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারে, তারা যেন এ কাজের জন্য জীবন ওয়াক্‌ফ করে। তারপর তারা যেন তাক্‌ওয়ার উন্নত মাত্রার অধিকারী হয়। আমরা কেবল মানুষদের নিয়োগ দেব তা নয় বরং তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের প্রয়োজন। আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ ওয়াক্‌ফে নওরাও আসবে ময়দানে। কিন্তু তাদের সংখ্যাও যথেষ্ট নয় অনেক ব্যাপকভাবে আমাদেরকে এ কাজ করতে হবে। আল্লাহ্‌র ফযলে মানুষের প্রয়োজন খুব দ্রুত বেড়ে চলেছে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে তাকওয়ার উপরে চলতে পারে এমন অনেক মুরব্বী মোয়াল্লেম দান করুন।

আমি এবার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার রিপোর্ট পেশ করছি। আমরা পাউন্ডে চূড়ান্ত হিসাব রাখি। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কারেন্সি ভিন্ন ভিন্ন তাই এক কারেন্সি বানাবার উদ্দেশ্যে পাউন্ড স্টার্লিং-এ এই হিসাব রাখা হয়েছে। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ওয়াক্‌ফে জাদীদের গত বছরের আদায় মোট একুশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাউন্ড। আল্লাহ্‌র ফযলে গতবারের তুলনায় এবার দু'লক্ষ পাউন্ড বেশি আদায় হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। যারা এ তাহরীকে অংশ নিয়েছেন তাদের সংখ্যা মোট ৪,৬৬০০০ (চার লক্ষ ছেষট্টি হাজার)। আমি ভারতকে পাঁচ লক্ষ চাঁদা দাতা বানাবার টার্গেট দিয়েছি। তারা চেষ্টা করলে এ সংখ্যা পেতে পারেন। তারা চেষ্টা করেছেন, পুরা হয়নি এখনও। যাহোক তবুও এ বছর ৫১ হাজার নতুন চাঁদাদাতা ওয়াক্‌ফে জাদীদে চাঁদা দিয়েছেন। পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে নতুনদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তারপর জার্মানী, কানাডা, নাইজেরিয়া, ইত্যাদি। নাইজেরীয়ার জামাত ওয়াক্‌ফে জাদীদও তাহ্‌রীকে জাদীদের চাঁদার প্রতি আগের তুলনায় বেশি দৃষ্টি দিচ্ছে। যথেষ্ট এগিয়ে এসেছে, মাশআল্লাহ্। আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোরও উচিৎ পুণ্যের কাজে প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা। বিশেষ করে ঘানার উচিৎ এদিকে দৃষ্টি দেয়া। যেমন পূর্বে বলেছি, হিন্দুস্তানে যদিও এবার বৃদ্ধি হয়েছে তারপরও অনেক বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। কারণ তাদের রিপোর্ট অনুসারে এ যাবত ওয়াক্‌ফে জাদীদে চাঁদাদাতার সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার এবং এবার বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮০০০(আঠাইশ হাজার)। কিন্তু আমার মতে তারা যদি বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং পুরো শক্তি দিয়ে চেষ্টা করে তাহলে এ প্রবৃদ্ধি লক্ষের উপরে যাবে।

যাক, সারা দুনিয়ার জামাতগুলো অপেক্ষমান আছে। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা আদায় এর দিক থেকে প্রথম দশটি দেশের অবস্থান নিম্নরূপ ঃ-

(১) সর্বপ্রথম আমেরিকা (২) তারপর পাকিস্তান (৩) ইংল্যান্ড (৪) জার্মানী (৫) কানাডা (৬) হিন্দুস্তান (৭) ইন্দোনেশিয়া (৮) বেলজিয়াম (৯) অস্ট্রেলিয়া (১০) সুইজারল্যান্ড এর পোজিশান রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এবার দশ থেকে উপরে উঠে নবম হয়েছে।

পাকিস্তানে আতফাল ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার হিসাব পৃথক রাখা হয়। এদিক থেকে বয়স্কদের চাঁদার হিসাবে প্রথম হয়েছে, করাচী, দ্বিতীয় লাহোর, তৃতীয় রাবওয়াহ্। জেলাগুলোর মধ্যে প্রথম সিয়ালকোট, তারপর ক্রমানুসারে রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, সারগোধা, কোয়েটা, নারোয়াল।

দফতর আতফালের রিপোর্টে প্রথম স্থান করাচী; দ্বিতীয় লাহোর এবং তৃতীয় (৩) রাবওয়াহ লাভ করেছে। জেলাগুলোর মধ্যে প্রথম ইসলামাবাদ, তারপর সিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, শেখোপুরা, রাওয়ালপিন্ডি। মীরপুর খাস, ফায়সালাবাদ, সারগোধা, নারওয়াল, কোয়েটা এ ছিল আদায় এর দিক থেকে অগ্রগামীদের রিপোর্ট। আল্লাহ্‌র ফযলে ১লা জানুয়ারী হতে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নতুন বছর আরম্ভ হয়ে গেছে আজ যার ঘোষণা দিচ্ছি। এটা হবে এর পঞ্চাশতম বছর। পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি করে আল্লাহ্‌তাআলা এ বছর এতে বরকত দিন। জামাতসমূহের মালী কুরবানীর মান উন্নত হোক। ওয়াক্‌ফীনে যিন্দেগী (উৎসর্গকৃতজীবন) মুরব্বী মোয়াল্লেমগণের তাকওয়ার মান উন্নত হোক। আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্কের উন্নতি হোক। জামাতের প্রত্যেকের মধ্যে নিজ নিজ দায়িত্ববোধ জাগ্রত হোক। আমাদের প্রত্যেকে বিশেষভাবে আবেগ তাড়িত হয়ে নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা ও আল্লাহ্‌র ভালবাসা কুড়াবার চেষ্টা করতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ এর জন্য শক্তি দান করুন।

আজ জুমুআর খুতবা দেরীতে আরম্ভ হয়েছিল। দূরের জামাতগুলো অপেক্ষা করে এবং দেরী দেখে অধীর হয়ে পড়ে। এখানে বিদ্যুতের সমস্যাও থাকে। জেনারেটর লাগানো হয়েছিল যা খারাপ হয়ে গেছে। আর একটি লাগানো হয়েছিল তাও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। ফলতঃ সিগনাল ঠিকমত যাচ্ছিল না। এভাবে দেরী হয়ে গেল। অনেকেই লিখতে শুরু করবেন আমাকে যে আমার কোন অসুবিধা হয়েছে কি না। তাই জানিয়ে দিলাম যে বিদ্যুতের কারণে দেরী হয়েছে আমার কারণে নয়।

(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ২৭ জানুয়ারী ২০০৬ ইং)

অনুবাদ - মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

গত এগার বছরে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার তালিকা

সাল	সংখ্যা
১৯৯৪-৯৫	৫৬২
১৯৯৫-৯৬	৫৬৫
১৯৯৬-৯৭	৫৮০
১৯৯৭-৯৮	৫১২
১৯৯৮-৯৯	৫৪৪
১৯৯৯-২০০০	৫৫৪
২০০০-২০০১	৫৯৯
২০০১-২০০২	৮৫৯
২০০২-২০০৩	৯২০
২০০৩-২০০৪	২৭৩৪
২০০৪-২০০৫	১৫২০০

তথ্য সূত্র ঃ
দৈনিক আল ফযল, ৮ ডিসেম্বর-২০০৫
অনুবাদ ও সংগ্রহ-
মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমিন

তবলীগের উত্তম পদ্ধতি এবং দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ ও মুবাল্লিগগণের বৈশিষ্ট্যাবলী

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৪ঠা জুন, ২০০৪ তারিখে নান স্পীট, জার্মানীতে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা হামীম আস্ সিজদাহ্র নিম্নোক্ত ৩৪ আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দেনঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٤﴾

এ আয়াতের অনুবাদ এই , কথা বলার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আর কে উৎকৃষ্টতর হতে পারে যে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে, পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আর বলে, নিশ্চয় আমি পুরোপুরি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত?

তাঁর সৃষ্টিকে শয়তানের খপ্পর থেকে বার করে তাঁর ইবাদতকারীতে পরিণত করা আল্লাহ্তাআলার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়। অথচ আল্লাহ্তাআলা শয়তানকে খোলা ছেড়ে দিয়েছেন (এই বলে যে), বেশ তো, তুমি আমার বান্দাদেরকে বিপথগামী করতে চাও তো করতে থাক। তাদেরকে পুণ্য পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাও তো দেয়ার চেষ্টা করতে থাক কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলে দিয়েছেন, আমার যেসব বান্দা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদেরকে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে আমার নবীরা আসতে থাকবে আর তাদের মান্যকারীদের মাঝে আমার ইবাদতকারী এমন সব লোক জন্ম নিতে থাকবে যারা আমার দিকে ঝুঁকে থাকবে আর সৃষ্টিকে আমার দিকে নিয়ে আসার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকারী হবে। আরও বলেন, এসব লোকই পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা সফলকাম হবে। এসব লোকই আমার চিরস্থায়ী জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে। তারা লোকদেরকে পুণ্যের নির্দেশ দিতে থাকবে আর ইবাদতকারী হবে। যেভাবে আমি বলেছি, পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারী এবং এমন মমতার সাথে পুণ্য কর্মের প্রতি নির্দেশ দিতে থাকবে এবং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যে, (আমি বলছি,) হে শয়তান! তুমি তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু, যেহেতু কোন শক্তি প্রয়োগের প্রশ্ন নেই, তাই এমন সব লোকও হবে যারা শয়তানের পাল্লায় পড়ে যাবে। শয়তানের অনুসরণ করে থাকবে। আর এসব লোক জ্যোতিকে ছেড়ে দিয়ে অন্ধকারের অধিবাসী হবে। তাদের ঠাঁই হবে আগুনে। আরও বলেছেন, আমি অবশ্যই তাদেরকে আগুনে ফেলে দিব।

অতএব এ হলো দু'টি দল। এক আল্লাহ্র ইবাদতকারী। আরেক শয়তানের ধোঁকাগ্রস্ত আর আল্লাহ্র ইবাদতকারী লোকেরাই মমতার সাথে অন্যান্য লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে। আল্লাহ্তাআলা আমাদের আহমদীদেরকে এ পুরস্কার ও অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন যে, তিনি আমাদেরকে সেই দলে শামেল হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন যারা সব নবীদের ওপর দৃঢ়বিশ্বাস ও ঈমান স্থাপনকারী। আর এর চেয়েও অধিক কল্যাণ এই, পূর্ণ হেদায়াতদানকারী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার এ পুরস্কারও দিয়েছেন, এ পূর্ণ প্রেমিক আলায়হেস সালামের জামাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর এ দিক থেকে আমরা আমাদের যতই সৌভাগ্যশালী মনে করি না কেন তা কম। এ অনুগ্রহের জন্যে আমরা আল্লাহ্তাআলার যতই শুকরিয়া জ্ঞাপন করি না কেন তা-ও কম। কিন্তু এটাও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক, আল্লাহ্তাআলার এ অনুগ্রহ আমাদের ওপর একটি দায়িত্বও আরোপ করে। তোমরা যে মুল্যবান ভান্ডার লাভ করেছো , তোমরা যে মণি-মানিক্য পেয়েছো সেগুলোকে কেবল নিজেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখো না বরং এ ভান্ডারকে আর হাজার বছর ধরে সমাহিত ভান্ডারগুলোকে–যেসব ভান্ডার লাভ করার পর মানুষ খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, অন্যদের কাছেও পৌঁছাও। তাদেরকেও শয়তানের খপ্পর থেকে মুক্তি দাও এবং আল্লাহ্তাআলার ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত কর। আর হাদীসের ওপর কর্ম সম্পাদনকারীতে পরিণত হও,–তোমরা নিজেদের জন্যে যা পসন্দ কর তাদেরকেও এ থেকে অংশ দাও। এ সম্পদকে, এ দুর্লভ ঠিকানাকে বিনষ্ট করে বসো না। বরং একে পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে

পৌঁছে দাও। মুসলমানদেরকেও পৌঁছাও। কেননা, তারা ভুলে বসেছে। আর সেই অপেক্ষায় রয়েছে কবে কোন মাহদী ও মসীহ্ আসবে এবং তাদেরকে পথ দেখাবে। তারা দজ্জালের ধোঁকায় পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলছে। তাদের ওপর সব দিক থেকে কঠোরতা। কী হচ্ছে তা তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। এমন কি মুসলমান তাদের দেশেও মুক্তভাবে নিঃশ্বাস নেয়ার অধিকার রাখে না। নিজেদের দেশেও তারা সে সবই করতে বাধ্য হচ্ছে যা দাজ্জাল তাদেরকে দিয়ে করাতে চাচ্ছে। আবার যেভাবে আমি বলেছি, এসব মুসলমান স্বার্থরপর মোল্লাদের ও দাজ্জালী শক্তির নাগ পাশে আবদ্ধ হয়ে নির্যাতনের চাকায় এমনভাবে পিষ্ট হচ্ছে যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। আর এসব কামনা-বাসনার পূজারী মোল্লারা তাদেরকে ধর্ম থেকেও দূর করে দিয়েছে। মুসলমান আখ্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও খোদাতাআলার শিক্ষার ওপর আমল না করার কারণে আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহ অনুকম্পা থেকেও দূর চলে গেছে। কিন্তু একজন আহমদী যেহেতু সাধারণভাবে মানবতার সাথে সহানভূতিও রাখে। আর মুসলমানদের সাথে তো বিশেষভাবে সহানুভূতি রাখা উচিত। কেননা, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপিত তাদেরকে এ অন্ধকার থেকে বের করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য বর্তায়। এদের কাছে পর্যন্ত আল্লাহ্র বাণী পৌঁছান যে, মসীহ্ ও মাহদীর জামাতে শামেল হলে সফলকাম হবে। এভাবে খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের লোকদেরকেও ইসলাম ও আহমদীয়তের বাণী পৌঁছান। এক দরদ ও বেদনার সাথে তাদের জন্যে দোয়া করতে থাকুন। তাদেরকে আল্লাহ্তাআলার ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত করুন। পৃথিবীতে প্রবল বেগে ধ্বংস ধেয়ে আসছে এবং পৃথিবীও খুব তীব্র বেগে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখে আমাদেরকে এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। তখনই আমরা আল্লাহ্তাআলার দৃষ্টিতে উত্তম সাব্যস্ত হতে পারি। তখনই আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার দায়িত্ব পালন করতে পারি।

নিজ উম্মতের কোন ব্যক্তির মাধ্যমে কোন ব্যক্তির পথ পেয়ে যাওয়াতে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। হাদীস থেকে এটা অনুমান করা যায়। হযরত সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমার মাধ্যমে কারও হেদায়াত লাভ তোমার জন্যে উত্তম মানের রক্তিম বর্ণের উট পাওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম (মুসলিম কিতাবুল্ আযায়েল)।

সেই যুগে লাল রংএর উটকে খুবই মূল্যায়ন করা হতো। যেভাবে বর্তমান কালে বড় বড় গাড়ী রয়েছে বা সম্ভবত এথেকেও বেশি। কেননা, যে যুগে সফরের মাধ্যম বিশেষভাবে মরুভূমিতে আর সেটা মরুভূমির এলাকাই ছিল, উটই ছিল। তাই তিনি (সঃ) বলেছেন, পার্থিব দিক থেকে একে একটি উন্নত মান মনে করা হয়। কারও হেদায়াত লাভের কারণ হয়ে কাউকে সঠিক পথে চালিয়ে তোমরা আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহের ও তাঁর কল্যাণের চেয়ে এ থেকে আর কোন্ পুরস্কারের অধিকারী হবে?

মোট কথা আল্লাহ্তাআলার বাণী যে পৌঁছায় পার্থিব দিক থেকেও তার কাছে এর মোকাবেলায় আর কিছু হতে পারে না। কোন তুলনাই নেই। মানবীয় চিন্তারও অতীত তাই এ দিকে খুবই দৃষ্টি দিন। আপনারা যারা এ দেশে বসে আছেন। এখানে ইসলামের শিক্ষা পৌঁছানোও আপনাদের ওপর ফরয বলে ধার্য হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "আমাদের সাধ্যে কুলোলে আমরা ভিক্ষুকের মত ঘরে ঘরে গিয়ে খোদাতাআলার সত্য ধর্মের প্রচার করতাম এবং ধ্বংসকারী শিরক ও কুফরী যা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে তা থেকে লোকদেরকে রক্ষা করতাম। খোদাতাআলা আমাদেরকে ইংরেজী ভাষা শিখিয়ে দিলে আমরা স্বয়ং ঘুরে ঘুরে তবলীগ করবো আর এ তবলীগে জীবন কাটিয়ে দিবো, এমন কি মরেই যাই না কেন। (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৯ নব সংস্করণ)।

দেখুন, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মনে এ বাণী পৌঁছানোর কতটা উদ্দীপনা দেখতে পাওয়া যায়। অতএব আমাদেরও নিজেদের প্রাধান্য দেয়ার বিষয়গুলোকে বদলে দেয়ার প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। আল্লাহ্তাআলার বাণীকে পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছানোর ব্যাপারে আমাদেরও যত্নবান হওয়া উচিত। তবেই আমরা তাঁর (আঃ) বয়াতের অন্ত র্ভুক্ত বলে দাবী করতে সত্য সাব্যস্ত হতে পারি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "আমাদের সাধ্যে কুলোলে আমরা ভিক্ষুকের মত ঘরে ঘরে গিয়ে খোদাতাআলার সত্য ধর্মের প্রচার করতাম এবং ধ্বংসকারী শিরক ও কুফরী যা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করছে তা থেকে লোকদেরকে রক্ষা করতাম। খোদাতাআলা আমাদেরকে ইংরেজী ভাষা শিখিয়ে দিলে আমরা স্বয়ং ঘুরে ঘুরে তবলীগ করবো আর এ তবলীগে জীবন কাটিয়ে দিবো, এমন কি মরেই যাই না কেন।

আজ জেহাদের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে তরবারি চালাতে বলা হচ্ছে না। আজ আমাদেরকে তীরের বারিধারার সামনে দাঁড়িয়ে ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্যে বলা হচ্ছে না। আজ আমাদেরকে কামানের গোলার সামনে দাঁড়িয়ে যেতে বলা হচ্ছে না। আজ আমাদেরকে যে দাবী পূরণ করতে বলা হচ্ছে তা কেবল এই, নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, নিজেদের সময়কেও ধর্মের পথে ব্যয় কর। আজ আমাদেরকে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইসলামের যেসব সুন্দর সুন্দর শিক্ষার অশেষ ভান্ডার দিয়েছেন এগুলোর বদৌলতে আমরা দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে শত্রুর মুখ বন্ধ করার যোগ্যতা অর্জন করেছি। এসব দলীল-প্রমাণের সামনে আজ কোন খৃষ্টানও দাঁড়াতে পারে না আর কোন ইহুদী,

হিন্দু কেউই দাঁড়াতে পারে না। আর যেভাবে আমি আগে বলেছি, এসব দলীল-প্রমাণের মাধ্যমেই আমরা নিষ্পাপ মুসলমান উম্মতকেও সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থপর ও নামসর্বস্ব আলেমদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারি। এসব আলেমদের কাজ কেবল ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করা। আর এখন তো তাদের নিজেদের পত্র-পত্রিকা এট্টা বলছে, সব কিছু লিখছে। প্রত্যেক দিনের সংবাদ পত্রগুলো এসব কথায় পরিপূর্ণ। আর আল্লাহ্‌র নামে মুল্লার কটূ কথা সবখানে বিস্তার লাভ করেছে, হোক না পাকিস্তান, বা বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তানে আর কোন ইসলামী রাষ্ট্রেই হোক না কেন। সবখানে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং সুযোগ সন্ধানীরা সুবিধা ভোগ করছে।

এখন বিগত কিছু দিন থেকে বাংলাদেশেও একটি বড় ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মাঝে এখন অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক পরিমাণে ভদ্রতা দেখা যাচ্ছে। আর এভাবে আল্লাহ্‌র ফযলে সেসব মোল্লাহ্‌র-ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকাতেও ধ্বনি উঠছে। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের পুরস্কৃত করুন এবং ভবিষ্যতে সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ রাখার সৌভাগ্য দান করুন। আর তাদেরকে এর যোগ্য করে গড়ে তুলুন যেন এ যুগের ইমামকে সনাক্ত করতে পারে।

এখন তো আমাদের জন্যে তাঁর দিকে আহ্বান করার পথও সহজ করে দিয়েছেন। আজ আল্লাহ্‌তাআলা নিজ অনুগ্রহে পৃথিবীর কোণে কোণে নিজ বাণী পৌঁছানোর জন্যে মাধ্যম ও ওসীলা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আজ মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার (MTA) মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা এ কাজই হচ্ছে। ২৪ ঘন্টা এ কাজের জন্যে উৎসর্গীত। অতএব আপনার জ্ঞানে যদি স্বল্পতাও থাকে তাহলে এ মাধ্যম থেকে উপকৃত হওয়া যেতে পারে। প্রয়োজন দৃষ্টি দেয়ার। লোকদের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব আমাদেরও এ দিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। উপকরণ ও সহজলভ্য হয়েছে।এজন্যে আবেদন এই, দৃষ্টি দিন। পৃথিবীর প্রত্যক আহমদী নিজের ওপর এটা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিন, তিনি বছরে এক বা দু' সপ্তাহ এ কাজের জন্যে উৎসর্গ করবেন। আমি এক বা দু'বার কমপক্ষে এটা এজন্যে বলছি, যখন যোগাযোগ হয়ে যায় তখন দ্বিতীয় বার যোগাযোগ করা আবশ্যক। আবার নতুন ক্ষেত্রও লাভ হয়। তাই এ প্রসঙ্গে পুরোপুরি গাম্ভীর্যের সাথে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আপনাদের প্রত্যেককে উপস্থাপন করা উচিত। হল্যান্ডের আহমদী হোন বা জার্মানীর। অথবা বেলজিয়ামের হোন বা ফ্রান্সেরই হোন। আর ইউরোপের কোন দেশের আহমদীই হোন না কেন। অথবা বিশ্বের যে কোন দেশের হোন।

বিগত কিছু দিন থেকে বাংলাদেশেও একটি বড় ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মাঝে এখন অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক পরিমাণে ভদ্রতা দেখা যাচ্ছে। আর এভাবে আল্লাহ্‌র ফযলে সেসব মোল্লাহ্‌র-ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকাতেও ধ্বনি উঠছে। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের পুরস্কৃত করুন এবং ভবিষ্যতে সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ রাখার সৌভাগ্য দান করুন। আর তাদেরকে এর যোগ্য করে গড়ে তুলুন যেন এ যুগের ইমামকে সনাক্ত করতে পারে।

কেনাডা বা আমেরিকারই হোন অথবা এশিয়ার কোন দেশেরই হোন পৃথিবীকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রত্যেকেরই এ প্রসঙ্গে এখন সচেতন হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেককেই উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এ বাণীকে পৌছান। আর যেভাবে আমি বলেছি, বিশ্বকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন। কেননা, এখন আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি ঝুঁকে ও অনুগত হওয়া ছাড়া কোন জাতিই সুরক্ষিত নয়। তাই তাদেরকে রক্ষা করার জন্যে দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্‌র বিশেষ সংখ্যার বা বিশেষ লক্ষ্য (Target) লাভ করার সময় নেই। অথবা এর ওপর দিনাতিপাত করা সম্ভব নয়। বরং এখন তো জামাতগুলোর এমন পরিকল্পনা করা উচিত যেভাবে আমি বলেছি, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক আহমদী এ বাণী পৌঁছাতে লেগে যান। আর আপনারা যেখানে এ কাজে বিশ্বের উপকার করে চলেছেন তাদেরকে আল্লাহ্‌র সমীপে পৌঁছিয়ে চলেছেন সেখানে আপনাদেরও উপকার হবে। নিজেরা নিজেদেরকে উপকার করে চলেছেন এবং পুণ্যের অধিকারী হয়েও চলেছেন।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি কোন পুণ্য কাজ করে এবং হেদায়াতের দিকে ডাকে তারও ততটা পুণ্য লাভ হয়ে যায় যতটা এর ওপর আমলকারীর লাভ হয়ে থাকে। আর তার পুণ্যে কোন ঘাটতি পড়ে না। আর যে-ব্যক্তি কোন মন্দ কাজে ও পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকে তারও ততটাই পাপ হয়ে থাকে যতটা সেই মন্দ কার্য সম্পাদনকারীর হয়ে থাকে (মুসলিম কিতাবুল ইলম)। তাই দেখুন ! আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ কিভাবে নিজের দিকে আহ্বানকারী নিজ বান্দাদেরকে পুণ্য পৌঁছিয়ে থাকেন। হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "মানুষ যদি তার বয়সকে বাড়াতে চায় এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করতে চায় তাহলে যতটা সম্ভব সত্যিকার ধর্মের উদ্দেশ্যে নিজ বয়সকে উৎসর্গ করে। এটা স্মরণ রাখ, আল্লাহ্‌তাআলাকে ধোঁকা দেয়া য়ায় না। যে আল্লাহ্‌তাআলাকে ধোঁকা দেয় সে যেন স্মরণ রাখে, সে নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছে । এর ফলে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।"

অতএব বয়স দীর্ঘ করার চেয়ে আর কোন উত্তম ব্যবস্থাপত্র নেই। মানুষ যেন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে ইসলামের বাণীকে উন্নত করার কাজে নিয়োজিত হয়ে যায় আর ধর্মের সেবায় লেগে যায়। আজকাল এ ব্যবস্থাপত্র খুবই কার্যকরী। কেননা, ধর্মের আজ এমন নিষ্ঠাবান সেবকদের প্রয়োজন এ বিষয়টি না থাকলে পরে বয়সের কোন মূল্য নেই। এটা এমনিতেই শেষ হয়ে যায়" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৩, নতুন সংস্করণ)।

অতএব নিজেদের বয়সকে কল্যাণমন্ডিত করতে হলে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের

উত্তরাধিকারীতে পরিণত হতে হলে বিশ্বকে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর এ বাণী পৌঁছিয়ে দিন।

তিনি (আঃ) বলেন ঃ "হে পৃথিবীর ওপরস্থ লোকেরা! আর পূর্ব পশ্চিমে অবস্থিত মানবীয় আত্মাগুলো! আমি পুরোপুরি জোর দিয়ে আপনাদেরকে এ দিকে আহ্বান করছি, এখন বিশ্বে সত্য ধর্ম বলতে কেবল ইসলামই রয়েছে আর সত্যিকারের খোদাও সেই খোদা যাঁর কথা কুরআন বর্ণনা করেছে। এবং সব সময়ের জন্যে আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী নবী প্রতাপ এবং পবিত্রতার আসনে বসে আছেন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লাম। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন ও প্রতাপের সাক্ষ্য প্রমাণ আমরা এই জানতে পেরেছি যে, তাঁর অনুসরণ ও ভালবাসায় আমরা রূহুল কুদুস ও খোদার বাক্যালাপ ও ঐশী নিদর্শনাবলীর পুরস্কার পেয়ে থাকি" (তিরিয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪১)।

আল্লাহ্ করুন আমারা প্রত্যেকে যেন সত্যিকারের আবেগের সাথে মানবমন্ডলীর সত্যিকারের সহানুভূতি এবং উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সাথে ভালবাসার আবেগ নিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ বাণী বিশ্বের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হই এবং আমরা পৌঁছাতে থাকি। আল্লাহ্তাআলা আজ কাল, যেভাবে আমি আগে বলেছি , এম.টি.এরও একটি মাধ্যম উদ্ভাবন করে দিয়েছেন। নিজেদের বন্ধুদেরকে এর সাথেও পরিচিত করানো আবশ্যক। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখুন, বাণী পৌঁছাতে তবলীগ করণেরও কোন পন্থা ও পদ্ধতি হয়ে থাকে। এ সত্যিকারে আবেগ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রজ্ঞার সাথে এ বাণীকে পৌঁছানো উচিত যেন বিশ্বের ওপর প্রভাবও পড়ে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা বাণী পৌঁছাতে যাচ্ছি সেই উদ্দেশ্যও সফল হয়। বিশ্বে যেন বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়। তাই কুরআনের এ আয়াত এ প্রসঙ্গে সব সময় আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যকঃ

(আল্লাহ্তাআলা) বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٤﴾

অর্থাৎ নিজ প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে প্রজ্ঞার সাথে এবং উত্তম নসীহতের মাধ্যমে আহ্বান কর আর তাদের সাথে এমন দলীল-প্রমাণ দিয়ে বিতর্ক কর যা উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই তাদেরকে যারা তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, বেশি জানেন আর তিনি হেদায়াত লাভকারীগণকেও সবচেয়ে বেশি অবহিত।

অতএব বিভিন্ন যেসব মাধ্যম রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করুন যেভাবে আমি আগেও বলেছি। কিন্তু বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মেজায-মর্জি হয়ে থাকে। তাদের মেজায-মর্জি অনুযায়ী তাদেরকে নসীহত করা আবশ্যক। তাদেরকে তবলীগ করা আবশ্যক। এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি হয়ে যায়, যেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তখন দোয়া করতে থাকুন। কেননা, আসল বিষয় তা দোয়াই। এটা আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করে। তখন দোয়া করতে থেকে, তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে থেকে এমন স্থান থেকে ফিরে আসা উচিত। উঠে আসা উচিত সাময়িকভাবে। কিন্তু তাদের জন্যে দোয়া করা থেকে বিরত হয়ে যাওয়া উচিত নয় বরং সেসব লোকের হেদায়াতের জন্য ধারাবাহিকতার সাথে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে থাকা আবশ্যক।

একজন তবলীগ বা প্রচারকারীকে আল্লাহ্তাআলার প্রতি অতি বিনীত হতে হয়, ঝুঁকে থাকতে হয়। তাঁর কাছে সব সময় হাত পেতে থাকতে হয়। যখন আমরা আল্লাহ্তাআলার দিকে কাউকে আহ্বান করি তখন আল্লাহ্তাআলার দোহাই দিয়েই সব কিছু লাভ করতে পারি। এজন্যে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করার আগেও দোয়া করুন। এর মাঝেও দোয়া করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'যাকে নসীহত করতে হয় তাকে মুখে বল। একই কথা বলার ভঙ্গী এক জনকে শত্রু বানাতে পারে আর অন্য ভঙ্গী বন্ধু বানাতে পারে। অতএব জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান (অর্থাৎ তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক কর) অনুযায়ী নিজ আমলকে উপস্থাপন কর। এ ধরনের কথা-বার্তাকেই বলা হয় হেকমত বা প্রজ্ঞা। অতএব কুরআন বলে ইউ'তিল হিকমাতা মাঁইইশাউ (অর্থাৎ যাঁকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে) (সূরা বাকারা ঃ ৬৭) (আল্ হাকাম, ৭ম খন্ড, নম্বর ৯, ১০-৩-১৯০৩, পৃষ্ঠা ৮)।

যেভাবে হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, যার জন্যে আল্লাহ্ চান তাকে প্রজ্ঞাও দান করা হয়েছে। তাই দাঈ ইল্লাল্লাহ্ বা আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীকে একজন তবলীগ বা প্রচারকারীকে আল্লাহ্তাআলার প্রতি অতি বিনীত হতে হয়, ঝুঁকে থাকতে হয়। তাঁর কাছে সব সময় হাত পেতে থাকতে হয়। যখন আমরা আল্লাহ্তাআলার দিকে কাউকে আহ্বান করি তখন আল্লাহ্তাআলার দোহাই দিয়েই সব কিছু লাভ করতে পারি। এজন্যে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করার আগেও দোয়া করুন। এর মাঝেও দোয়া করুন। আর আল্লাহ্তাআলার দরবারেই সব সময় ঝুঁকে থাকা আবশ্যক। তাঁর কাছ থেকেই প্রজ্ঞা ও তাঁর অনুগ্রহ সব সময় যাচ্ঞা করা উচিত। যখন এভাবে কাজ আরম্ভ করবেন তখন ইনশাআল্লাহ্তাআলা অশেষ কল্যাণ বর্ষিত হবে। আবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"উত্তম বিতর্কের অর্থ কি? তিনি বলেন, এর অর্থ চাটুকারিতা নয়। খোশামোদের রঙ্গে হীনমন্যতার সাথে কথা লুকিয়ে রাখা বুঝায় না। বরং প্রজ্ঞা ও সাহসের সাথে হওয়া আবশ্যক। [তিনি (আঃ)] বলেছেন, আয়াত জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসান। এর উদ্দেশ্য এই নয়, আমরা এতটা কোমলতা দেখাই যে,

চাটুকারিতা করে ঘটনার বিপরীত কথাকেও স্বীকার করি। এমন ব্যক্তি যে খোদাই দাবী করি এবং আমাদের রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে দিই (নাউযুবিল্লাহ্) এবং মূসার নাম ডাকাত রাখি (নাউযবিল্লাহ্) । এটাকে কি সরলতা বলা যায়? (তিনি) বলেন, এটা করা কি উত্তম বিতর্ক? অবশ্যই নয়। বরং কপটতার পথ আর বেঈমানীর একাংশ (তিরিয়াকুল কুলূব, রূহানী খাযায়েন, ১৫ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫, পাদটীকা)।

কোন কোন লোক কখনও কখনও পরিবেশকে ঠান্ডা করার জন্যে প্রত্যেক কথায় হ্যাঁ, হ্যাঁ করতে থাকে। অথবা বলে দেয় এটা ছিল সময়ের চাহিদা। আমরা মনে করেছিলাম সে সময় তাদের সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ করাতে আমাদের সাথে সেসব লোকের একত্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা ভ্রান্ত পদ্ধতি। এটা হীনমন্যতা এবং আল্লাহ্তাআলার প্রতি ভরসার অভাব। আল্লাহ্তাআলা তো বলেন, অন্তরগুলোকে তো আমি বদলিয়ে দেব। তোমাদের কাজ কেবল বাণী পৌঁছানো। এসব সুযোগে সাহসিকতার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে এসব ভুল কথা-বার্তা বলা হলে উঠে পড়া আবশ্যক আর সেসব লোকের বিষয় খোদার ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি বক্তব্য রয়েছে। তিনি বলেছেনঃ আকাঙ্ক্ষা ও ঝোঁক হয়ে থাকে যার কারণে তা কোন সময় কথা শুনতে প্রস্তুত থাকে আর কোন সময় এর জন্যে প্রস্তুত হয় না। তাই লোকদের মনে এসব ঝোঁকের সুযোগে ঢুকে পড়ে সে সময় নিজের কথা বলে দাও তখন সে শুনার জন্যে প্রস্তুত হবে। তাই মনের অবস্থা এই যে, যখন একে কোন বিষয় বাধ্য করা হয় তখন অন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ কখনও কখনও লোক কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাই এ কথার ওপর কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়ার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি এই, যার সাথেই আপনার যোগাযোগ স্থাপিত হতে থাকে, যাকেই আপনার তবলীগ করতে হয় তার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করুন এবং এ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থায়ী যোগাযোগের আকারে প্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যক। আর সুযোগ বুঝে কখনও কখনও কথা উত্থাপন করা উচিত। এতে অনুমান করা যাবে তার ওপর এটা প্রভাব বিস্তার করেছে কিনা। কোন কোন লোকের অভ্যাস হয়ে থাকে বা হীনমন্যতা দেখায় অথবা আবেগবশত পিছেই পড়ে যায় এবং পরিবেশ পরিস্থিতিরও খেয়াল রাখে না। এতে যা সামান্য সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে তা-ও শেষ হয়ে যায়। আর যাকে আপনি তবলীগ করেছেন তাকে একেবারেই দূরে ঠেলে দিতে থাকেন। আর দ্বিতীয় কথা এই , এমন স্বভাবাপন্ন লোকও হয়ে থাকে যাদের ব্যক্তিগত ঝোঁক বা আকর্ষণ ধর্মের প্রতিথাকে না। তাদের কাছে প্রথম থেকেই যদি তবলীগ আরম্ভ করা হয়, যার সাথে তাদের কোন সম্পর্কই নেই, তারা তো ধর্মহীন, তারা তো কেউ কেউ খোদার ওপরই বিশ্বাস রাখে না, নিজের ধর্মের সাথে যা তাদের মৌলিক ধর্ম তাথেকেও দূরে চলে গেছে আর ধর্মের ব্যাপারে কোন আগ্রহই রাখে না তারা আমাদের কথা কিভাবে শুনবে? প্রথম কথা তো এই, ধর্মের ওপর তাদের বিশ্বাস স্থাপন করাতে হবে। প্রথমে তাদেরকে খোদার সাথে পরিচয় করানো দরকার। যখন এ পদ্ধতিতে কথা হবে তখন কেবল যাকে আপনারা তবলীগ করছেন সেই ব্যক্তির ওপরই প্রভাব পড়বে না বরং পরিবেশের ওপরও প্রভাব পড়তে থাকবে। আর পরিবেশেও এটা প্রকাশিত হয়ে থাকবে যে, এ ব্যক্তি খোদা-ভীরু এবং খোদার খাতিরে খোদার দিকে আহ্বান করে থাকেন। এর মাঝে একটি বেদনা আছে যেন খোদাতাআলার বান্দা তাঁর প্রতি ঝুঁকে তিনি ব্যক্তিগত লাভের জন্যে কাজ করেন না। এ বিষয়টি যেন অনুভূত হয়, যে কাজই করেন খোদাতাআলার খাতিরেই করে থাকেন। তার পরিবেশের ওপর অধিক প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং দাওয়াত ইলাল্লাহ্ এর জন্যে অনেক বেশি সুযোগ লাভ হয়ে থাকে। এবং এতে আরও সহজলভ্য অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়।

যাকেই আপনার তবলীগ করতে হয় তার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করুন এবং এ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থায়ী যোগাযোগের আকারে প্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যক। আর সুযোগ বুঝে কখনও কখনও কথা উত্থাপন করা উচিত।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, 'আমাদের লোকেরা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যেন কঠোর আচরণ না করেন। তাদের উগ্রতার জবাব যেন কোমল আচরণের মাধ্যমে দেন। আর ভদ্রতার আচরণ করেন। যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে তারা এ ধারণা পোষণ করে থাকে তাদের মন থেকে তা ধীরে ধীরে দূর হবে। তাই কোমলতার সাথে কাজ করুন। তারা কঠোর বিরোধিতা করলে তাদের এড়িয়ে চলুন। কিন্তু এ বিষয়ের জন্যে তাদের মাঝে এ শক্তির আহ্বান সৃষ্টি কর আর শক্তির আবেগ তখন সৃষ্টি হবে যখন তোমরা প্রকৃত মু'মিন হবে (মলফূযাত, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩২)।

নিজের প্রতি টেনে আনার জন্য একটি আকর্ষণী শক্তি সৃষ্ট করার লক্ষ্যে যে লোক তাঁর প্রতি চলে আসে তাকে বলুন, সত্যিকার মু'মিন হও। আল্লাহ্তাআলা তোমাদেরকে যে আদেশ দিয়েছেন সেগুলো পালন করার চেষ্টা করলে আল্লাহ্তাআলার সাহায্যও সাথী হয়ে যাবে এবং লোকদের ওপরও প্রভাব পড়বে। এখন দেখুন, খৃষ্টান পাদ্রীরা তবলীগ করে থাকে। অধিকাংশ সময় এমন সহানুভূতিশীল বনে নিজের প্রতি ঝুঁকিয়ে নিয়ে নেয় যে, লোকেরা তাদের প্রতি ঝুঁকে যায় বিশেষ করে আফ্রিকায় খুবই সহানুভূতির সাথে আচরণ করে থাকে। মনে যা-ই ইচ্ছা থাকুক সেটাতো আল্লাহ্তাআলাই ভাল জানেন, কিন্তু বাহ্যিকভাবে গ্রামে গিয়ে সহানুভূতি দেখায়। তাদের প্রয়োজন পুরো করতে থাকে। তাদেরকে বাণী পৌঁছাতে থাকে। আর এসব তারা একটি মিথ্যা উদ্দেশ্যে করতে থাকে। অথচ সত্য তো আমাদের কাছে রয়েছে। আমাদের তো এর প্রতি খুবই দৃষ্টি দেয়া

দরকার যেন মানুষকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা যায়।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) তবলীগের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যে কিভাবে কথাবার্তা বলতে হবে সে বিষয়ে বলেন, 'পৃথিবীতে ৩ ধরনের লোক হয়ে থাকেঃ জন সাধারণ, মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণী'। (তিনি) বলেন, সাধারণত স্বল্প বুদ্ধির লোক বেশি হয়ে থাকে'। তারা ধর্মের জ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে খুব কমই জানে। বুঝেও না। 'তাদের বুঝানো খুবই কঠিন। ধনী-শ্রেণীকে বুঝানো খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, তারা আবেগপ্রবণ আর অল্পতেই অস্থির হয়ে পড়েন। আর তাদের আত্মম্ভরিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব আরও কঠিন পর্যায়ের হয়ে থাকে।' একতো তাদের পার্থিব অবস্থানের বড় ভয় হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায়। নিজেকে নিজে বড় মনে করতে থাকে। তাই তাদের সাথে কথা-বার্তা যিনি বলবেন তিনি যেন তাদের রীতি-নীতি অনুযায়ী কথা-বার্তা বলেন অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অথচ পুরোপুরি উদ্দেশ্য আদায় করার লক্ষ্যে যেন বক্তব্য পেশ করা হয়।কাল্লাওয়া দাল্লা (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অথচ যুক্তিপূর্ণ)। কিন্তু জনগণকে তবলীগ করতে গেলে বক্তব্য অনেক স্পষ্ট ও সাদাসিদা হওয়া আবশ্যক। মধ্যবিত্ত লোক অধিকাংশ এ দলের যাদেরকেই আসলে তবলীগ করা যেতে পারে। তারা কথা বুঝতে পারে। তাদের মন-মানসিকতায় সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার এবং আবেগপ্রবণতা থাকে না যা ধনী শ্রেণীর মাঝে থাকে। তাই তাদের বুঝানো কঠিন হয় না" (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১২১-১২৬ নতুন সংস্করণ)।

আবার তিনি (আঃ) বলেন, লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, 'যখন কথা বলা হয় তখন যেন বুঝে শুনে এবং সংক্ষিপ্ত কথা বলা হয়। অনেক বাদানুবাদ করাতে উপকার নেই। অতএব ছোট খাট কথা কোন সময় বলে দেয়া যেন সোজা কানে গিয়ে পৌঁছে। আবার কখন ঘটনাক্রমে কিছু বলা হলে ঠিক আছে। মোট কথা ধীরে ধীরে সত্যের বাণী পৌঁছাতে থাকুন। আর ক্লান্ত হতে নেই। কেননা, আজ কাল খোদার ভালবাসা এবং তাঁর সাথে সম্পর্ককে লোক পাগলামী মনে করে। সাহাবা (রাঃ) যদি এ যুগে হতেন তাহলে লোকেরা তাঁদেরকে পাগল বলে আখ্যায়িত করতো, আর এরা তাঁদেরকে কাফির বলতো। দিন রাত অযথা কথা-বার্তায় এবং বার বার অমনোযোগিতা ও পার্থিব চেষ্টা-প্রচেষ্টায় মন কঠিন হয়ে যায়। কথার প্রভাব দেরীতে হয়। আলিগড়ের এক ব্যক্তি। সম্ভবত তহশীলদার ছিল। আমি তাকে কিছুটা উপদেশ দেই। সে আমাকে ঠাট্টা করতে লাগলো। আমি মনে মনে বললাম, আমিও তোমার পিছু ছাড়ছি না। পরিশেষে কথা বলতে

'যখন কথা বলা হয় তখন যেন বুঝে শুনে এবং সংক্ষিপ্ত কথা বলা হয়। অনেক বাদানুবাদ করাতে উপকার নেই। অতএব ছোট খাট কথা কোন সময় বলে দেয়া যেন সোজা কানে গিয়ে পৌঁছে। আবার কখন ঘটনাক্রমে কিছু বলা হলে ঠিক আছে। মোট কথা ধীরে ধীরে সত্যের বাণী পৌঁছাতে থাকুন। আর ক্লান্ত হতে নেই। কেননা, আজ কাল খোদার ভালবাসা এবং তাঁর সাথে সম্পর্ককে লোক পাগলামী মনে করে। সাহাবা (রাঃ) যদি এ যুগে হতেন তাহলে লোকেরা তাঁদেরকে পাগল বলে আখ্যায়িত করতো

বলতে তার সেই অবস্থা এসে গেল, হয় সে আমাকে ঠাট্টা করতো নয় তো চিৎকার করে করে কাঁদতে থাকতো। কখনও সম্ভ্রান্ত লোককে এমন মনে হয় যেন নির্মম অর্থাৎ অত্যাচারী, পাষাণ। সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখ প্রত্যেক তালার জন্যে "একটি চাবি আছে"। 'কথার জন্যও একটি চাবি রয়েছে আর তাহলো যথাযথ পদ্ধতি'। আবার তিনি (আঃ) বলেন, কোন্ রুগীর কেন্ ঔষধে কাজ দিয়ে থাকে আবার কাউকে অন্য ঔষধে। তাই এ দিক থেকে ঔষধও প্রয়োগ করা আবশ্যক। আবার বলেন, 'এভাবেই প্রত্যেক বিষয় একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ লোকের জন্যে কল্যাণজনক হতে পারে। এটা নয় যে, সবার সাথে একই পদ্ধতিতে কথা বলতে হয়। কারও মন্দ বলাতে বক্তার মনক্ষুণ্ন হওয়া উচিত নয়। বরং নিজের কাজ করে যাওয়া উচিত এবং ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। অভিজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মেযাজ খুবই আবেগপ্রবণ আর তারা পৃথিবীর প্রতি উদাসীন। অনেক কথা শুনতেও পায় না। তাদেরকে সুযোগ মত কোন পদ্ধতিতে খুবই কোমলতার সাথে উপদেশ দেয়া আবশ্যক" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪১, নতুন সংস্করণ)

আবার তবলীগের কাজ যারা করেন তাদের জন্যে আর একটি ব্যবস্থাপত্র বর্ণনা করে বলেন, 'এ কাজের জন্যে সেই ব্যক্তি উপযুক্ত হবেন যিনি মা ইত্তাক্বি ওয়া ইয়াসবির (যিনি তাকওয়া ও ধৈর্য)-এর সত্যায়নকারী। তার মাঝে তাকওয়ার সৌন্দর্য থাকে আর ধৈর্যেরও। পবিত্রতার অধিকারী, দুষ্কর্ম থেকে সুরক্ষাকারী, পাপ ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকেন কিন্তু সাথে সাথে দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণকারীও। লোকদের গালিগালাজ তার মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। সব রকম দুঃখকে সহ্য করে ধৈর্য ধারণ করে। কেউ মার পিট করলেও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় মোকাবেলা করে না। শত্রু যখন আলোচনার সময় মোকাবেলা করে তখন সে চায় যেন সে-ও আবেগ সৃষ্টির কথা-বার্তা বলে যাতে বিরোধী পক্ষ ধৈর্যহীন হয়ে তার সাথে ঝগড়া-কলহের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায় (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮, নতুন সংস্করণ)। অর্থাৎ ঝগড়া-কলহের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এতে ধারাবাহিকভবে এ কথাই বলেন, ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ একটি স্থায়ী কাজ। ধীর-স্থির মেজাযে লেগে থাকার কাজ। এটা নয় যে, একবার যোগাযোগ করা হলো অথবা বছরের শেষে নিজ টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা পুরো করার উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করে দেয়া। বরং সারা বছর এ কাজে লেগে থাকা উচিত। যে ব্যক্তিকে ধরা হয় কেমন ধরনের লোক সেই যেন টের পেয়ে যায়। যাদের

সাথেই সংযোগ হয় ধারাবাহিকতার সাথে যেন হয়। পরিশেষে এমন একটি সময় আসবে অথবা তার ব্যাপারে আপনি জানতে পারবেন তার মন কঠিন আর সে এ মাটিই নয় যাতে ছিঁটে ফোটা বৃষ্টির প্রভাব পড়তে পারে বা কোন পুণ্যের প্রভাব এর ওপর পড়ে। তাই একে আপনারা ছেড়ে দিন। কিন্তু অনেকে এমন আছেন যারা আপনাদের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। তাই এ কর্মকে ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখা উচিত'। আর ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত নয় যে, হ্যাঁ, বছরের শেষে কাজটা করে নেব।

আল্লাহ্‌র দিকে যারা আহ্বানকারী তাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো আমল অর্থাৎ সুন্দর ব্যবহারিক জীবন। এ খুবই প্রয়োজন। এ ছাড়া আবেগ সৃষ্টি হতে পারে না। তবলীগের জন্যে এ ছাড়া কোন প্রকার উৎসাহও কাজে আসতে পারে না। এটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস। এছাড়া তবলীগের পদ্ধতিগুলোতে প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞান কাজে আসতে পারে না। এজন্যে আমি প্রথমে যে আয়াত তেলাওয়াত করছি এতে আল্লাহ্‌তাআলার দিকে আহ্বানকারীদের পরিচয় দিতে গিয়ে এ-ও বলা হয়েছে, তারা কেবল পুণ্যের দিকেই আহ্বান করে না বরং স্বয়ং নিজেরাও পুণ্যকর্ম করে থাকে। তাদের কথা ও কাজে কোন বিরোধ থাকে না। এটা নয় যে, তারা স্বয়ং কিছু করতে থাকে আর লোকদের অন্য কিছু করতে বলে থাকে। আর যখন তাদের কথা আর কাজ এক রকম হয় তখনই তারা আল্লাহ্‌র দরবারে এ কথা বলার অধিকার লাভ করবে যে, আমরা পুরোপুরি আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। যখন আল্লাহ্‌তাআলা অদৃশ্যের সংবাদ জানেন তখন তিনি তোমাদের অন্তরের গোপন কথাও খুব ভালভাবে জানেন। প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে তিনি অবহিত। আমাদের কথা ও কাজে অমিল হলে তিনি আমাদের মিথ্যাবাদী বলবেন আর বলবেন, তোমরা পুরোপুরি আনুগত্য কর নি। কেননা, তোমাদের কথা ও কাজে অমিল। বলছো কিছু আর করছো অন্য কিছু। তাই ঈমানদারদেরকে অন্য স্থানে উপদেশ দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ লিমাতাকূলূনা মা লা তাফআলূন-কাবুরা মাক্বতান ইনদাল্লাহি আন তাকূলূ মা লা তাফআলূন অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা কেন তা বল যা তোমরা কর না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা মহা পাপ যে তোমরা যা বল তা কর না। আল্লাহ্‌তাআলাকে তো তোমরা ধোঁকা দিতে পার না। লোকদের চোখে তো ধূলা দেয়া যেতে পারে। নিজের বাহ্যিক প্রভাবে কাউকে কর্মকর্তা বানানোর জন্যে ভোটও দিয়ে দেয় এবং কর্মকর্তা বনেও যায়। আবার আগে বেড়ে দাঈয়ানের তালিকায় নিজের নামও লিখিয়ে নেয়। কিন্তু এতে কাজের কি হবে? কেননা, তোমাদের কথা ও কাজের মাঝে অমিল থাকলে তোমরা আল্লাহ্‌তাআলার দৃষ্টিতে পাপী হবে। কল্যাণের পরিবর্তে উল্টো ক্ষতি হবে। তাই প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা আবশ্যক। কাজ তখনই কল্যাণমন্ডিত হতে পারে যখন নিয়্যত স্বচ্ছ হয়। ইন্নামাল আ'মালু বিনিয়্যতে। (অর্থাৎ নিয়্যতের ওপর কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল)

আল্লাহ্‌র দিকে যারা আহ্বানকারী তাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো আমল অর্থাৎ সুন্দর ব্যবহারিক জীবন। এ খুবই প্রয়োজন। এ ছাড়া আবেগ সৃষ্টি হতে পারে না। তবলীগের জন্যে এ ছাড়া কোন প্রকার উৎসাহও কাজে আসতে পারে না। এটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস। এছাড়া তবলীগের পদ্ধতিগুলোতে প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞান কাজে আসতে পারে না।

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'ইসলামের সুরক্ষা ও সত্যতাকে প্রকাশ করার জন্যে সবচে' প্রথম হলো সেই বিষয়টি, সত্যিকারের মুসলমানের দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে দেখাও 'উৎকর্ষ বিশ্বে ছড়িয়ে দাও' (মলফূযাত, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১৫ নতুন সংস্করণ)।

অতএব প্রত্যেক দাঈ ইলাল্লাহকে, প্রত্যেক তবলীগকারীকে প্রত্যেক ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীকে, প্রত্যেক কর্মকর্তাকে আর যেহেতু দুনিয়ার দৃষ্টি একটি জামাতের যোগ্যতায় জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর রয়েছে তাই নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ প্রত্যেক আহমদী ভেদে একই দৃষ্টান্তে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত যেন আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা সাহায্য করেন আর আমাদের জীবনেও তাঁর অনুগ্রহের চিহ্ন প্রকাশিত হয়। আমরা যখন ব্যবহারিক জীবনে এ দৃষ্টান্ত দেখাতে আরম্ভ করবো এবং দেখানোর যোগ্যতা অর্জন করবো; বয়স পেশা ভেদে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পরিবেশে এ পবিত্র পরিবর্তনের সাথে তবলীগে সফলতা লাভ করবো তখনই আমরা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী বলে গণ্য হতে পারি। আর আহমদীয়তের পতাকাকে শীঘ্র শীঘ্র বিশ্বে গেড়ে দিতে পারি।

এক জায়গায় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, নিজের অধীনস্থ ও নিজের সমশ্রেণীর লোকদেরকে আহমদী বানান। কৃষক কৃষককে আহমদী বানান। উকিল উকিলকে, ডাক্তার ডাক্তারকে, ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে, আইন বিশেষজ্ঞ আইন বিশেষজ্ঞকে। এভাবে কয়েক বছরে এমন মহা পরিবর্তন সৃষ্টি করা যেতে পারে যে, নূহ (আঃ)-এর প্লাবনকেও এর সামনে থামিয়ে দেয়া যেতে পারে" (আল্ ফযল, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯)।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর মদীনার অবস্থা কী হয়ে গেল। প্রত্যেক অবস্থায় পরিবর্তন রয়েছে। অতএব এ পরিবর্তনকে দৃষ্টিপটে রাখ আর শেষ সময়কে সব সময় স্মরণ রাখ। ভাবী প্রজন্ম আপনাদের চেহারা দেখবে আর এমন দৃষ্টান্ত দেখবে।

তোমরা যদি পুরোপুরি নিজেদেরকে শিক্ষা লাভের যোগ্য না বানাও তাহলে তোমরা যেন ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিচ্ছ। মানুষের স্বভাবে দৃষ্টান্ত পূজার উপকরণ রয়েছে। সে দৃষ্টান্ত থেকে সত্ত্বর শিক্ষা গ্রহণ করে নেয়। এক মদখোর যদি বলে, মদ খেয়ো না, এক ব্যভিচারী বলে ব্যভিচার করো না। এক চোর অন্যকে বলে, চুরি করো না তাহলে এ উপদেশ থেকে অন্যে কী উপকার লাভ করবে? বরং সে তো বলবে,দেখছ কতো দুষ্ট! সে নিজে যা করে অন্যকে তা থেকে নিষেধ করে। যে-ব্যক্তি স্বয়ং একটি অপকর্মে লিপ্ত হয়ে এর বিরুদ্ধে উপদেশমুলক বক্তব্য রাখে সে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে। অন্যকে উপদেশদানকারী এবং যে স্বয়ং আমল করে না উভয়েই বেঈমান হয়ে থাকে আর নিজেদের ঘটনাগুলোকে এড়িয়ে যায়। এমন উপদেশদাতা দুনিয়ার অনেক বড় ক্ষতি সাধন করে থাকে' (মলফূযাত,৩য় খন্ড, পৃষ্ঠ ৫১৮, নতুন সস্করণ)।

তাই যেভাবে হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, স্বয়ং নিজে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত থেকে অন্যকে কিভাবে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে? নিজে পথ দেখে না থাকলে সে পথ অন্যকে কিভাবে পথ দেখাতে পারো? যে-ব্যক্তিকেই আপনি উপদেশ দিচ্ছেন সে বলবে, প্রথমে নিজেকে নিজে শামলিয়ে নাও। আমাকে তুমি বলছো যে, এক খোদার ইবাদত কর আর স্বয়ং তোমার অবস্থা এই যে, নামাযের সময় আড্ডা জমিয়ে বসে থাক অথবা নিজের পার্থিব ধান্দায় ব্যস্ত থাক। আল্লাহ্তাআলার যে আদেশ তুমি আমাকে বলছো যে, আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, নিজের স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, তার প্রতি দৃষ্টি দাও, তোমার স্ত্রীর এ অবস্থা এই যে, অন্য ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াচ্ছ, তুমি চরম অত্যাচারী স্বামী। তার ওপর হাত উঠাও, তাকে মার পিট করছো। তুমি একজন যালেম স্বামী। নিজের স্ত্রীর প্রতি হাত উঠাতেও কুণ্ঠিত হও না। সে তোমাকে বলবে, যাকেই তুমি তবলীগ করছো যে , নিজের স্ত্রীকে বুঝাও নিজের ঘরের সংবাদ নাও যে, তারাও যেন এ আদেশ-নিষেধের প্রতি আমল করে এবং নিজের স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করে। তুমি প্রথমে তো নিজের প্রতিবেশির অধিকার সংরক্ষণ কর। তোমার প্রতিবেশিরা তো তোমার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। তুমি স্বয়ং তো তোমার মা-বাবার অধিকার সংরক্ষণ কর। তোমার মা বাবা তো তোমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। এজন্যে যে, তাদের বৃদ্ধ বয়সে তুমি তাদের সাথে অসদাচরণ করছো। তুমি নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের অংশীদারদের যে ধোঁকা দিচ্ছ প্রথমে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারাদি পরিস্কার কর। তুমি নিজেদের অফিসার ও অধীনস্থদের অধিকার খর্ব করে বসে আছ। প্রথমে সেগুলো আদায় কর। যারা জেরে তবলীগ রয়েছে তারা প্রথমেই বলবে, তারা যদি তোমাকে জানে যে, যখন তুমি নিজের সব পরিবর্তন করে নিবে তখন আমাকে উপদেশ দিতে এসো। আমিও আমার জামাতের সৌন্দর্য বর্ণনা করবো। আমিও আল্লাহ্তাআলার দিকে আহ্বান করবো। তা না হলে তুমি স্বয়ং নিজের ধর্মীয় শিক্ষা অনুযায়ী কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী পাপী। আমাকে কি পথ দেখাতে এসেছো?

অতএব ইস্তিগফার করা আশ্যক। অনেক বেশি ইস্তিগফার করা আবশ্যক। যেসব শিথিলতা আমরা দেখাচ্ছি ও ভুল-ত্রুটি আমরা করছি সেজন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চান। তাঁর সামনে ঝুঁকে এ অঙ্গীকার করেন, আমাদের দ্বারা যেসব অন্যায়-অত্যাচার সাধিত হয়েছে এথেকে কেবল এবং কেবল দয়া করে শুধু দৃষ্টি দাও আর ভবিষ্যতে আমাদেরকে সৌভাগ্য দাও যেন আমরা তোমার প্রতি কর্তব্য পালনকারীও হই এবং আমরা তোমার বান্দাদের অধিকার সংরক্ষণকারীও হই। তুমি আমাদের ওপর যেসব কাজ সোপর্দ করেছ সেগুলো আদায় করার সামর্থ্য লাভকারীও হই।

স্মরণ রাখ! ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দিকে লোকদের অনেক গভীর দৃষ্টি থাকে। খুবই দৃষ্টি থাকে। বহু ঘটনা এমন রয়েছে। এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, তিনি আহমদীয়তের অনেক কাছাকাছি ছিলেন। প্রায় বয়াত করেই ফেলেছিলেন আর কি; কিন্তু তার এক আত্মীয় তাকে বড় একটি ধোঁকা দিয়েছে। এ কারণে তিনি জামাতকে ভাল জানা সত্ত্বেও আহমদীয়ত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তো তাই যদিও এটা তার দুর্ভাগ্য। কর্মের প্রতিফল অবশ্যই ছিল। এ কারণে তার সুযোগ হয় নি। কিন্তু সেই আহমদীর নামও এ মন্দের সাথে লেগে গিয়েছে। তাই এ হাদীসকে সব সময় মনে রাখুন। 'হেদায়াতের দিকে ডাক। হেদায়াতের দিকে আহ্বানকারীর পুরস্কার রক্তিম বর্ণের উট লাভ করার চেয়েও অধিক।' পার্থিব ও অপার্থিব পুরস্কারগুলো আল্লাহ্তাআলাই দিয়ে থাকেন।

'হেদায়াতের দিকে ডাক। হেদায়াতের দিকে আহ্বানকারীর পুরস্কার রক্তিম বর্ণের উট লাভ করার চেয়েও অধিক।' পার্থিব ও অপার্থিব পুরস্কারগুলো আল্লাহ্তাআলাই দিয়ে থাকেন।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'আমাদের বিজয় লাভের অস্ত্র হচ্ছে, ইস্তিগফার তওবা, ধর্মীয় জ্ঞানের বুৎপত্তি লাভ, খোদাতাআলার মাহাত্ম্যকে দৃষ্টিপটে রাখা এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায করা। নামায দোয়ার কবুলিয়তের চাবিকাঠি। যখন নামায পড় তো তখন দোয়া কর এবং অলসতা করবে না আর আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক্ নির্বিশেষে প্রত্যেক পাপ থেকে রক্ষা পাও" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩, নতুন সংস্করণ)।

আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করার সৌভাগ্য দিন। বয়াতের অঙ্গীকারগুলো পালনকারী বানান। ইসলামের সর্বসুন্দর শিক্ষা যেন নিজের ওপরও কার্যকর করি এবং বিশ্ববাসীর কাছে পৌছাই। আর শীঘ্র শীঘ্র আমরা আমাদের চোখে ইসলামের বিজয় দেখতে পারি, আমীন।

অনুবাদ-আলহাজ্জ **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র

(মকতুবাতে আহ্মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক- হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

(একাদশ কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং ৫১

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জনাবের পক্ষ থেকে টেলিগ্রাম বিলম্বে পরশু পৌঁছেছে। কোন চিঠি আসে নি। এ অধম এক দিন ভীষণ অসুখ পড়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর কৃপায় ও অনুগ্রহে এখন আমি সুস্থ আছি। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমার একশ' টাকা দরকার। কোন অসুবিধা ছাড়া সহজেই সংগ্রহ হতে পারলে পাঠাবেন। মৌলবী খোদা বখ্শ সাহেবের চিঠি আসতে থাকে, তাঁকে যেন ঋণস্বরূপই কিছু টাকা দেয়া হয়। জানি না, আপনার সাথে সাক্ষাৎ কবে হবে। অধিকাংশ লোককে বিক্ষিপ্ত ও নিষ্প্রভ (অবস্থায়) দেখতে পাই। আপনিই একজন এমন, যাকে আল্লাহ্তাআলা প্রেমের স্বাদ দান করেছেন। 'ফা আলহামদুলিল্লাহ্ আলা যালিক'(-অতএব এর জন্য সব প্রশংসা আল্লাহ্রই-অনুবাদক) পূর্বে আমি আপনার কাছ থেকে নয় শ' টাকা নিয়েছিলাম। এখন এর (অর্থাৎ এ এক শ' টাকার) সাথে যোগ হয়ে হাজার হয়ে যাবে। চার শ' টাকা আপনার থেকে আবার অন্য সময়ে ইনশাআল্লাহ্ নেব। বন্ধু ও নিষ্ঠাবানদেরকে কষ্ট দেয়া আমার কাজ নয় বিশেষত আপনার মত একনিষ্ঠ বন্ধুকে কষ্ট দেয়া আমার রীতি নয়। অতএব যেমন (প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ) সুন্নত-নববী দ্বারা অনুমোদিত, এ হাজার টাকা এবং এ ছাড়া আরও নিলে তা সবই ঋণস্বরূপ হবে এবং আমার নিশ্চিত দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে, এ টাকা খুবই সহজভাবে পরিশোধ হয়ে যাবে। "ওমা ইন্দাল্লাহি বাকিন" ('আর যা আলাহ্র নিকট রয়েছে তা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে'-অনুবাদক) অনুযায়ী জনাবের সওয়াব হাসিল হবে। কঠিন রোগ বশত এ অধমের মস্তিষ্কের অনেক দুর্বলতা হয়ে গেছে। সম্ভবত বিশ দিন পর্যন্ত শক্তি (পুনরুদ্ধার) হবে। তাই এখনও পরিশ্রম করার উপযুক্ত নয়। আর বাকি সর্বতোভাবে কুশল রয়েছে। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

(উফিয়া আনহু)

২০ নভেম্বর ১৮৮৯ইং

পত্র নং ৫২

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গতকাল আপনার পত্র পেলাম। এক শ' টাকা এর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।' এ অধমের মস্তিষ্ক অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। কোন পরিশ্রমের কাজ হতে পারে না। একটি চিঠি লেখাও দুষ্কর। আল্লাহ্জাল্লাশানুহু অদৃশ্য হাতে শক্তি দান করুন। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন (বাটালবী) অনেক দূরে ছিট্কে পড়েছেন। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হয়ে যে ব্যক্তি নিজের অবস্থার ওপর নজর দেয় এবং নিজের ভুল-ত্রুটির সংশোধন ও প্রতিকার যাচনা করে, খোদাতাআলা তাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করে থাকেন। নইলে সে "বাল্ রানা আলা কুলুবিহিম মা কানু ইয়াক্সিবুন" (-তাদের অর্জন তাদের অন্তরে জং ফেলেছে-অনুবাদক)-এর প্রতীক হয়ে যায়। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন একা অবস্থানে ও ধারণায় দাঁড়িয়ে গেছেন আর সেটা তাঁর মনঃপূত হয়ে গেছে। কিন্তু আমি সত্য সত্য বলছি, এভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটলে, তাঁকে বঞ্চিতদের শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। খোদাতাআলা তাঁর মাঝে সত্যনিষ্ঠা ও সত্যবাদীদের অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করুন এবং বর্তমান সঞ্চিত জং থেকে মুক্তি দিন। নচেৎ তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুঁথিগত বিদ্যা ও শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-তথ্যের ব্যাপকতা অথবা ন্যায়শাস্ত্রগত কিছু যুক্তি-তর্কের যোগ্যতা (ও ক্ষমতা) বিপথগামী নাস্তিকেরও সৃষ্টি হতে পারে। এটা গর্ব করার মত কোন ব্যাপার নয়। এতে সেই 'কুদ্দুস' (পরম পবিত্র) খোদাও সন্তুষ্ট হতে পারেন না যাঁর দৃষ্টি রয়েছে মানুষের অন্তর পর্যন্ত। সততা ও সত্যপরায়ণতা এবং আল্লাহ্তে আত্মমগ্নতার মাঝেই মানুষের পরিত্রাণ। নচেৎ জ্ঞান-গরিমাও বৃথা। "চারপায়ে বুর্দ কিতাবে চান্দ" (চতুষ্পদ জন্তুও কতগুলো বই-পুস্তক বহন করে থাকে-অনুবাদক)। মুহাম্মদ হুসেনের অবস্থা বস্তুতঃপক্ষে অতি নাজুক, আর এ সম্বন্ধে তিনি অসচেতন। "ওয়াস্সালামু আলা মানিত্তাবা'আল হুদা"(শান্তি বর্ষিত হয়ে থাকে তাদের ওপর, যারা হেদায়াতের (তথা সত্যপথের) অনুসারী হয়-অনুবাদক)।

পুঁথিগত বিদ্যা ও শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-তথ্যের ব্যাপকতা অথবা ন্যায়শাস্ত্রগত কিছু যুক্তি-তর্কের যোগ্যতা (ও ক্ষমতা) বিপথগামী নাস্তিকেরও সৃষ্টি হতে পারে। এটা গর্ব করার মত কোন ব্যাপার নয়। এতে সেই 'কুদ্দুস' (পরম পবিত্র) খোদাও সন্তুষ্ট হতে পারেন না যাঁর দৃষ্টি রয়েছে মানুষের অন্তর পর্যন্ত। সততা ও সত্যপরায়ণতা এবং আল্লাহ্তে আত্মমগ্নতার মাঝেই মানুষের পরিত্রাণ। নচেৎ জ্ঞান-গরিমাও বৃথা।

বিনীত

গোলাম আহমদ

৭ ডিসেম্বর ১৮৮৯ইং

পত্র নং ৫৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম
শ্রদ্ধাভাজন ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা!
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আপনার পত্রখানা পেয়ে কৃতার্থ হলাম। অতি আনন্দের কথা, প্রিয় ভ্রাতা মোহতরম আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব পরিবার-পরিজনসহ আসবেন। আসার দু'তিন দিন আগে অবগত করলে কোন ওয়াকেফহাল ব্যক্তিকে বাটালা রেল স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়া যাবে। আমার পরিবার বড়ই তাগিদের সাথে আপনার খিদমতে অনুরোধ জানিয়েছেন, সুগরাকে (অর্থাৎ হযরত খলীফা আওওয়ালের স্ত্রী-অনুবাদক) আপনি অবশ্যই (তাঁদের) সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। এতে করে তাঁর পক্ষে আবহাওয়ার পরিবর্তনও হবে। তিনি তাগিদের সাথে বার বার অনুরোধ জানিয়েছেন। এজন্য আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। যদি সমীচীন মনে করেন, (আপনার শ্যালক) মন্‌জুর মুহাম্মদকে পাঠালে তিনিও সঙ্গে থাকবেন।
যে ওষুধ আপনি তাঁর জন্য (অর্থাৎ আমার স্ত্রীর জন্য-অনুবাদক) পাঠিয়েছেন এর সেবন-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি। সবিস্তারে অবগত করবেন, এ ওষুধটি 'কুশ্‌তা' জাতীয়, না অন্য কোন প্রকারের এবং এ দিনগুলোতে তিনি তা খেতে পারবেন কিনা। কোষ্ঠবদ্ধতা অতি মাত্রায় রয়েছে, তাই কোষ্ঠবদ্ধতাজনক বা উষ্ণ জাতীয় ওষুধ তাঁর জন্য উপযোগী নয়। নরম ও মধ্যম প্রকৃতির ওষুধ উপযোগী হয়ে থাকে।
প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার খুব খেয়াল হয়। এবার আপনি তাঁর সম্পর্কে কিছুই লেখেন নি। খোদাতাআলা তাঁকে আরোগ্য দান করুন। তিনি যদি জম্মুতে থাকেন, তাঁকে আমার পক্ষ থেকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। তাঁর জন্য দোয়া করা হয়। খোদাতাআলা কবুল করুন।
বিনীত
গোলাম আহমদ
মন্তব্য ঃ এ চিঠিতে তারিখ নেই। তবে মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের অসুস্থতার উল্লেখে জানা যায়, এ পত্রটিও ১৮৮৯ইং সালের। (ইরফানী)

পত্র নং ৫৪

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম
শ্রদ্ধেয় সম্মানিত!
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
মীর আব্বাস আলী (লুধিয়ানাবাসী-অনুবাদক) একজন অতি নিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তি। অনুগ্রহপূর্বক আপনি সদয় দৃষ্টি দিয়ে তাঁর শ্বাসকষ্ট (অংঃযসধ) রোগের জন্য 'কুশ্‌তা মার্জান' বা অন্য যা সমীচীন মনে করেন, অবশ্যই পাঠাবেন। আমি তাঁকে আজ (চিঠি) লিখেছি, তিনি যেন আবহাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ৮/১০ দিনের জন্য আমার কাছে চলে আসেন। আপনি যাওয়ার পর আমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। এখনও শেষ্মার খুবই জোর রয়েছে। মস্তিষ্ক (-শক্তি) অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। আপনার বন্ধু ঠাকুর রামের জন্য আমার একদিনও (দোয়ায়) মনোযোগ দেয়ার সুযোগ হয়ে ওঠে নি। আরোগ্য লাভের জন্য অপেক্ষায় আছি। তিনি যদি নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর আন্তরিকতার বরকত ও কল্যাণে দোয়ার উপযোগী উজ্জ্বল সময় ('ওয়াক্তে সাফা') পেয়ে যাব এবং আরোগ্যও হবে। আমার মস্তিষ্ক-শক্তির জন্য কোন উত্তম ব্যবস্থাপত্র আপনার স্মরণ হলে আমাকে লিখে জানাবেন। সব কাজ পড়ে আছে। "ওয়াল্লাহু খাইরুন হাফেযান ওয়া হুয়া আরহামুর রাহেমীন" (-আর আল্লাহ্‌ই সর্বোত্তম রক্ষাকারী এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু'-অনুবাদক) ওয়াস্‌সালাম।
বিনীত
গোলাম আহমদ
১ জানুয়ারী ১৮৯০ইং

মানুষ দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে অতি নাজুক মেযাজ (-অসহিষ্ণু) হয়ে পড়ে। তখন সামান্য সামান্য অপেক্ষার ক্ষেত্রে নাজুক মেযাজি দেখায় এবং খোদাতাআলার ওপর এহ্‌সান রাখতে আরম্ভ করে। অথচ মনে সুধারণা নিয়ে (ধৈর্যসহ) অপেক্ষাকারী ব্যক্তিরাই 'নেক' (শুভ) অবস্থায় রয়েছেন।

পত্র নং ৫৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম
শ্রদ্ধাভাজন ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা!
'আস্‌সামাদ'(-সর্বনির্ভরস্থল) আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থী গোলাম আহমদের পক্ষ থেকে
মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)-এর সমীপে
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
এ অধমের শারীরিক অবস্থা আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমার স্ত্রীর শারিরীক অবস্থাও ভাল হতে আরম্ভ করেছে। মাহমুদের (অর্থাৎ পুত্র) জ্বর হচ্ছে। এ অবস্থার ভেতরেই আপনার বন্ধুর জন্য যথোচিত প্রচেষ্টায় দোয়ায় আত্মনিয়োগের ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু দুঃখিত, কাজী গোলাম মুর্তজা সাহেবের আগমনে বাধ্য হয়ে অপারগ হয়ে পড়ি। তিনি একাধারে দশ দিন এখানে অবস্থান করবেন। যেহেতু অনেক কষ্ট স্বীকার করে এবং দূর থেকে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে তিনি এসেছেন, সেহেতু তাঁর দিকে মনোযোগ না দেয়া একেবারেই অনুচিত। তদুপরি তাঁর সাথে সৈয়্যদ আমীর আলী শাহ্‌ লাহোর থেকে আসছেন। তিনি বরাবর পনের দিন থাকবেন। তাঁদের যাবার পর 'ইনশাআল্লাহুলকুদীর' পূর্ণ মনোযোগে আত্মনিয়োগ করবো।

খুনের মকদ্দমায় সাক্ষ্যদান ঃ

কেবল একটা আশঙ্কা রয়েছে, লুধিয়ানায় এক ব্যক্তি শুধু অজ্ঞতাবশতঃ এক খুনের মকদ্দমায় আমার সাক্ষ্য লিখিয়ে দিয়েছে। এ সাক্ষ্য কমিশনের সামনে দিতে হবে। সম্ভবত দু'চার দিন এ ক্ষেত্রে লেগে যাবে। আপনার বন্ধু যদি অধৈর্য না হন যেমনটি আজকাল মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাহলে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে তার জন্য দোয়ায় মনোনিবেশ করবো। সমস্যা এটাই যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে অতি নাজুক মেযাজ (-অসহিষ্ণু) হয়ে পড়ে। তখন সামান্য সামান্য অপেক্ষার ক্ষেত্রে নাজুক মেযাজি দেখায় এবং খোদাতাআলার ওপর এহ্‌সান রাখতে আরম্ভ করে। অথচ মনে সুধারণা নিয়ে (ধৈর্যসহ) অপেক্ষাকারী ব্যক্তিরাই 'নেক' (শুভ) অবস্থায় রয়েছেন। "ওয়া ক্বালীলুম মিনহুম" (-তারা সংখ্যায় খুব কম-অনুবাদক)।

মীর আব্বাস আলীর অপেক্ষা ঃ

এ পত্রটি লেখার পেছনে আমার আসল উদ্দেশ্য হলো, মীর আব্বাস আলী সাহেব বিশ দিন যাবৎ জনাবের ওষধের জন্য অপেক্ষা করছেন। গতকাল থেকে তাঁর জ্বর হচ্ছে। তিনি অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছেন গতকাল আমাকে চিরকুট লিখে পাঠিয়েছেন, 'ওষুধ তো আসে না; আমাকে অনুমতি দিন আমি লুধিয়ানা চলে যাই।' কিন্তু আমি আবার তাঁকে দু'চার দিনের জন্য রেখে দিয়েছি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক অবশ্যই এ পত্রটি পৌছা মাত্র শ্বাস-কষ্টের কোন উত্তম ওষুধ পাঠিয়ে দিন এবং এ ব্যক্তির ওপর আমার অজুহাতকে যৌক্তিকভাবে প্রকাশিত করে দিন।

ওয়াস্‌সালাম

বিনীত

গোলাম আহমদ

২৫ জনুয়ারী ১৮৭০ইং

পত্র নং ৫৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। আল্লাহ্‌তাআলা আপনার স্ত্রীকে পরিপূর্ণভাবে আরোগ্য করুন। অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলাম। 'ওয়াল্লাহু আলা কুলে শাইয়িন ক্বাদীর'(–তবে আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান–অনুবাদক)। মৌলবী গোলাম আলী সাহেব সম্পর্কে মন গভীর দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন। সবার জন্য দোয়া করি। আমি শুনেছি, ইংল্যান্ডে ইংরেজ ডাক্তার যক্ষ্মা রুগীদের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। অভিজ্ঞতায় এ রোগের নাকি কোন কার্যকর নিরাময়-ব্যবস্থা বেরিয়ে এসেছে। জানি না, এ সংবাদ কতটুকু সত্য।

মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন (বাটালীবী) বিরুদ্ধাচরণমূলক লেখায় পোক্ত সংকল্প করে ফেলেছেন এবং অধমকে 'বিপথগামী' বলে মৌখিকভাবে প্ররোচণা চালাচ্ছেন। মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেবের সাথে আগত মির্যা খোদা বখ্‌শ সাহেব বর্ণনা করেন, 'আমিও তাঁকে বিপথগামী বলতে শুনেছি।' গতকাল মির্যা খোদা বখ্‌শ ও মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেবের পরামর্শক্রমে তাঁর (মুহাম্মদ হুসেন) কাছে চিঠি লেখা হয়েছে,'প্রথমে সাক্ষাৎ করে নিজের সন্দেহ-সংশয় উপস্থাপন করুন।' জানি না, তিনি কী জবাব লিখবেন। আমি এ কথাও লিখে দিয়েছি, 'আপনি যদি না আসতে পারেন তবে আমি খোদ (আপনার কাছে) যেতে পারি।' কিন্তু তাঁর এই কথায় সবাই বিস্মিত হয়েছেন ঃ আমি যুক্তিগতভাবে মসীহ্‌র আকাশ থেকে নেমে আসা প্রমাণ করে দেব।' মোট কথা, তাঁর মেযাজ আশ্চর্যজনকভাবে উত্তেজনায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়েছেন।

গজনভী ও লক্ষুকে নিবাসীরা ঃ

গজনভী সাহেবদের জোশ ও উত্তেজনা এতো বেশি যে অপরিচিত লক্ষুকে নিবাসী মহিউদ্দিন নামের এক মহোদয় এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের ইলহামগুলো লিখেছেন এবং (এগুলোর দ্বারা) 'ইযা তামান্না আলাকাশ্ শাইতানু ফি উম্‌নিয়াতিহি' (–যখন সে আকাঙ্ক্ষা করে শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় নিজ কথা মিশিয়ে দেয়–অনুবাদক)-এর দৃষ্টান্ত ও নমুনা দেখিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এসব ইলহামের দাবীদার ব্যক্তি নিজেদের পর্দা উন্মোচন করেছেন। আর এদের অর্থাৎ মহিউদ্দিন এবং আব্দুল হকের ইলহামগুলোর সারসংক্ষেপ হলোঃ 'এ ব্যক্তি বিপথগামী ও জাহান্নামী।' আমি শুনেছি, এ লোকেরা কিছুটা চাপা গলায় 'কাফের' বলতেও শুরু করে দিয়েছে। এতে জানা গেল খোদাতাআলা বিরাট এক বিষয় প্রকাশিত করতে চান। সম্ভবত গোজরাওয়ালার অধিবাসী মুহাম্মদ আলী নামের এক ব্যক্তি মৌলভী (আলেম) তো নয় কিন্তু সুকণ্ঠধারী ওয়ায়েজ বটে, শুনেছি সে বাটলায় বড়ই গালিগালাজ শুরু করেছে। মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন গালিগালাজ করেন না কিন্তু 'বিপথগামী' বলতে থাকেন। অথচ তাজ্জবের বিষয়, কতিপয় লোক 'কাফের' বলে থাকে। তারা আবার (আমার নামে) তাদের চিঠিপত্রে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'- ও লিখে থাকেন। অথচ 'কাফের'-কে এ শব্দগুলো লেখা অনুচিত। শোনা যায় মুহাম্মদ আলীর মতই আরেক ওয়ায়েজ মৌলবী মাহমুদ আলী শাহ্ সাহেবকে লুধিয়ানায় পাঁচ বছরের কারাবাস দেয়া হয়েছে। এ অধম সপ্তাহ/দশক অবধি লুধিয়ানায় যাবে। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

১৮৯০, জুলাই ১৫

মন্তব্য ঃ

এ পত্র থেকে জানা যায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর সূচনাকালে বিরোধিতার আগুন কিভাবে ছড়াতে শুরু করে এবং হুজ্জত পূর্ণ করার তাঁর মাঝে কত জোশ এবং খেয়াল ছিল, তিনি নিজে মৌলবী মোহাম্মদ হুসেন সাহেবের বাসগৃহে যেতে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার সন্দেহ-সংশয় নিরসন ও আপত্তি খন্ডনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। গজনবীদের ও লক্ষুকেওয়ালাদের বিরোধিতায় তিনি বিস্মিত হন নি। বরং একে তিনি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে তাঁর অনুকূলে বড় ধরনের কোন বিষয়ের অগ্রদূত ও পূর্বাভাস স্বরূপ মনে করেন। আর এতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সুতরাং এরপর ঐশী নিদর্শন, আর্থিক সাহায্য ও সমর্থনের যে সব দৃশ্য দেখা যায় তা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অতি ঈমানবর্ধক এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার সপক্ষে ঐশী শিক্ষাবিশেষ বটে। ইলহামের এসব দাবীদারকে খোদাতাআলা বিফল মনোরথ করেন এবং তাদের শয়তানী কুপ্ররোচনাকে নির্মুল ও ধুলিসাৎ করে দেন এবং **হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে এমন এক জামাত দান করেন, যারা ইসলাম প্রচার ও হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সম্মান বৃদ্ধির জন্য আত্মোৎসর্গের অদম্য উদ্দীপনার অধিকারী।** "ওয়া যালিকা ফযলুল্লাহি ইউতিহি মাঁইয়াশাউ ওয়াল্লাহু যুলফায্‌লিল আযীম" (আর এটি আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহ যা তিনি যাকে চান দান করেন এবং তিনি মহা অনুগ্রহের অধিকারী–অনুবাদক) (ইরফানী)

অনুবাদ- **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**

মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে এমন এক জামাত দান করেন, যারা ইসলাম প্রচার ও হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সম্মান বৃদ্ধির জন্য আত্মোৎসর্গের অদম্য উদ্দীপনার অধিকারী।

প্রেক্ষাপট পঞ্চম খেলাফত

খেলাফত নির্বাচনের পূর্বে দেখা সুসংবাদবাহী স্বপ্নগুলি

(১ম কিস্তি)

আল্লাহ্‌তাআলা আয়াতে ইস্তেখলাফে মু'মিনদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন, যত দিন তারা সৎকর্মের উচ্চ মানদন্ডকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে, ততদিন তিনি তাদেরকে খেলাফতের পুরস্কার দান করবেন। এ আয়াতে এই বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে, খলীফা স্বয়ং আল্লাহতাআলা নির্বাচন করবেন। যদিও মু'মিনদেরকে সম্মানসূচক এ সুযোগ দেয়া হয়, যেন নির্বাচনের সময় তারা তাদের নিজস্ব রায় প্রকাশ করে। কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই, ঐ সময় মু'মিনদের হৃদয় আল্লাহ্‌তাআলার ঐশী হস্তক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ঐ ব্যক্তিকেই নির্বাচন করে, যাকে মূলতঃ খোদাতাআলা পূর্ব থেকেই নির্বাচন করে রেখেছেন।

মু'মিনদের জামাতের প্রতি এটাও আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ, তিনি তাদের হৃদয়ের প্রশান্তি ও ঈমানকে বৃদ্ধির জন্য সময়ের পূর্বেই কোন কোন মু'মিন পুরুষ, মহিলা এমন কি বাচ্চাদেরকেও এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন। যাতে এই খোদায়ী তাকদ্বীর প্রকাশের পর তারা এ বিষয়ে সাক্ষী হয় ও এটা অন্য মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়। আর ঐ সৌভাগ্যশালী লোকদের রীতিও সর্বদা এটা হয়, তারা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই বিষয়কে কখনও সময়ের পূর্বে সর্বসাধারণের কাছে বলে বেড়ান না। বরং এটাকে একটা পবিত্র আমানত মনে করে নিজের বুকের মাঝে বা নিজের একান্ত আপনজন কয়েক ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেন। আর এটাই সঠিক রীতি।

পঞ্চম খেলাফতের বরকত মন্ডিত যুগের সূচনার পূর্বেও আল্লাহ্‌তাআলা নিজ ফযল ও অনুগ্রহে শত শত পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চাকে পঞ্চম খলীফার ব্যাপারে সুস্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এর মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ নির্বাচিত ৪০টি ঈমান বর্ধক স্বপ্নের ঘটনা জামাতের সদস্যদের খেদমতে তুলে ধরছি।

(এক)

জার্মানী থেকে মোকাররম মাকসুদুল হক সাহেব, পিতা মরহুম মাওলানা আবুল মনির নূরুল হক সাহেব, ২৮ আগষ্ট ২০০৩ সালে লিখেন–

"নিশ্চিত হওয়ার জন্য আজ আমি আমার মাকে ফোন করেছি। তিনি বললেন, তোমার পিতার মৃত্যুর (৩০শে ডিসেম্বর ১৯৯৫) দুই তিন বছর পূর্বের ঘটনা। তিনি একদিন ভোরে উঠে বললেন, আমি আজ রাত্রে স্বপ্নে একটি কামরা দেখলাম যাতে খান্দানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সদস্যরা গোল হয়ে বসে আছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) আসলেন। তাঁর হাতে দু'টি মালা, একটি বড় অন্যটি ছোট। তিনি গোল হয়ে বসা সবার দিকে তাকালেন আর বড় মালাটি সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের গলায় পড়িয়ে দিলেন। আর ছোট মালাটি খান্দানের আরেক বুযুর্গ যার বয়স অনেক বেশি তার গলায় পড়িয়ে দিলেন।

এই স্বপ্ন বর্ণনা করে তোমার পিতা বললেন, মনে হচ্ছে খোদাতাআলা এই দু'জনের দ্বারা নিজের ধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাবেন। আমি এই স্বপ্ন তোমাদের সামনে এজন্য বর্ণনা করলাম কারণ খোদাই জানেন ঐ সময় আমি বিদ্যমান থাকবো কিনা। আমার মা বললেন, স্বপ্ন বর্ণনার শব্দের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু এর বিষয় এটাই ছিল।"

(দুই)

হুযূর (আইঃ) কে সম্বোধন করে মোকাররম আকরামুল্লাহ্ সাহেব চেমা, জার্মানী লিখেছেন–

"সম্ভবত ১৯৯১এর দিকে খাকসার দেখেছি ; আপনি আমাদের রাবওয়ার ঘরে এসেছেন। আপনার মাথায় খলীফার পাগড়ি পড়া ছিল। আর কাপড়ও খলীফার। আমি আপনাকে হুযূর সম্বোধন করেছি। আমি বললাম, হুযূর আপনি একাই এসে গেছেন? কোন বডিগার্ড সাথে নেই? পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুযূর এটা কিভাবে হলো? আপনি বললেন, আমার আল্লাহ্‌র ফযলে, যা আমার উপর আছে। অল্পক্ষণের মধ্যে মনে হলো, আপনার আত্মা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের জন্য আসমানে চলে গেছে। আমি আপনার বাহুতে ধরে নাড়া

দিলাম। আবার আপনার হুঁশ চলে এলো, আপনি চলতে শুরু করলেন।".....

স্বপ্নের সময় আপনার নাম আমাকে বলা হলো "মাসরূর আহমদ।" এর আগে আমি আপনাকে কখনও দিখিনি। দশ বছর পরে যখন আমি রাবওয়াতে গেলাম, তখন আপনাকে দেখলাম। খোদার কসম, অবিকল আপনিই ছিলেন। স্বপ্নে আমি আপনার চেহারায় এতো নূর দেখলাম যার পূর্বে আমি এমন কখনও দেখিনি।"

(তিন)

মোকাররম শেখ ওমর আহমদ মনীর সাহেব, পিতা মরহুম শেখ নূর আহমদ সাহেব, রাওয়ালপিন্ডি লিখেছেন–

"আমি আল্লাহ্‌তাআলাকে সাক্ষী রেখে নিবেদন করছি, ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে খাকসার একটি স্বপ্ন দেখি যা নিম্নরূপ–

ডিসেম্বর ১৯৯৯। আমি ইসলামাবাদ (পাকিস্তান) এর মসজিদে ছিলাম। আমি দেখলাম একটি বড় কামরার বাহিরে আইয়্যুবী সাহেব [যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর গাড়ি চালাতেন] দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাকে বললাম, সব লোক নামায পড়ছে, আর আপনি এখানে দাড়িয়ে আছেন কেন? তিনি বললেন, আমি আগমনকারী খলীফার পাহাড়া দিচ্ছি। আমি তাকে বললাম, নতুন আগমনকারী খলীফাতুল মসীহ্‌কে আমাকেও একটু দেখতে দিন না। আমার বারবার পিড়াপীড়িতে তিনি আমাকে এ ওয়াদা নিয়ে দেখতে দিলেন- তুমি আর কাউকে বলবে না। যখন আমি কামরাতে প্রবেশ করছিলাম তখন দেখলাম, সাহেবযাদা মাসরূর আহমদ সাহেব আসছেন। এর সাথেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।"

(চার)

মোকাররমা আমাতুন নাসির সাহেবা, মহল্লা দারুন্ নাসের বস্তি, রাবওয়া লিখেন –

"১৯৯৯ সালের ঐ মাসের ঘটনা যে মাসে হযরত সাহেবযাদা মির্যা গোলাম কাদের সাহেব (আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন) কে হতভাগারা শহীদ করে।

দেখছি একটি কক্ষে প্রবেশ করছি, এটা কক্ষ নয় বরং একটি বড় হলরোম ছিল। দরজা থেকে দুই চার কদম সামনে এগিয়ে দেখি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) উর্দূ ক্লাস নিচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টি দরজার দিকে ছিল। এমন সময় বাহির থেকে আমাকে ডাকা হলো; আমি ঘুরে দেখলাম কে? কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। আবার আমি হুযূর (আইঃ) [খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ)]-এর দিকে দৃষ্টি দিলাম। কিন্তু কী দেখলাম! হুযূর অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আর চেয়ারে এক মধ্য বয়সী ব্যক্তি বসে আছেন। আমি অপলক দৃষ্টিতে দেখছিলাম। ভালভাবে দেখার পর আমার চোখ খুলে গেল।

প্রিয় হুযূর, আমি আমার স্বপ্ন কাউকে বলিনি। আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে বারবার দোয়া ও আহাজারি করছিলাম, আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তি কে? তুমি তাঁকে আমায় দেখিয়ে দাও। আমি জানতাম না তিনি কে? নাম কি?

আমি আমার হালকার সদস্যাদেরকে হুযূর (আইঃ)-এর আহমদনগরের বাগানে নিয়ে যাবার জন্য অনুমতি চাইতে আমীরে মোকামীর দপ্তরে গেলাম। প্রিয় হুযূর, ঐ সময় যখন আপনি আমাকে সম্বোধন করে মুখ উঠালেন। তখন আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। এই তো ঐ চেহারা যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম!"

(পাঁচ)

মোকাররম নাসের মাহমুদ আহমদ সাহেব, তার ১০ মে ২০০৩ এর চিঠিতে লিখেন–

"আজ থেকে দুই বছর পূর্বে খাকসার তখন গিনি কিনাকুড়িতে চাকুরীতে ছিলাম। এক রাতে একটি কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই করা একটি বড় ছবি দেখলাম। একজন তুলে আমাকে দেখাল। ছবিতে পাগড়ি পড়িহিত দাঁড়ানো এক ব্যক্তি ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম উনি কে? আওয়াজ আসলো তিনি পরবর্তী খলীফা। আমি জিজ্ঞেস করলাম তাঁর নাম কি? আওয়াজ এলো মির্যা মাসরূর আহমদ। পরের দিন সকালে এ স্বপ্ন আমি মাওলানা খুশী মাহমুদ শাকের মুবাল্লেগ গিনি কিনাকুড়ি এর কাছে বর্ণনা করি। তিনি বল্লেন, এ স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করো না যতক্ষণ পর্যন্ত এমন না হয়। কিন্তু আমি খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)-এর ইন্তেকালের পর নির্বাচনের পূর্বে এ স্বপ্ন আমার মাকে শুনিয়েছি।

(ছয়)

মোকাররমা আমাতুল মুসাব্বির সাহেবা, দারুল উলুম, পূর্ব রাবওয়া, ২১ জানুয়ারী ২০০৪ এ বর্ণনা করেন –

"আমি আমার এক স্বপ্ন বর্ণনা করতে চাচ্ছি যা আমি ২৩ এপ্রিল ২০০২ সালে দেখেছি। আমি স্বপ্নে দেখছি খুতবা শুনছি যা খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) দিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় তখন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খুতবা দেয়া শুরু করলেন। আমি যখন খুতবা শুনতে বসলাম দেখলাম আমি একা। কিন্তু যখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) অদৃশ্য হলেন তখন দেখলাম আমার সামনে অনেক মহিলা বসে আছেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি হলো? একটু আগেই তো খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন। এখন উনি কে খুতবা দিচ্ছেন? ঐ মহিলারা আমাকে বললো তুমি জান না, উনি মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব, যিনি আমাদের খলীফা। এই স্বপ্ন আমি ২৫ এপ্রিল ২০০২ সালে নিজ বাড়ীতে গিয়ে আমার চাচাত বোনকে শুনাই। তিনি বললেন এ স্বপ্ন তোমার কাছে আল্লাহ্‌তাআলার আমানত। এটা এখন কাউকে শুনাবে না।"

(সাত)

মোকাররম ডাক্তার হারুন শরীফ, জেলা রাওয়ালপিন্ডী, ২৫ এপ্রিল ২০০৩ সালে নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করেন–

"খাকসার হুযূরের খেদমতে একটি স্বপ্ন বর্ণনার অনুমতি চাচ্ছি, যেটা আমি সম্ভবত এক বছর পূর্বে ঘর নির্মাণের সময় দেখেছিলাম। স্বপ্নটি হলো–আমি দেখলাম সাক্ষাত প্রার্থীদের একটি বড় সাদা রোম। যাতে কাঠের তৈরী একটি বড় টেবিল রয়েছে। এই টেবিলের শুধুমাত্র এক পাশে চেয়ার বসানো আছে। এর একটিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) বসে আছেন। তাঁর সাথে আরও কেউ কেউ আছেন বা আটটির মত চেয়ারে কয়েকজন বুযুর্গ বসে আছেন। যাদের মাথায় পাগড়ি আছে। জামাতের সদস্যরা লাইন করে পালাক্রমে ভিতরে আসছিল, আর হুযূরের সাথে মুসাফাহ্ করছিল। খাকসার হুযূরের সাথে মুসাফাহ্ করার পূর্বে যখন উপরের দিকে তাকালাম, তখন কী দেখলাম! খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)-এর পরিবর্তে আপনি অর্থাৎ সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব

মাথায় পাগড়ি পড়ে ঐ চেয়ারে সমাসীন। আর জামাতের সদস্যরা আপনার সাথে মুসাফাহ্ করছে। এরপর খাকসার জাগ্রত হয়ে যাই। খাকসার আমানত স্বরূপ সকালে উঠে পুরো স্বপ্নটি নিজের স্ত্রীকে শুনাই।"

(আট)

মোকাররম মোহাম্মদ শরীফ আওদা সাহেব, আমীর জামাতে আহমদীয়া কাবাবীর, ফিলিস্তিন, আরবী ভাষায় তাঁর মে ২০০৫ এর চিঠিতে লিখেন–

"২০০২ সালের মে মাসে আমি এক ফিলিস্তিনী বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, এই বছর U.K.-এর জলসা সালানায় তুমিও চল। সে বললো, আমি তোমাকে ইস্তেখারা করে জানাব। কয়েকদিন পর সে বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি লন্ডনে গিয়েছি, খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সাক্ষাৎও করেছি। কিন্তু হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের সাথে নয়। বরং অন্য কোন খলীফার সাথে। আর ঐ বন্ধু (আমজাদ কামীল) ঐ খলীফার চেহারা মুবারকের বর্ণনা দিতে শুরু করলো, তাঁর দাড়ি ছোট, তাঁর চোখ এমন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বললাম, আমি এটা শুনতে চাই না, তবে আমার মনে হচ্ছে হয়তো এটা খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এর মৃত্যুকে ইঙ্গিত করছে। মূলতঃ আমি এই স্বপ্নকে ভুলে গেলাম।

যখন ২০০৩ এর এপ্রিলে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ)-এর ইন্তেকাল হলো, আর মোকাররম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব আমাকে ফোন করে ইন্তেখাবে খেলাফত (খেলাফত নির্বাচন) কমিটির সদস্য হওয়ার সংবাদ দিলেন, তখন এ গুরু দায়িত্বের উপলব্ধিতে আমি খুবই অস্থির ও বিচলিত হয়ে গেলাম। অনেক দোয়া করলাম আর দোয়া করালাম। যখন লন্ডনে পৌঁছে মাগরীব ও এশার নামাযের পর নির্বাচনে উপস্থিত হওয়ার লক্ষ্যে মসজিদে প্রবেশের জন্য লাইনে সাড়িবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম, তখন দেখলাম, আমি যাকে খলীফা হবার জন্য ভোট দিতে যাচ্ছি তিনি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি যাঁকে খলীফার জন্য ভোট দিব, তাঁর সামনে আমার দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। তাই আমি ঐ লাইন থেকে বের হয়ে পিছনে চলে আসি। এই সময় দুই ব্যক্তি আসলেন। একজন চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব ছিলেন। তখন অন্য জনকে আমি চিনতাম না। কিন্তু এক বিদ্যুৎ চমকের মত দ্রুতবেগে এই ব্যক্তি আমার হৃদয়ে স্থান করে নিলেন। আর আমি ভাবতে লাগলাম উনি কে? আমার অবস্থা এমন হলো, আমি মনে করতে লাগলাম হয়তো চিন্তায় আমি শেষে মসজিদে প্রবেশের পূর্বেই মরে যাবো।

সভা চলাকালীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম উনি তো ঐ ব্যক্তিত্ব যাঁর ছবি আমার হৃদয়ে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং নির্বাচনের সময় যখন আমি তাঁকে ভোট দেয়ার জন্য হাত তুললাম তখন দেখলাম অধিকাংশই তাঁকে ভোট দিয়েছেন। চিন্তার অবস্থা দূর হতে লাগলো, আর এতো আনন্দিত হলাম যে, জীবনে এতো আনন্দ আর কখনও পাইনি। ফিলিস্তিনে ফিরে এসে মোকাররম হানী তাহের সাহেবের ঘরে মোকাররম আমজাদ কামীল সাহেবের সাথে সাক্ষাত হলো। তার ঘরে M.T.A নেই। তিনি এখনও হুযূর (আইঃ)-এর ছবি দেখেন নি। এই সাক্ষাতে আমি তাঁকে হুযূর (আইঃ)-এর ছবি দেখালাম। তিনি তখন নির্দ্বিধায় বললেন, উনি তো ঐ ব্যক্তি, যাঁর সাথে আমি স্বপ্নে সাক্ষাৎ করেছি। এমন কি কোট ও চেয়ারও এমনই ছিল।

এখন আমি সমস্ত মুনাফিকদেরকে বলছি, **যদি হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)-কে খোদা খলীফা বানিয়ে না থাকেন, তাহলে বল, নির্বাচনের পূর্বে কেন মোকাররম আমজাদ কামীল সাহেবকে তাঁর চেহারা দেখানো হলো? কে আমাকে লাইন থেকে বের হয়ে পিছনে যেতে বাধ্য করেছে? আর কেন আমাকে ঐ চেহারা দেখানো হলো যা আমার হৃদয়ে গেঁথে গেল, যাঁকে আমি পূর্বে চিনতামই না?"**

(নয়)

মোকাররম আব্দুল্লাহ্ সিপার সাহেব, জার্মানী। তিনি হুযূর (আইঃ)-এর নামে লিখা চিঠিতে তাঁর দু'টি স্বপ্নের বর্ণনা দেন–

"হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)-এর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে আমি পাকিস্তান যাচ্ছিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত জিনিসপত্র গুছাচ্ছিলাম। পেরেশানী ছিল, ঘুমাতে পারলাম না। অল্প সময়ের জন্য শুইলাম। তন্দ্রা চলে আসলো। দেখলাম একটা অনেক বড় কামরা। এতে সবার উপরে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খুবই সুন্দর একটি ছবি লাগানো আছে। আর খুবই ধারাবাহিকভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ), হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ), হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ), হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)-এর পরে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মিয়া মাসরূর আহমদ সাহেবের ছবি লাগানো আছে। এটা দেখে আমি দুরূদ শরীফ পড়া শুরু করলাম। আর দেখলাম, হযরত মিয়া সাহেবের ছবি থেকে একটি অনেক বড় আলোক রশ্মি বের হচ্ছে। তারপর যখন আমি খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম, এটা ছবি, না হযরত মিয়া সাহেব নিজেই দাঁড়িয়ে আছেন। তখন ছবি নড়ছিল, তাই আমি বললাম, এটা তো মিয়া সাহেব নিজেই। এ অবস্থাই চলছিল। আমি অনেক জোরে জোরে দুরূদ পড়ছিলাম।

*** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)-এর ইন্তেকালের একদিন পর আমার মেয়ে মরিয়ম, বয়স ১৩ বছর, সে দেখলো হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব খলীফা হয়ে গেছেন।**

(দশ)

মোকাররম মুবাশ্বের আহমদ সাহেব তাহের, মুরব্বী, জেলা লুধহারা, পাকিস্তান। তিনি ২৮ এপ্রিল ২০০৩ সালে লিখেন–

"২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিন আমি স্বপ্নে দেখি, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) মৃত্যু বরণ করেছেন। স্বপ্নেই আমি এতো কষ্ট পেলাম যে, কাঁদতে লাগলাম। আর অনুভব করলাম অশ্রু ঝরছে। কিছুক্ষণ পর কাঁদতে কাঁদতে আমি বলতে লাগলাম, হুযূরের (রাহেঃ) তো মৃত্যু হয়েছে, এখন নতুন খলীফা কে? তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে গেল মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব। এ স্বপ্ন আমি আমাদের আমীর চৌধুরী মনির আহমদ সাহেবকেও শুনিয়েছি।

(এগার)

মোকাররম শেখ নেসার আমহদ সাহেব, সামানাবাদ, লাহোর। তিনি ২৬ এপ্রিল ২০০৩ চিঠিতে লিখেন–"খাকসার আজ থেকে সম্ভবত এক মাস পূর্বে স্বপ্ন দেখেছি। হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়েছে। খাকসার নিজের মা ও স্ত্রীকে সকালে এ স্বপ্ন শুনিয়েছি। খাকসার খোদাতাআলার পবিত্র নামের কসম খেয়ে বলছি, খাকসার স্বপ্ন এভাবেই দেখেছি। (চলবে)

মূল ঃ মোহতরম আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব
ইমাম মসজিদ ফযল লন্ডন
অনুবাদ –মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন

আহমদীয়ত

মূল ঃ কাযী মোহাম্মদ নাযির সাহেব ফাযেল
নাযের তসনীফ ও ইশাআত লিটারেচার, রাবওয়া

(নবম কিস্তি)

মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেবের প্রথমে উপস্থাপনকৃত উদ্ধৃতিগুলোর ব্যাখ্যা

নিচে আমরা সেসব উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছি যেগুলোর ভিত্তিতে মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেব আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার ওপর 'তানাসুখ'-এর বিশ্বাসী হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছেনঃ

প্রথম উদ্ধৃতি ঃ "মোট কথা যেভাবে সুফী সাহেবানের বৃত্ত বা দৃষ্টিতে এটা স্বীকৃত যে, সত্তার মর্যাদগুলো চক্রাকার বিশিষ্ট। এভাবে ইব্রাহীম আলায়হেস সালাম নিজ প্রকৃতি, মন-মেজায, আর আন্তরিক সাদৃশ্যের দিক থেকে তাঁর মৃত্যুর প্রায় আড়াই হাজার বছর পর পুনরায় আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র ঘরে জন্ম নেন আর মুহাম্মদ (সঃ)-এর নামে আখ্যায়িত হন" (তিরিয়াকূল কুলূব, পৃষ্ঠা ১৫৫ এবং কাদিয়ানিয়ত পৃষ্ঠা ১০৩)।

দুঃখের বিষয়, বিষয়-বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই উদ্ধৃতিটি উপস্থাপন করা হয়েছে। আবুল হাসান নদভী সাহেব পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে উদ্ধৃতিটি যদি উপস্থাপন করতেন তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝতে পারতেন, এ উদ্ধৃতিতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র ঘরে জন্ম নেয়া এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলয়হে ওয়া সাল্লামের নামে আখ্যায়িত করার উদ্দেশ্য এটাই যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বরূযীভাবে ইব্রাহীম। তাঁর দেহে ইব্রাহীম (আঃ)-এর আত্মা 'তানাসুখ' করে হুলূল করা হয় নি। এ উদ্ধৃতির পরের কথাগুলো এরূপ ঃ

"আর সত্তার মর্যাদার, চক্রাকারবিশিষ্ট হওয়া প্রাচীন কাল থেকে আর যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্‌র বিধানের অধীন। মানব সন্তানের মাঝে পুণ্যবান ও পাপী নির্বিশেষে আল্লাহ্‌র রীতি এই যে, এদের সত্তা, প্রকৃতি, মন-মেজায ও অন্তরের সাদৃশ্যের দিক থেকে বার বার এসে থাকে।"

অতএব এ উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তাকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সত্তা কেবল প্রকৃতি, মন-মেজায ও আন্তরিক দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্ধারণ করা হয়েছে ইব্রাহীম (আঃ)-এর আত্মাকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দেহে হুলূল করার কথা বলা হয় নি।

এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের পরে এ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (তিরিয়াকুল কুলূব-এর ১৫৫ পৃষ্ঠায় বিষয়বস্তু এভাবে এসেছে ঃ

"এ কথা প্রকৃত ও তত্ত্বজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃত যে, সত্তার মর্যাদা চক্রাকারবিশিষ্ট অর্থাৎ মানুষের মাঝে কেউ কারও প্রকৃতি ও মন-মেজায নিয়ে আসতে থাকে যেভাবে পূর্ববর্তী পুস্তকাদি থেকে সাব্যস্ত যে, ইলিয়াস ইয়াহিয়া নবীর প্রকৃতি ও মন-মেজায নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

এখানে পাদটীকায় তিনি (আঃ) লিখেছেন ঃ

"এটা দলীল দিয়ে প্রমাণিত বিষয় যে, আমাদের নেতা ও প্রভু সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস সালামের প্রকৃতি ও মন-মেজায নিয়ে এসেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৌহীদ (একত্ববাদ)-কে ভালবেসে নিজেকে আগুনের কাছে সমর্পণ করেছিলেন আবার পরে ইয়া নারু কুনী বারদাঁ ওয়া সালামাঁ-সম্মানিত ঐশী আহ্বান সেই আগুন থেকে পরিষ্কার রক্ষা করেছিল এভাবেই আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তৌহীদের প্রেমে নিজেকে সেই বিপর্যয়ের আগুনের কাছে সমর্পণ করেছিলেন যা আঁ হযরত (সঃ)-এর আবির্ভাবের পর সব জাতি-গোষ্ঠী থেকে বরং সারা বিশ্ব থেকে প্রজ্জলিত করা হয়েছিল আবা ওয়া ল্লাহু ইয়া'সিমুকা নিনান্নাস সম্বলিত ঐশী আহ্বান সেই আগুন থেকে পরিষ্কার রক্ষা করেছিল। এভাবে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কা'বায় রক্ষিত এসব মূর্তিগুলোকে নিজ হাতে ভাঙ্গেন যেভাবে হযরত ইব্রাহীম খানা কা'বার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তেমনই আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খানা কা'বার প্রতি সারা বিশ্বকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন। আবার হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খোদার প্রতি ঝুঁকার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ ভিত্তিকে পুরো করেন। তিনি (সঃ) খোদার অনুগ্রহ ও করুণার ওপর এমন ভরসা করেন যে, প্রত্যেক সত্যান্বেষীর খোদার ওপর এভাবে ভরসা করাটা তাঁর (সঃ) কাছ থেকে শেখা আবশ্যক। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সেই জাতিতে জন্ম নিয়েছিলেন যাদের মাঝে তৌহীদের নাম ও মিশন ছিল না। তাদের কোন গ্রন্থ ছিল না। এ ভাবেই আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সেই জাতিতে জন্ম নিয়েছিলেন যারা মূর্খতায় নিমজ্জিত ছিল। কোন ঐশী গ্রন্থ তাদের কাছে পৌঁছে নি। আরও একটি সাদৃশ্য রয়েছে ঃ খোদা ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরকে ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন এমন কি তিনি খোদার জন্যে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এর ফলে পৃথিবীতে তাঁর খোদা ছাড়া আর কেউ থাকলো না। এমন ভাবেই বরং এর চেয়েও বেশি আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপর ঘটনাবলী ঘটেছে এবং এমন কোন ঘর ছিল না যাদের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না তবুও কেবল খোদার দিকে আহ্বান করার দরুন সবাই শত্রু হয়ে গেল এবং কেবল খোদা ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে থাকলো না। আবার যেভাবে খোদা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে একা পেয়ে তাকে এত সন্তনাদি দেন যা আকাশের তারার মত গণনা করা যাবে। এ ভাবেই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকেও একা পেয়ে অশেষ দান করেন। আর যেসব সাহাবা (রাঃ) বন্ধুত্বের বাঁধনে আবদ্ধ হন তাঁরা আকাশের তারকারাজির ন্যায়ই কেবল অসংখ্য ছিলেন না বরং তাদের হৃদয় তৌহীদের আলোকে চমকিত হতো'

(পরিশিষ্ট বারাহীনে আহমদীয়া, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬)।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি

মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেব কর্তৃক উপস্থাপনকৃত অনুচ্ছেদ এই ঃ "এখানে এ বিষয়টিও মনে রাখার যোগ্য, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অধ্যাত্মিকতাও ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়সমূহ আধিক্যের সব সময় প্রকাশিত হতে থাকে এবং মুহাম্মদী (সঃ) তত্ত্বের হলূল কতই পরিপূর্ণ অনুসারীর আকারে বিকশিত হয়ে থাকে। আর হাদীসগুলোতে যা এসেছে, মাহদী জন্ম নিবেন। তার নাম আমার নামই হবে। এ হাদীস যদি সত্য হয় তাহলে সেই অবতরণ আধ্যাত্মিকতার দিকে ইঙ্গিত দেয়" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৪৬)।

এ অনুচ্ছেদ মুহাম্মদী (সঃ) তত্ত্বের হলূলের মাধ্যমে কোন পরিপূর্ণ অনুসারীর মাঝে মুহাম্মদী গুণাবলীর বিকশিত হওয়ার গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। অতএব মাহদীর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি (সঃ) সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ইমাম মাহদী নামে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নামের ওপর এবং স্বভাব চরিত্র আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মত হওয়ায় এ কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, ইমাম মাহদীর মাঝে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিকতার হলূল হবে অন্য কোন আত্মার হলূল হবে না। একে 'তানাসুখ' সম্বলিত হলূল হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে না। তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতার জ্যোতির্বিকাশ যা কোন অনুসারীর বা অন্য সত্তার ওপর হয়ে থাকে সূফীদের পরিভাষায় একে বলে 'বরূয' প্রতিবিম্ব-বা প্রতিচ্ছায়া। অতএব হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ সাহেব বরূয ও হলূন-এর উল্লেখে লিখেন, এর দু'টি প্রকার ভেদ আসল ও প্রতিচ্ছায়া। আবার আসলের কয়টি প্রকার ভেদ নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি লেখেন ঃ

"তারাতান উখারা বি আঁইয়াশ তাবিকা বি হাকীকাতি রাজুলিম্মিন ইলাহি আওইল মুতাওয়াস্সি লিনা ইলায়হে কামা ও ক্বা'আ লি নাব্বিয়্যিনা বিনিসাবতি ইলা যুহূরিল মাহদিয়্য"–

অর্থাৎ কখনও সত্যিকারের বরূযীকে পাওয়া যায় যে, এক ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে তার বংশে ও এর উত্তর সূরীদের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এ ধরনের ঘটনা আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সুবাদে মাহদীর আবির্ভাবের সাথে রয়েছে।"

এ অনুচ্ছেদে মাহদীকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বরূয নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মুহাম্মদী তত্ত্বের সাথে তাঁর সংযুক্তি ও ঐক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ই আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য ঃ

"কোন পরিপূর্ণ অনুসারীর মাঝে মুহাম্মদী তত্ত্বের হলূল বিকশিত হয়ে থাকে।" এটা তানাসুখ সম্বলিত হলূল নয়। এক ব্যক্তির আত্মা অন্য ব্যক্তির মাঝে প্রবিষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ। বরং এটা হাকীকত বা তত্ত্বের হলূল। অর্থাৎ এ তত্ত্বে অনুসারী ও অনুসৃতের সাদৃশ্য ও ঐক্য। চাঁচড়া শরীফের পীর গোলাম ফরীদ সহেবও এটাই বলেছেন! মাহদী আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বরূয হবেন (ইরশাদাতে ফরিদী,পৃষ্ঠা ১২)।

তৃতীয় উদ্ধৃতি ঃ মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেব তৃতীয় যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এতেও 'তানাসুখ' শব্দটি নেই আর 'হলূল' শব্দটিও নেই। বরং এতে তাঁর (আঃ) দৃষ্টিতে নযূলে মসীহ্'র তত্ত্বটি এভাবে বলা হয়েছে যেন সাহসিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় তিনি (আঃ) হযরত মসীহ (নাসেরী) (আঃ)-এর সাথে যথেষ্ট মিল রাখেন। তাঁর এমন সাদৃশ্য যেন একটি মুক্তার দু'টি টুকরো আর মসীহ্ (আঃ)-এর মনোযোগ তাঁর (আঃ) অন্তরকে নিজের শান্তিধাম বানিয়েছেন। এতে মসীহ্ (আঃ)-এর আত্মার হলূল হয় নি। বরং মসীহ্ (আঃ)-এর আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ উদ্দীপনা তাঁর মাঝে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে তাঁর সত্তা মসীহ্ (আঃ)-এর সত্তা বলে নির্ধারিত হয়। সেসব আকাঙ্ক্ষার অবতরণকে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।"

অতএব মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেবের এটা খুবই বাড়াবাড়ি যে, বরূয ও রূপককে তিনি 'তানাসুখ' ও 'তানাসুখী হলূল' নির্ধারণ করে আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর মুহাম্মদী বরূয হওয়ার ব্যাপারে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দেস দেহলভী বলেন ঃ ইয়ান'ইয়াকসু ফীহি আনওয়ারু সায়্যিদিল মুরসালীন অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদ সায়্যিদিল মুরসালীন (সঃ)-এর প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব হবে (আল্ খায়রুল কাসীর, পৃষ্ঠা ৭৩)

এ বিষয়কেই হযরত মসীহ্ মাওউদ "কোন অনুসারীর মাঝে মুহাম্মদী তত্ত্বের হলূল বিকশিত হয়" বলে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মাহদীর মাঝে মুহাম্মদী তত্ত্বের বিকাশ হওয়াকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আবার হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব আলায়হের রহমত মসীহ্ মাওউদ-এর মর্যাদায় ইয়াজ'আমুল আম্মাতু আন্নাহু ইযা নাযালা ইলাল আরযে কানা ওয়াহিদাম্মিনাল উম্মাতি কাল্লা বাল হুয়া শারহুল্লিল ইসলামিল জামি'ইল মুহাম্মাদিয়্যি ওয়া নাসখতুম্মুন তাসি খাতুম্মিনহু ফা সাত্তানা বায়নাহূ ওয়া বায়না আহাদীম্মিনাল উম্মাতি।"

অর্থাৎ জনসাধারণ এটা মনে করে, মসীহ্ মাওউদ যখন পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন তার মর্যাদা একজন উম্মতির মত হবে। এমনটি অবশ্যই হবে না। বরং তিনি তো সম্মিলিত মুহাম্মদী নামের পূর্ণ ব্যাখ্যা এবং দ্বিতীয় সংস্করণ হবেন। অতএব তাঁর এবং এক উম্মতির মাঝে খুব বড় পার্থক্য হবে (আল্ খায়রুল কাসীর, পৃষ্ঠা ৭২ বিজনূর মদীনা প্রেসে মুদ্রিত)

এ অনুচ্ছেদ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্তা যদিও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ বরূয হবে তারই আবির্ভাবের আদেশে।

সম্মিলিত মুহাম্মদী নামের অর্থই হলো মুহাম্মদী তত্ত্ব। এর পরিপূর্ণ বিকাশের উল্লেখ, নুসখাতুন মুনতাসিখাতুন বাক্যে বলা হয়েছে আর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হুবহু ছাপ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। (চলবে)

অনুবাদ – আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

মহানবী (সঃ)-এর পরমত সহিষ্ণুতা

(শেষ কিস্তি)

তায়েফ থেকে ফেরৎ আসার পর কুরাইশরা অত্যাচারের মাত্রা বাড়াতেই থাকে। ইতিমধ্যে মদিনার কিছু লোক বয়াত করেন বা মুসলমান হন। অতঃপর মুহাম্মদ (সঃ) মদিনায় হিজরত করার নিদ্ধান্ত নেন। মদিনায় আসার পরও মক্কা ও আশে পাশের গোত্র চরম বিরোধিতা করতে থাকে। তবে এর মধ্যে বয়াতও হতে থাকে। বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধও এই সময় সংগঠিত। কিন্তু মক্কাবাসীগণ তাদের প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে নি। বর্ণিত আছে যে, খন্দকে যুদ্ধের পর হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছিলেনএখন থেকে কাফেররা আর আমাদের উপর আক্রমণ করবে না।" হিজরতকারীগণ অনেক দিন যেতে না পেরে ও নিয়ম অনুযায়ী কাবা শরীফ তওয়াফ করতে না পেরে কিছুটা ক্ষুন্ন ও দুঃখিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে মুসলমানদের কিবলা জেরুযালেমের বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে মক্কার কাবার দিকে পরিবর্তিত হয়েছিল। এই সব মিলিয়ে রসূল (সঃ) স্বপ্ন দেখেন যে তিনি বহু লোকজন নিয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করছেন। এ বিষয়ে ওহীও নাযেল হয়। ফলে মুহাম্মদ (সঃ) ৬২৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে পনের শত সঙ্গীসহ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। মুসলমানরা ঘোষণা দিয়েছিল যে তারা শুধু তওয়াফ করার উদ্দেশ্যেই মক্কায় আসছে, কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদ করার উদ্দেশ্যে নয়। আঁ হযরত (সঃ) যখন মক্কার কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি জানতে পারলেন যে কোরেশরা চিতা বাঘের চামড়া পরিধান করেছে এবং স্বপরিবারে কসম খেয়েছে আঁ হযরত (সঃ) কে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। চিতা বাঘের চামড়া পড়ার তাৎপর্য হলো তারা সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। তাদের সৈন্যদল ও অগ্রসর হোল। মুসলমানরা সৈন্যদলের মুখোমুখি না হয়ে হুদায়বিয়ায় গিয়ে অবস্থান নেন। তখন বুদাইল নামে একজন সর্দার আলোচনার জন্য আসেন। তাদের উদ্ধত আচরণেও রসূল (সঃ) অধৈর্য না হয়ে পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে জানান যে তিনি শুধু কাবা তওয়াফ ও কুরবানীর জন্য এসেছেন। তিনি কুরবানীর ৭০টি উটও দেখান। বুদাইল সন্তুষ্ট হলেও মক্কার নেতারা তার সুপারিশ মেনে নিতে রাজি হয় নাই। যদিও কেবল মাত্র তওয়াফ ও কুরবানীর জন্য কেউ কোষবদ্ধ অস্ত্র ও ভ্রমণের পোষাকে আসলে তাকে বাধা দেওয়ার কোন নিয়ম ছিল না তবুও কেরেশরা জিদ ধরে থাকে যে তারা মুসলমানদের কিছুতেই কাবা চত্বরে বা মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। সাহাবীরা উত্তেজিত হলেও রসূল (সঃ) সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে হযরত ওসমানকে মক্কার নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য পাঠান। আলোচনায় অনেক দেরী হয়ে গেলে গুজব ছড়িয়ে পরে যে হযরত ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে। এই সংবাদে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন "দুতের জীবন প্রত্যেক জাতির কাছে নিরাপদ যদি ওসমানের মৃত্যুর খবর সত্যি হয় তাহলে আমরা জোর করে মক্কায় প্রবেশ করব। যারা এই প্রতিজ্ঞা করতে প্রস্তুত রয়েছে যে, যদি আমাদেরকে অগ্রসর হতেই হয় তাহলে হয় আমরা বিজয় অর্জন করবো, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে একে একে মৃত্যু বরণ করবো এবং এই প্রতিজ্ঞার জন্য তাদেরকে আমার হাতে বয়াত গ্রহণ করতে হবে। আকাশিয়া জাতীয় একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আঁ হযরত (সঃ) পনের শত মুসলমানের বয়াত গ্রহণ করেন যা ইতিহাসে 'বৃক্ষের বয়াত' নামে প্রসিদ্ধ। পবিত্র কুরআনেও এর উলেখ আছে। সূরা আল ফাতাহ্‌তে (৪৮ঃ১৯) বলা হয়েছে "নিশ্চয় আলাহ্ মু'মেনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা একটি বৃক্ষতলে তোমার হাতে বয়াত করছিল এবং তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা জানতেন, সুতরাং তিনি তাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযেল করেন ও তাদের সত্বর বিজয় দান করেন।"

কেবল মাত্র তওয়াফ ও কুরবানীর জন্য কেউ কোষবদ্ধ অস্ত্র ও ভ্রমণের পোষাকে আসলে তাকে বাধা দেওয়ার কোন নিয়ম ছিল না তবুও কেরেশরা জিদ ধরে থাকে যে তারা মুসলমানদের কিছুতেই কাবা চত্বরে বা মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। সাহাবীরা উত্তেজিত হলেও রসূল (সঃ) সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে হযরত ওসমানকে মক্কার নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য পাঠান।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরই ওসমান ফিরে আসেন এবং বলেন যে এ বছর উমরাহ্ করা যাবে না, তবে আগামী বছর থেকে করা যাবে। চুক্তি সম্পাদনের জন্য একজন দূতের আগমন সংবাদও দেন। মক্কা প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসাবে আসেন সুহাইল বিন আমর ও মুসলমানদের পক্ষে লিখক হিসাবে বসেন হযরত আলী। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন বা ডিকটেট করেন বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, সুহাইল আপত্তি করেন। আল্লাহ্‌র নাম শুনেছি কিন্তু পরম করুণাময় ও বার বার দয়াকারী এটি আমাদের বিশ্বাস নয়। রসূল (সঃ) মেনে নেন ও লিখা হয় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শুরু করছি। পরের লাইনে লিখা হয় মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্। সঙ্গে সঙ্গে সুহাইল আপত্তি করে, রসূলুল্লাহ্ বিশ্বাস করে নিলে তো আমাদের কোন বিবাদই থাকে না। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এটা কেটে দিতে রাজি হলেও হযরত আলী নিজ হাতে এই সত্য মুছে দিতে অস্বীকৃতি জানান। তখন রসূল (সঃ) নিজ হাতে কেটে দেন ও লিখা হয় মুহাম্মদ (সঃ) ইবনে আব্দুল্লাহ্ এবং সুহাইল ইবনে আমর এর মধ্যে সম্পাদিত এই শান্তি চুক্তির শর্তাবলী হচ্ছে ঃ

দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করা হলো।

কোন ব্যক্তি মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে যোগ দিতে চাইলে, কিংবা তাঁর সাথে কোন চুক্তি করতে চাইলে করতে পারবে।

অপরপক্ষে ঃ কোন ব্যক্তি কোরেশদের সঙ্গে যোগ দিতে চাইলে, কিংবা তাদের সঙ্গে কোন চুক্তি করতে চাইলে তা করতে পারবে।

যদি কোন নাবালক বা তরুন ছেলে, যার পিতা জীবিত আছে, তার পিতা বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদ (সঃ) এর সঙ্গে যোগ দেয় তবে তাকে তার পিতা বা অভিভাবকের কাছে ফেরৎ পাঠাতে হবে।

পক্ষান্তরে ঃ মুহাম্মদ (সঃ)-এর কোন সঙ্গী যদি কোরেশদের সঙ্গে যোগ দেয় তবে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে না।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন। তবে আগামী বছর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা মক্কায় আসতে পরবেন এবং তিন দিন মক্কায় থেকে কাবা তওয়াফ করতে পারবেন। এই সময় কোরেশরা শহর ছেড়ে পাহাড়ের উপর গিয়ে অবস্থান করবেন। মক্কায় অবস্থানকালে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা খাপবদ্ধ তরবারি, যা কিনা আরবদের প্রথা অনুযায়ী সফরকারীরা সঙ্গে রাখতে পারে। তাছাড়া অন্য আর কোন অস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারবে না।"

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পরই সুহাইলের পুত্র আবু জন্দলকে দড়ি দিয়ে বেধে জুলুম করতে করতে নিয়ে আসা হয়। সে অত্যাচারের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। সে নিজে রসূল (সঃ)কে তাকে উদ্ধার করার জন্য মিনতি জানায়। তবুও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) উত্তর দিলেন "আল্লাহ্‌র রসূল কখনও চুক্তি ভঙ্গ করে না। আবু জন্দল আমি চুক্তি করেছি, তুমি সবর করো এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করো, তিনি তোমার এবং তোমার মত অন্যান্যদের রক্ষার জন্য কোন না কোন উপায় সৃষ্টি করবেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি হচ্ছে মুসলমানদের বিজয়ের সূচনা। বিজয়ের পথে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর তা অর্জন হয় সবচেয়ে বেশি ধৈর্য ও পরমত সহিষ্ণুতার মাধ্যমে। এমনই ছিল রসূল (সঃ)-এর পরমত সহিষ্ণুতা যা তাঁকে এনে দেয় ঈর্ষণীয় বিজয়। এর দু বছরের মধ্যেই মক্কা বিজয় সম্ভব হয়।

মানুষ যখন নিজে দুর্বল থাকে তখন অনেক সময় পরমত সহিষ্ণু হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এর সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় যখন সে শক্তিশালী হয় ও অন্যের উপর তার ক্ষমতা বা অধিকার বলবৎ হয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অসীম দয়া মহানুভবতা ও পরমত সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায় মক্কা বিজয়ের সময়। ৬৩০ খৃঃ ১লা জানুয়ারী মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সৈন্যদল নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন কারণ কোরেশরা হুদায়বীয়ার সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে। মদিনার খোজায়া গোত্রের বিরুদ্ধে বনু বকর গোত্রকে তারা সহায়তা করে। রসূল (সঃ) মনে করেন

হুদায়বিয়ার সন্ধি হচ্ছে মুসলমানদের বিজয়ের সূচনা। বিজয়ের পথে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর তা অর্জন হয় সবচেয়ে বেশি ধৈর্য ও পরমত সহিষ্ণুতার মাধ্যমে। এমনই ছিল রসূল (সঃ)-এর পরমত সহিষ্ণুতা যা তাঁকে এনে দেয় ঈর্ষণীয় বিজয়। এর দু বছরের মধ্যেই মক্কা বিজয় সম্ভব হয়।

এজন্য কোরেশদের অন্ততঃ পক্ষে জবাবদিহিতা প্রয়োজন। এই সংবাদে আবু সুফিয়ান মদিনায় এসে মদিনাবাসীর অসন্তোষ কোরেশদের পরিবর্তে বনু বকরের দিকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করলেও সফল হয় নাই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) দশ হাজার লোক নিয়ে মক্কার কাছে তাবু ফেলেন। আবারও আবু সুফিয়ানকে খোজ খবর নিতে পাঠান হয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) লোকদেরকে তাদের তাবুর সামনে আগুন জ্বালিয়ে রাখার উপদেশ দেন। মরুভূমিতে হাজার হাজার প্রজ্জলিত শিখার ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আবু সুফিয়ান (আবু হানজালা) অভিভূত ও ভীত হয়ে পড়েন। হযরত আব্বাস তাকে ডেকে নিজ উটে বসিয়ে নিয়ে যান। পরদিন ফজরের নামাযের সময় রসূল (সঃ)- এর পিছনে সকলের নামায পড়ার দৃশ্য দেখে আবু সুফিয়ান বলেন তিনি এমন শৃঙ্খলা ও আত্মনিবেদন আর কোথাও দেখেন নাই। এদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ্য মক্কাবাসীদের নাই। আবু সুফিয়ান আরও বলেন আজ পৃথিবীতে এমন শক্তি নাই যা এই সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করতে পারে। সে হযরত আব্বাসকে সম্বোধন করে বলেন "আব্বাস! তোমার ভাতিজা আজ পৃথিবীতে সর্বপেক্ষা বড় বাদশাহ।" আব্বাস বলেন "এখনও তোমার হৃদয় চক্ষু খুলে নাই। এতো বাদশাহাত নয় নবুওয়ত।

মক্কাবাসীরা বাধা দেওয়া বা প্রতিরোধ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সকলকে কোন না কোন অজুহাতে ক্ষমা করে দিলেন। আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় গ্রহণকারী, হাকিম বিন হাযামের ঘরে আশ্রয় গ্রহণকারী, বেলালের ভাই রোয়াইহার পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণকারী কলেমা পাঠকারী, নিজেকে ঘরে বদ্ধ রাখাকারী সবাইকে।

ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন ছিল আবু জাহলের পুত্র একরামা। একরামার স্ত্রী মনে মনে মুসলমান হয়েছিল। সে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে আবেদন করল, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্‌! একরামাকেও কি আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন?' রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমি ওকে মাফ করে দিয়েছি।'

একরামা তখন ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তার স্ত্রী তার প্রতি ভালবাসার দরুন তার পিছনে পিছনে তাঁর খোঁজে বের হয়ে গেল। যখন সে সমুদ্রগামী জাহাজে উঠে পড়েছে এবং আরবকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলেছে, তখন পলাতক সেই সর্দারের স্ত্রী পেরেশান হয়ে তার নিকটে পৌছল এবং বললো, 'হে আমার চাচার পুত্র! (আরব স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদেরকে চাচার পুত্র বলে সম্বোধন করতো)। তুমি অত ভাল এবং এত দয়ালূ মানুষটিকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ।'একরামা বিস্মিত হয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, 'বলো কি? আমার এত সব শত্রুতার পরেও কি মুহাম্মদ (সঃ) আমাকে ক্ষমা করে দিবেন?'একরামার স্ত্রী বললো, 'হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি এবং তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' সে যখন ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! আমার স্ত্রী বলেছে

যে, আপনি নাকি আমার মত একটা লোককেও ক্ষমা করে দিয়েছেন?' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তোমার স্ত্রী ঠিকই বলেছে। আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি।'

'একরামা বলে উঠলো' 'যে ব্যক্তি এমন ঘোরশত্রুকে মাফ করতে পারে, সে কখনও মিথ্যাবাদী হতে পারে না। আমি সক্ষ্যদান করছি যে, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্যদান করছি যে, হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি তাঁর বান্দা এবং তাঁর রসূল।'

অতঃপর সে লজ্জায় এত বেশি মাথা নীচু করে ফেললো যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তার এই লজ্জিত অবস্থা দেখে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, 'একরামা আমি শুধু তোমাকে ক্ষমাই করছি না, তুমি আজ আমার কাছে যা চাইবে, আমি তাই তোমাকে দিব, যদি তা দেওয়ার ক্ষমতা আমার থাকে।'

একরামা বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! ইয়া রসূলাল্লাহ্! এর বেশি আমি কি চাইতে পারি। আপনি আল্লাহ্তাআলার কাছে দোয়া করুন, আমি যে শত্রুতা করেছি আপনার সাথে, তা যেন আল্লাহ্ মাফ করে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আল্লাহ্তাআলাকে সম্বোধন করে বললেন,

'হে আমার আল্লাহ্ সেই সমস্ত শত্রুতা যা একরামা আমার বিরুদ্ধে করেছে, তা তুমি মাফ করে দাও এবং যে সমস্ত গালিগালাজ তার মুখ থেকে বের হয়েছিল, তার জন্যেও তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।'

এরপর রসূলাল্লাহ্ (সঃ) উঠলেন এবং তাঁর নিজের গায়ের চাদর নিয়ে তা একরামার গায়ে জড়িয়ে দিলেন এবং বললেন,

'যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে আমার কাছে চায়, তখন আমার ঘর তার ঘর হয়ে যায় এবং আমার জায়গা তার জায়গা হয়ে যায়।'

একরামার ঈমান আনার মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো যা বিবরণ দিয়েছিলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবীদের কাছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি বেহেশ্তে আছি এবং সেখানে আঙ্গুরের একটা থোকা দেখলাম এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার জন্য? তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, 'আবূ জাহলের জন্য'। তার কথা আমাকে অবাক করলো। আমি বললাম, 'বেহেশতে তো মু'মিন ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারে না। বেহেশ্তের মধ্যে আবূ জাহলের জন্য আঙ্গুর দেয়া হলো কি করে?' একরামা ঈমান আনলে পর, তিনি ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন, 'আসলে, ঐ আঙ্গুর গুচ্ছ ছিল একরামার জন্যে। খোদাতাআলা ছেলের জায়গায় বাপের নাম প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বপ্নে, অনেক সময় ঘটনাকে এভাবেও প্রকাশ করা হয়।

রসূল (সঃ)কে ইহুদী বৃদ্ধার বিষ দেওয়া ও ক্ষমার ঘটনা এক আগুন্তুকের মুহাম্মদ (সঃ)কে হত্যার প্রচেষ্টা ও তাকে ক্ষমা করার ঘটনা।

সব শেষে মুহাম্মদ (সঃ) নিয়ে কার্টুনের ঘটনা ও কুরআনের নির্দেশ সূরা নিছা (৪ঃ ১৪১) আয়াতে বলা হয়েছে.....যখন আল্লাহ্র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে শুন যে ঐগুলিকে অস্বীকার করা হচ্ছে ও উহাদের প্রতি বিদ্রুপ করা হচ্ছে তখন তাদের সাথে বসিও না (সহচার্য্য করিও না) যে পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়।.....সে ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তাদের অনুরূপ হবে (ধর্মীয় বিষয়াদীর গুরুত্ব ও গাম্ভির্যের উপর জোর দিবে। কাফেরদের হীন ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে থাকবে। মুসলমানদের মনে পবিত্র চেতনা ও মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলবে।) নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল লোককে এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।

সূরা আল আনআম (৬ ঃ৬৯) "এবং যখন তুমি তাদেরকে দেখ তারা আমাদের নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা উহা ছাড়া অন্য আলোচনায় মনোনিবেশ করে। এবং শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তা হলে মনে হওয়ার পর কখনও যালেম জাতির সঙ্গে বসবে না।

-অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

১.

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, আগামী জুন - ২০০৬ ইং 'ওসীয়্যত' এর উপরে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে। এতে ওসীয়্যত সংক্রান্ত আপনার তথ্যবহুল লিখা, ঐতিহাসিক ছবি ও বিজ্ঞাপন আগামী ১৫ এপ্রিল ২০০৬-এর মধ্যে সেক্রেটারী ইশায়াত দপ্তরে পাঠানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

-ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

২.

আগামী জুলাই -২০০৬ ইং হতে পাক্ষিক আহমদী'তে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফাগণের উপর লিখা ছাপানোর বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

এ জন্য প্রাথমিকভাবে খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ)-এর জীবনী, খেলাফতকালের বিশেষ ঘটনাবলী, ঐতিহাসিক ছবি ইত্যাদি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

-ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী

(অষ্টম কিস্তি)

৫। সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ

আহমদীয়া মতবাদ। ১৯২৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আহমদীয়া জামাতের নেতা মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ লন্ডনে ধর্ম কংগ্রেসে যে বক্তৃতা দেন তার বঙ্গানুবাদ। প্রকাশক ঃ অনুবাদক। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। প্রথম সংস্করণ ঃ ১৮ জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীঃ পৃঃ ৩+৮৬। মূল্য ছয় আনা। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯২৫ খ্রীঃ ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১ম খন্ড পৃঃ ১২৯।

৬। মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ

সমস্যা ও সমাধান। প্রকাশক ঃ আবু তাহের মাহমুদ আহমদ, ১৫ প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ ঃ ৪ মার্চ ১৯৩৩ খ্রীঃ পৃঃ ১৬। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯৩৩ খ্রীঃ প্রথম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

৭। মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান

জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত চিহ্ন। প্রকাশক ঃ মুহাম্মদ আব্দুস সালাম বি এ, ৪৯, ফুলবাড়িয়া রোড ঢাকা। প্রথম সংস্করণ ঃ ২৯ জানুয়ারী ১৯৩৫ খ্রীঃ পৃঃ ২+২৫। মূল্য চার আনা। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩৫ খ্রীঃ ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

৮। মুজাহেদে ইসলাম আবু আহমদ আজিজুদ্দিন

কাট মোল্লার দুঃসাহস। প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। প্রথম সংস্করণ ঃ ১২ মে ১৯২৬ খ্রীঃ পৃঃ ২৩। মূল্য দুই আনা। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯২৬ খ্রীঃ ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

৯। আল্লামা জিল্লুর রহমান

(ক) মহাসমরের অবসান। প্রকাশক ঃ মোজাফ্ফর উদ্দিন চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া। মুদ্রাকরঃ ডি এন চক্রবর্তী, ওয়ারী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ওয়ারী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ঃ ১৯৪২খ্রীঃ পৃঃ ১৪। তথ্য নির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯৪২ খ্রীঃ ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান পৃঃ ১৬।

আবুল হাশেম খান চৌধুরী

(খ) উপহার। প্রকাশক ঃ এ আর খা বি এ, বিএল। ১৫, বকশীবাজার রোড, ঢাকা, প্রথম সংস্করণঃ ২৫ নভেম্বর ১৯৩৬ খ্রীঃ পৃঃ ৮। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯৩৭ খ্রীঃ ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

১০। প্রফেসর আব্দুল লতিফ

ইসলামের জয়, মসীহ ও মাহদীর সমাগম। প্রকাশক বেঙ্গল ইয়ংমেন্স আহমদীয়া এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম। মুদ্রাকর কে বি বসু, মিন্টু প্রেস, চট্টগ্রাম। প্রথম সংস্করণ ঃ ৬ এপ্রিল ১৯১৭ খ্রীঃ পৃ ১+৮। মূল্য এক আনা। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯১৭ খ্রীঃ ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান পৃঃ ৫০।

১১। সৈয়দ সায়িদ আহমদ

কাদিয়ানীর বাচালতা নামক পুস্তিকার প্রতিবাদ। প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার ব্রহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। প্রথম সংস্করণ ২০ জানুয়ারী ১৯২৭ খ্রীঃ। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৯২৭ খ্রীঃ ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান। (তথ্য সূত্রঃ বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, প্রকাশক ঃ বাংলা একাডেমী ঢাকা)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯৪০ সালে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আবুল হাশেম সাহেব এ সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ২৭ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্ সভায় বর্ধিত নবগঠিত কেন্দ্রীয় আমেলার অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত হন আবুল হাশেম সাহেব। এ আমেলার অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন ঃ-

(১) সদর-হযরত মৌলভী শের আলী (রাঃ)

(২) কায়েদ তবলীগ-হযরত চৌধুরী ফাতেহ মুহাম্মদ সায়াল (রাঃ)

(৩) কায়েদ তালীম ও তরবিয়ত-হযরত খান সাহেব মৌলভী ফরজন্দ আলী (রাঃ)

(৪) কায়েদ উমুমী, -হযরত মৌলভী আব্দুর রহিম দরদ এম এ (রাঃ)

(৫) কায়েদ মাল-মৌলভী মীর মোহাম্মদ ইসহাক।

(৬) নায়েব কায়েদ তবলীগ-মৌলভী আবুল আতা জলন্ধরী

(৭) নায়েব কায়েদ তালিম ও তরবিয়ত-মৌলভী কমর উদ্দিন

(৮) নায়েব কায়েদ মাল-মৌলভী চৌধুরী জহুর হোসেন

অতিরিক্ত সদস্য আবুল হাশেম সাহেব ছাড়া অপর জন ছিলেন-হযরত চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রাঃ)। সভায় মজলিসে আনসারুল্লাহ্ প্রথম দস্তরে এসাসী খসড়া প্রণয়ন করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এ প্রস্তাবিত আমেলা ও দস্তরে এসাসী খসড়া অনুমোদন করেন। (তারিখে আহমদীয়াত ৯ম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯)। ফলে জামাতের শীর্ষ স্থানীয় বুযুর্গ সাহাবী ও আলেমদের সংস্পর্শে মজলিসে আনসারুল্লাহ্র সাংগঠনিক কর্মকান্ডে আবুল হাশেম সাহেবের কাজ করার সৌভাগ্য হয়। তিনি এ সংগঠনকে চাঙ্গা করে তুলতে সকলের সাথে নব উদ্দমে কাজ করেছেন।

একবার বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হাফেয মোক্তার আহমদ (রাঃ) শাহজাহানপুরীর পৃষ্ঠদেশে ফোঁড়া হলে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পেতে থাকেন। আরোগ্যের জন্য তিনি দোয়া করলে 'মরহামে জামবাক' নামক একটি ঔষধ সেবনের ঐশী ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন। আবুল হাশেম সাহেব তা শুনে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে এক কোটা 'মরহামে জামবাক' হাফেয সাহেবের নিকট পৌঁছে দেন। এ ঔষধটি পূর্ব থেকেই চৌধুরী সাহেবের বাসায় মজুদ ছিল। তা সেবনে হাফেজ সাহেব আরোগ্য লাভ করেন। আল্লাহ্তাআলার পরিকল্পনা অনুসারেই যেন এ ঐশী ইঙ্গিতের ঔষধটি চৌধুরী সাহেবের বাসায় মজুদ ছিল। যা তাঁর উপকারে আসে। আসলে পুণ্যবান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্তাআলা পুণ্যকাজে এমনি ভাবে তৌফীক দান করে থাকেন। (চলবে)

-মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

এমটিএ ডাইজেস্ট

দাজ্জাল ও মসীহের কা'বা তাওয়াফের তাৎপর্য

৪ঠা আগষ্ট ধারণকৃত একটি মজলিসে ইরফান (উর্দূ প্রশ্নোত্তর সভা) ১১ আগষ্ট সম্প্রচারিত হয়। খুব সম্ভবতঃ এটি ছিল ইউ,কে জলসার পর এমটিএ-তে প্রচারিত প্রথম প্রশ্নোত্তর সভা। এতে হুযূর (রাহেঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়, হাদীসের কোন কোন বর্ণনাতে আছে দাজ্জাল ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ কা'বা তাওয়াফরত থাকবে। এর অর্থ কী? হুযূর (রাহেঃ) বলেন, এটি রূপক একটি বর্ণনা যার অর্থ হলো দাজ্জালি শক্তি ইসলামকে বা মুসলমানদের পরিবেষ্টন করে থাকবে যেমনটি এখন আছে। অপরপক্ষে আহমদী জামাত ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পক্ষ থেকে সকলকে ঘিরে আছে, দাজ্জালী চক্রের বেষ্টনীকে আমরা চূর্ণ করছি।

ইউরোপে পাদ্রীদের বিরোধিতার স্বরূপ

এ অনুষ্ঠানেই একজন জানতে চান পাকিস্তানে মোল্লারা যেভাবে আমাদের বিরোধিতা করে থাকে ইউরোপে পাদ্রীরাও একইভাবে তা করে কিনা। হুযূর (রাহেঃ) বলেন, বিরোধিতা তারা করে ঠিকই, তবে দাজ্জালের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল গোপনীয়তা। ফলে তারা গোপনে এবং কূটনৈতিক ভাবে (উরঢ়ষড়সধঃরপধষষু) আমাদের বিরোধিতা করে থাকে।

প্রিয় খেলা

১৩ই আগষ্ট সম্প্রচরিত (৮ই আগষ্ট ধারণকৃত) লাজনার নবীনা (Young)সদস্যাদের সাথে মুলাকাত অনুষ্ঠানে হুযূর (রাহেঃ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়। তাঁর প্রিয় খেলা কোন্‌টি হুযূর (রাহেঃ) বলেন, বর্তমানে আমার প্রিয় খেলা ব্যাডমিন্টন। তবে আমি সবচে' ভাল পারি ঘোড়ায় চড়তে, স্কোয়াস এবং কাবাডি খেলতে। এখন ব্যাডমিন্টনই খেলি। জলসায় মেহমান চলে গেলে হলে (খুব সম্ভবতঃ মাহমুদ হল) এ ব্যবস্থা হবে। অতীতের মজার ঘটনা বলতে গিয়ে হুযূর (রাহেঃ) বলেন, একবার ফুটবল খেলায় গোলকিপার ছিলাম। একটি শট (খুব সম্ভবতঃ পেনাল্টি-সংকলক) ঠেকানোর জন্য লাফ দিয়েছি। যদিও আমি ঠিকমত বুঝতে পারি নি, বল সোজা আমার মুখে লেগে ফিরে যায়। সবাই উল্লাসে আমাকে কাঁধে নিয়ে অনেকখানি ঘুরে আসে।

বাল্যকালে জলসার দায়িত্ব

হুযূর (রাহেঃ)-কে নাসেরাতের এক সদস্যা প্রশ্ন করে, তাঁর বয়সে জলসায় হুযূর (রাহেঃ) কী দায়িত্ব (Duty) পালন করতেন। হুযূর (রাহেঃ) বলেন, তোমার বয়স কত? সে বলল, দশ। হুযূর (রাহেঃ) বলেন, এ বয়সে সাধারণতঃ রুটি বা তরকারী বন্টন করতাম।

আফ্রিকার বাদশাহ্‌দের সম্পর্কে অনুভূতি

এ অনুষ্ঠানে আরেকজন জানতে চান, এবার জলসার সময় আফ্রিকার বাদশাহ্‌দের সাথে যে সাক্ষাৎ হ'ল তা কেমন

লেগেছে। হুযূর (রাহেঃ) বলেন, আমার তো ভালোই লেগেছে তাঁদের কেমন লেগেছে জানি না। সংবাদ পেয়েছি যে, তাঁরা ফিরে গিয়ে বড় সম্বর্ধনা পেয়েছেন। তাদের এলাকার লোকেরা এমটিএ-তে জলসা দেখেছেন। তাঁদেরকে দেখানোতে ঐ এলাকার মানুষ খুব খুশি হয়েছে। ফিরে গিয়ে তাঁরা অনেক বড় সম্বর্ধনা পেয়েছেন। আশা করি তদের সাথে আমার যে কথা হয়েছে সে অনুযায়ী তাঁরা আগামী বছরও কাজ করবেন।

আমেরিকাবাসীদের তবলীগ প্রসঙ্গে

এ অনুষ্ঠানে আমেরিকাবাসীদের মাঝে তবলীগ প্রসঙ্গে হুযূর (রাহেঃ) বলেন, জাতিগতভাবে তাদের মাঝে একটা অহংকার আছে। তবে তাদের মধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিও আছেন; বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে। এদের মধ্যে তবলীগ করলে সফলতা আসতে পারে।

ছাত্রাবস্থায় হুযূর (রাহেঃ)-এর কী হওয়ার ইচ্ছা ছিল

এ অনুষ্ঠানে আরেকজন জানতে চান, ছাত্রাবস্থায় হুযূর (রাহেঃ)-এর কী হওয়ার ইচ্ছা ছিল। হুযূর (রাহেঃ)বলেন, কিছু না। আল্লাহ্ মাফ করুন, ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত নিষ্কর্মা ছিলাম। মা চাইতেন ডাক্তার হই। আমার ইচ্ছা ছিল না। তাদের জীবন যাত্রা অন্য রকম। সারা দিন তাদের যেভাবে কাটে তা পসন্দ করতাম না। শেষ পর্যন্ত মায়ের দোয়া কবুল হ'ল। হোমিও ডাক্তার হয়ে গেলাম। এতে অন্য কাজও চলে, ডাক্তারীও চলে।

বাংলাদেশে তবলীগি কার্যক্রম জোরদার করার জন্য হুযূর (রাহেঃ)-এর তাগিদ

১৫ই আগস্ট সম্প্রচারিত (৮ই আগস্ট ধারণকৃত) বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে খুব সম্ভবতঃ বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর সাহেব হুযূর (রাহেঃ)-এর কাছে পশ্চিম বঙ্গে এ বছর যে ২৬ লক্ষ বয়াত হয়েছে তাদের তরবিয়ত কীভাবে সম্ভব হবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ করেন। হুযূর (রাহেঃ) বরং বাংলাদেশের দিকে প্রসঙ্গ নিয়ে গিয়ে বলেন যে, আপনাদের তো ঈর্ষা হওয়া উচিত যে, তারা এতখানি অগ্রগতি করছে। তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আপনাদের যখন সময় আসবে মাশরেক আলী সাহেব (আমীর পশ্চিমবঙ্গ আসাম)-এর পরামর্শ নিবেন। বাংলাদেশে অবশ্য অবস্থা ভিন্ন। ভারতের সরকার ও প্রশাসন সাধারণভাবে নিরপেক্ষ, বাংলাদেশে মোল্লাদের প্রভাবাধীন। তবে বাংলাদেশে পূর্বে যখন আমি যেতাম, তখন দেখতাম যে, আলোচনায় কট্টর মোল্লাও মাথা নোয়াতেন। জানিনা এর মধ্যে কি হ'ল? তবে আপনারা চেষ্টা করতে থাকুন। সামনের বছর এক লক্ষের জন্য চেষ্টা করুন।

পবিত্র কুরআন থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

কুরআন থেকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা কীভাবে প্রমাণ করা যায়, এরূপ এক প্রশ্ন এ অনুষ্ঠানে করা হ'লে হুযূর (রাহেঃ) প্রথমতঃ সূরা জুমুআর 'ওয়া আখারিনা মিনহুম ... আয়াতটি উল্লেখ করেন যেখানে 'আখারীন' (পরবর্তী অন্যদিগের) মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের উল্লেখ রয়েছে। এর ব্যাখ্যা বুখারী কিতাবুত্ তফসীরের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) স্বয়ং এই করেছেন যে, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে গেলেও পারশ্য বংশোদ্ভুত এক ব্যক্তি সেখান থেকে নামিয়ে আনবেন। এর উপর আলোকপাতের পর হুযূর (রাহেঃ) সূরা কিয়াম-এর চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের যে উল্লেখ রয়েছে তার দিকে ইশারা করেন। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত হাদীসটি পাশাপাশি উল্লেখ করে হুযূর (রাহেঃ) একে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার এক জবরদস্ত দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করেন।

সূর্যের গন্তব্য

২৯শে আগস্ট সম্প্রচারিত (২২শে আগষ্ট ধারণকৃত) বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে কুরআনে 'আশ শামসু তাজরী লি মুস্তাকার্ লিল্লাহা... আয়াতের বরাতে এ প্রশ্ন করা হয়, এর অর্থ এই যে, সূর্য মহাশূন্যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে যাচ্ছে, যাকে কখনো কখনো (Solar apex) বলা হয়। হুযূর (রাহেঃ) উত্তরে বলেন, এটিও এর অর্থ হতে পারে। তবে সূর্যতো একা কোন দিকে যাচ্ছে না বরং মহাবিশ্বে সূর্যের যে গতি তা সমগ্র সৌরজগতকে সাথে নিয়েই। হুযূর (রাহেঃ) আরো বলেন সূর্য তার পরিণতির দিকে যাচ্ছে, অর্থাৎ সূর্য একদিন শেষ হয়ে যাবে।

কেয়ামতে কি পুরো বিশ্ব-জগত ধ্বংস হয়ে যাবে?

কেয়ামতে পুরো মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (রাহেঃ) বলেন না, বরং কেবল মানবজাতি বা এ পৃথিবী ধ্বংস হবে। আর স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনে রয়েছে যে আল্লাহ্তাআলা নূতন উন্নততর সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবেন।

ভ্রূণের উপর বাধ্যতামূলক জেনেটিক পরীক্ষা

ব্রিটেনে সরকার মানব-ভ্রূণের উপর জন্মের পূর্বেই বাধ্যতামূলক জেনেটিক পরীক্ষার আইন করতে পারে এরূপ প্রেক্ষাপটে এ অনুষ্ঠানে হুযূর (রাহেঃ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়, এরূপ আইন করা হলে আহমদীদের কি করা উচিত হবে? হুযূর আকদাস (রাহেঃ) বলেন, সরকার যদি নির্দেশ দেয় তাহলে মেনে নিন। তারা এটাই বলছেন যে, এ পরীক্ষাগুলো মানব কল্যাণের কারণ হবে। পূর্বে এখানকার মানবতাবাদী (Humanist) গ্রুপগুলো এর বিরোধিতা করতো। এখন তারাও মোটামুটিভাবে বিষয়টিকে মেনে নিয়েছে।

আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক অন্তরে মোহর মারার প্রকৃত অর্থ

এ অনুষ্ঠানের আরেকটি প্রশ্ন এই ছিল যে, কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, কতিপয় লোকের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন তাহলে না বুঝা বা না মানার জন্য কেন শাস্তি পাবে? উল্লেখ্য ইসলামে বিপক্ষে আর্যসমাজিদের এটি ছিল একটি বড় আপত্তি। হুযূর (রাহেঃ)-এর উত্তরে বলেন, প্রয়াশঃই এক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। বস্তুত "আল্লাযীনা কাফারূ সাওয়াউন আলায়হিম..."এর অর্থ হবে অস্বীকার-কারীদের মধ্যে যারা এমন যে, সিদ্ধান্ত করে রেখেছে যা-ই আসুক আমরা মানবো না–এরূপ লোকদের পরিণতি আল্লাহ্তাআলা পূর্ব হতেই নির্ধারিত করে দেন।

সংকলন–**আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক**

হজ্জের দর্শন ও আমার অভিজ্ঞতায় হজ্জ-২০০৬

(১ম কিস্তি)

আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন মজীদে এরশাদ করেন-

অর্থঃ-"নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের হেদায়াতের জন্য বানানো হয়েছে সেটাই যা', মক্কায় অবস্থিত, যা' বরকতময় এবং বিশ্বজগতের পথ প্রদর্শক"।

অর্থঃ- "এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যেমন মাকামে ইব্রাহীম-যে সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সে ঘরের হজ্জ করা মানুষের প্রতি অবশ্য কর্তব্য যার সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে, আর কেউ অমান্য করলে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ্‌ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আলে ইমরান-আয়াত ৯৭, ৯৮)।

অর্থঃ "এবং তুমি সকল মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর, যেন তারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) তোমার কাছে আসে পদব্রজেও এবং এমন সব বাহনের 'পরে আরোহণ করেও যেগুলো দীর্ঘপথ চলার দরুন শীর্ণকায় হয়ে গেছে। এরা দূর গভীর পথ অথিক্রম করে আসবে। (সূরা আল্ হাজ্জ-আয়াত২৮)

আল্লাহ্‌তাআলার এরশাদ মোতাবেক এ কাবাগৃহ পবিত্র ও অতি প্রাচীন উপাসনালয়। এ কাবাগৃহ মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র প্রথম খলীফা ও নবী হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত। হযরত নূহ্ (আঃ)-এর সময় মহাপ্লাবনে এ গৃহটি বিধ্বস্ত হয়; এবং পরে হযরত নূহ (আঃ) এটি পুনঃ নির্মাণ করেন এবং তাও আবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) এটি আবারও পুনঃনির্মাণ করেন। কুরআন করীমের সূরা আল হাজ্জে (যা শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে) আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন 'তুমি সকল মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর, যেন তারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) তোমার কাছে আসে----

হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এরশাদ করেন,

(১) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করল-কিসে হজ্জ ফরজ করে? হুযূর (সঃ) বললেন, 'পাথেয় ও যানবাহনের সুবিধা। (তিরিমিযী, ইবনে মাজা)

(২) হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এরশাদ করেন, হজ্জ ও ওমরা পালনকারীগণ আল্লাহ্‌র নিমন্ত্রিত ব্যক্তি। তাঁরা যা প্রার্থনা করেন, আল্লাহ্‌ তাদের তা দেন এবং যে বিষয়ে তারা আহবান করেন, তিনি তার জবাব দেন এবং তারা যা' ব্যয় করে, তার পুরস্কার হাজার দিরহাম দান করেন। (-সগীর)

(৩) যে ব্যক্তি হাজ্জ ও ওম্‌রার জন্য কা'বা শরীফ পর্যন্ত এহ্‌রাম বাঁধে-তার পূর্ববর্তী গুনাহ্‌ মাফ হয় এবং তার জন্য বেহেশ্‌ত ওয়াজিব হয়। (আবুদাউদ, ইবনে মাজা)

> আহমদীয়া জামাতের প্রথম খলীফা হযরত নূরুদ্দীন (রাঃ) হজ্জ করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) শৈশবে তাঁর মাতামহের সাথে হজ্জ করেন। নিরাপত্তার কারণে এ জামাতের পরবর্তী খোলাফাগণ 'হজ্জে বদল' করিয়েছেন।

আমাদের প্রিয় নেতা ও রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এরই ধারাবাহিকতায় নিজে এ আহ্বানে সারা দিয়েছেন এবং তাঁর উম্মতকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে (যারা এ সফর করার আর্থিক ও কায়িক শক্তি রাখেন) হজ্জ করার তাগিদ দিয়েছেন।

নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না থাকায় এ যুগের দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) নিজে হজ্জ না করলেও তাঁর পক্ষ হতে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফে দোয়া পাঠ করানো হয়। দোয়াটির বাংলা এরূপ-

"হে করুণাময় আল্লাহ্‌! তোমার অধম; অযোগ্য ও গুনাহগার দাস গোলাম আহমদ, যে তোমারই দেশ ভারতে বাস করে, তার এ বিনীত আবেদন, হে রহমানুর রাহীম! তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পাপ ক্ষমা করো, কেননা তুমি গাফুরুর রাহীম। আমায় দিয়ে এমন কাজ সম্পূর্ণ করাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমার আর আমার নফসের (নফসে আম্মারা) মাঝে পূর্ব পশ্চিমের দূরত্ব সৃষ্টি করো। আমার জীবন, আমার মরণ এবং আমার যাবতীয় শক্তি তোমার রাস্তায় নিয়োজিত করো। তোমার প্রেমের মাঝে আমাকে জীবিত রাখো এবং তাতেই মৃত্যু দান করো। তোমার প্রিয় লোকদের মাঝে হতে আমাকে উত্থিত করো। হে আরহামুর রাহেমীন! যে কাজের প্রচারের জন্য তুমি আমাকে আদিষ্ট করেছ এবং যে খেদমতের জন্য তুমি আমার অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি করেছ, একে তোমারই অনুগ্রহে পূর্ণতা দান করো। এ অধমের হাতে বিরুদ্ধবাদী এবং ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকদের হুজ্জত পূর্ণ করো। এ অধম এবং তার প্রিয় ও একান্ত বাধ্য অনুসারীদের ক্ষমা করো এবং তাদেরকে অনুগ্রহের ছায়া ও সাহায্য দান করো। স্বীয় রসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণের উপর অশেষ দুরূদ, সালাম ও বরকত নাযিল করো। আমীন সুম্মা আমীন!" (আল্ ফযল, ১১ অক্টোবর, ১৯৪২ সন)।

আহমদীয়া জামাতের প্রথম খলীফা হযরত নূরুদ্দীন (রাঃ) হজ্জ করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) শৈশবে তাঁর মাতামহের সাথে হজ্জ করেন। নিরাপত্তার কারণে এ জামাতের পরবর্তী খোলাফাগণ 'হজ্জে বদল' করিয়েছেন।

তাই এ অধম আল্লাহ্‌র এ মহান নির্দেশাবলী ও হযরত রসূলে পাক (সঃ)-এর এরশাদ পালনার্থে এবং একজন নিষ্ঠাবান আহমদী হওয়ার লক্ষ্যে জীবনের দীর্ঘদিনের বাসনা পূর্ণ করতে এবারে হজ্জ করার নিয়্যত করি।

যে সব কাজ হজ্জের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সবার জানার জন্য আমি এগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। ওমরা করতে শুধু বায়তুল্লাহ্‌ (কা'বা শরীফ) সাতবার তওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সাতবার আসা যাওয়া এবং তাতে সবুজ বাতির এলাকাতে দ্রুত চলা। তারপর

মাথার চুল ছোট করলেই ওমরা হয়ে যায়। তবে হজ্জের বেলায় এ কাজটি প্রাথমিক।

হজ্জের উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে দু'খন্ড সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পড়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কা'বায় একত্রিত হওয়া। এ গৃহ প্রায় চার হাজার বছর আগে বানানো হয়েছে।

'তালবিয়া' পড়তে পড়তে বায়তুল্লাহ্ ৭ বার তওয়াফের সময় যে সব দোয়া পড়া হয়, তাতে এক উম্মতে বা উম্মতে ওয়াহেদা'র সুপ্ত বীজ প্রোথিত। এক নেতার নেতৃত্ব, খেলাফতে সম্পৃক্ততা জরুরী-এ কথার গুরুত্ব সুপ্ত হলেও তা' সুস্পষ্ট ও আবশ্যকীয় বলে বুঝার অবকাশ রয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর যুগে নরবলী প্রচলিত ছিল। 'তওয়াফ' কুরবানীর প্রতীক; যার উদ্দেশ্য ছিল রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবর্তে তাওয়াফকারী নিজের জীবন কুরবানী করতে চায়। এ গৃহের সম্মান ও আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদতকে কায়েম রাখার জন্য জীবন উৎসর্গ করবে।

> মুসলমানরা আজ বহু ফির্কায় বিভক্ত হলেও মনের অজান্তে কেন্দ্রের প্রতি এ তাওয়াফের মাধ্যমে তারা তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে।
>
> বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বর্ণের মুসলমান একই স্থানে 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' বলে এ কা'বার তাওয়াফ করে এ গৃহের সম্মান রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

শুরুতে এতে মুসলমানদের ইবাদতের অধিকার ছিল না। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বা তাঁর অনুসারীদের এ কা'বায় যেতে দেয়া হতো না। এখন লাখো লাখো মুসলমান, সে যে ফের্কারই হোক না কেন 'লাব্বায়েক' ধ্বনিতে কা'বার চতুর্দিক প্রকম্পিত করে মনের সকল আকুতি জানায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন-রহমান ও রহীমের দরবারে।

সাফা মারওয়ায় সায়ী (দৌড়ানো) করার মাধ্যমে বিবি হাজেরা ও শিশু হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে স্মরণ করে-আল্লাহ্ জনমানবহীন অঞ্চলে কিভাবে তাদেরকে নিঃসহায় অবস্থায় সাহায্য করেছিলেন, তা' স্মরণ করে দোয়া করা হয়।

"মীনা' শব্দের অর্থ 'অভিপ্রায়'। আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের অভিপ্রায় নিয়ে এহরাম বেঁধে মীনায় পৌঁছা এবং 'মুযদালিফা'য় যাওয়া এবং সেখানে অবস্থান করে যথাক্রমে যোহর+আসর ও মাগরিব+এশা কসর ও জমা পড়া হজ্জের নির্ধারিত কাজ।

'মুযদালিফা' শব্দের অর্থ নৈকট্য। আরাফাত' শব্দের অর্থ চিন্‌তে পারা বা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌কে জান্‌তে পারা। এ আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আঃ) কে দোয়া শিখান....রাব্বানা যালামনা আন্ ফুসিনা....' এবং এ দোয়ার ফলে আল্লাহ্ হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে তাঁর বিবি হাওয়ার পূনর্মিলন করান।

এ 'আরাফাত ময়দানে' দোয়ার ফলে আমাদের প্রিয় নবী নেতা ও আকা খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)- এর কাছে আল্লাহ্ ওহী করে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন।

২০০৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে হজ্জের উদ্দেশ্যে পরন্ত বিকেলে ঢাকা বিমান বন্দর থেকে সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের সুপরিসর বিমানে নিয়মিত ফ্লাইটে খাকসার, মৌলানা সালেহ্ আহমদ, এবং পটুয়াখালীর আরও দুই জন আহমদী সৌদি আরবে যাত্রা করি।

আমরা হজ্জে তামাত্তুর জন্য প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক বাড়ী থেকেই চুল ও দাড়ি কেটে নেই, হাত-পায়ের নখ কেটে ওযু গোসল সেরে নিজ নিজ এহ্‌রাম (দু'খন্ড সেলাইবিহীন শুভ্র বস্ত্র) পরিধানের পর দু'রাকাত নফল নামায পড়ে গৃহ ত্যাগ করি। রাস্তায় তালবিয়া (লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েক লা-শারীকালাকা লাব্বায়েক ইন্নাল হাম্‌দা, ওয়া নি'য়ামাতালাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা-শারীকালাকা) ও দুরূদ শরীফ এবং অন্যান্য মসনূন দোয়া পড়তে পড়তে সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দরে রাতে পৌঁছি।

বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা শেষে সরকারী ব্যবস্থাপনায় আমাদের 'হজ্জ পাস'গুলো নির্দিষ্ট বাসের ড্রাইভারের হাতে তুলে দিয়ে মালামাল সমেত আমাদেরকে আমাদের নির্ধারিত মক্কার মোয়াল্লেমের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। ততক্ষণে মক্কার ঘড়িতে ভোর হওয়ার পালা। ঘড়ির তারিখ বদলে ২০শে ডিসেম্বর হয়ে গেছে। আমরা চারজন যেহেতু (নন ব্যালটি হিসেবে নিজ ব্যবস্থাধীনে হজ্জে যাই, সেহেতু অস্থায়ী ঠিকানায় বাক্স পেটরা রেখে বায়তুল্লাহ্ শরীফে যেয়ে (কা'বা ঘরে) প্রথম ওমরা করে নেই।

২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মক্কা অবস্থান করে আমরা আমাদের পরিচয় পত্র সংগ্রহ করে মোয়াল্লেমের ব্যবস্থাপনায় ২৩.১২.০৫ ভোরে মদিনা পৌঁছি। জনাব ফজলুর রহমান সাহেব (ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মরহুম আব্দুল আলীম সাহেবের পুত্র) আমাদের জন্য ভোরেই মদীনার নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষমান ছিলেন। তিনি আমাদের মোয়াল্লেম থেকে 'তানাজ্জুল' করিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে এসেছিলেন। সন্ধ্যায় মসজিদে নববীতে নফল নামায পড়ি। হুযূর (সঃ) ও অন্যান্যদের রওযা জিয়ারত করি, রাতে ওহুদ পাহাড়ে যাই, দোয়া করি শহীদগণের মাযারে।

৪ঠা জানুয়ারী '০৬ পর্যন্ত আমরা মদিনায় জনাব ফজলুর রহমান সাহেবের বাসভবনে ছিলাম। এ সময়ে তিনি নিজ খরচে তার বাসায় আমাদের চারজনের থাকা-খাওয়ার উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। তিনি প্রত্যহ আমাদেরকে তাঁর নিজ গাড়ীতে মসজিদে নববীতে পৌঁছে দিতেন আবার দাপ্তরিক কাজ সেরে আমাদেরকে বাসায় নিয়ে আসতেন। আল্লাহ্ তাঁর এ খেদমত ও মেহমান নেওয়াজীর জন্য তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন, আমীন!

আমরা প্রত্যহ মসজিদে নববীতে ইবাদত ও যিয়ারত করি। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশ্‌তের অন্যতম একটা বাগান (যা রিয়াযুস্ জান্নাত নামে বর্তমানে অভিহিত।) আমরা সেই 'রিয়াযুস জান্নাতে' নামায পড়ি। একদিন ফযর নামাযের পর আমরা 'জান্নাতুল বাকীতে'ও যাই ওখানে শায়িত সাহাবায়ে কেরামের রূহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে দোয়া করি।'জান্নাতুল বাকী'তে কোন সংরক্ষিত কবরের চিহ্ন নেই। 'জান্নাতুল বাকী' মসজিদে নববীর প্রাঙ্গনের পাশে প্রায় ২০ ফুট উঁচু স্থানে। পুলিশ পাহারা রয়েছে। সেখানে খোলামেলা দাঁড়িয়ে দোয়া করার অবকাশ নেই। 'মামনু'-বলে পুলিশ এ কাজকে নিষেধ করে 'বেদাত' বলে।

(চলবে)

-আলহাজ্জ এ, কে, রেজাউল করীম

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের মালী কুরবানী

(১কিস্তি)

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে আল্লাহ্তাআলা এরূপ একনিষ্ঠ, সুখ্যাত, ঈর্ষণীয়. প্রেমিক ও আত্মোৎসর্গী সাহাবাদের দেন যারা তাঁর (আঃ) এক ইসারাতে নিজেদের দেহ, মন ও ধন কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"আমি হলফ করে বলতে পারি, আমার জামাতে কমপক্ষে এক লাখ মানুষ এমন আছে যারা একনিষ্ঠ চিত্তে আমার ওপর ঈমান এনেছে। আর নেক কাজ করছে। আমি দেখছি যে আমার জামাত যেভাবে পুণ্য ও যোগ্যতায় উন্নতি করছে, তা এক অলৌকিক ঘটনা (মোজিযা)। হাজার হাজার লোক মনে প্রাণে উৎসর্গকৃত। তাদের যদি আজ বলা হয়–তোমরা তোমাদের সব সম্পদ ত্যাগ কর তবে তারা তা করতে প্রস্তুত। [সিরাতে মাহদী ১ম খন্ড ১৬৫ পৃঃ]

এক যুগ সাক্ষী আছে যে ইসলামের প্রেমিকরা কেমন ভাবে মসীহ্ এর এক আওয়াজে নিজেদের সমস্ত অর্থ, সম্পদ-সম্পত্তি কুরবানী করেছেন। মনুষত্বের সুখ্যাতি বর্দ্ধনকারীদের নেতা হযরত আলহাজ্জ মাওলানা হেকীম নূরউদ্দিন সাহেব, যাঁর ত্যাগের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী আবশ্যিক ভাবে লেখার যোগ্য।

কতই না ভাল হত !

সৈয়্যদনা হযরত হেকীম মাওলানা নূরউদ্দীন সাহেব সব সময় জান, মাল ও ইজ্জত তোমার রাস্তায় কুরবান এই ধ্বনি সহকারে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত থাকতেন। তিনি দেহ, মন ও ধন সবকিছু খোদার রাস্তায় কুরবানী করেন। তাঁর এই আত্মোৎসর্গ ও অন্যের জন্য জীবন দানের বিষয়ে উল্লেখ করে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"তার অর্থ থেকে আমার এত সাহায্য হয়েছে যে তার কোন দৃষ্টান্ত দেখি না, যার সাথে তুলনা করে বলতে পারি। আমি তাঁকে প্রকৃতিগতভাবে এবং খুবই সরল হৃদয়ে ধর্মের সেবায় নিবেদিত পেয়েছি। তার প্রাত্যহিক জীবন এ রাস্তায় এরূপ ভাবে উৎসর্গকৃত ছিল যেন তিনি প্রতি মুহূর্ত ইসলামের সেবায় নিবেদিত আছেন। এই জীবন উৎসর্গকারীদের পরম্পরায় তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। প্রশংসিত মৌলভী সাহেব যদিও নিজের বদান্যতার জন্য এই কবিতার পংতির তিনিই সত্যায়নকারী তা সত্ত্বেও তিনি জামাতে বিভিন্ন প্রয়োজনের সময় নগদ বারশ টাকা সাহায্য হিসেবে দেন। এখন তিনি মাসিক বিশ টাকা দেয়া নিজের জন্য আবশ্যিক করে নিয়েছেন। এ ছাড়া তার আরও অনেক আর্থিক সেবা আছে যা বিভিন্ন রূপে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত আছে। [ইজালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড ৫২০ পৃঃ]

হুযূর (আঃ) আরও বলেন,

"তাঁর আরও অনেক আর্থিক সেবা যা তিনি যাকাত ছাড়াও ইসলামের সেবার জন্য দিতেন, সেগুলোকে আমি দুঃখের সাথে দেখি। হায়! ঐ সব সাহায্য যদি আমার দ্বারা হতো। তিনি সব সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণ যা তার আছে তা সব নিয়ে তিনি সব সময় আল্লাহ ও রসূলের বন্দেগীর জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কেবল মাত্র সুধারণা থেকে নয়, বরঞ্চ আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি সৎ ও নিশ্চিত ভাবে জানি যে, তিনি আমার পথে অর্থ কি বরং জীবন ও সম্মান কুরবানী করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আর যদি আমি সম্মতি দিতাম তবে তিনি সব কিছু এই রাস্তায় উৎসর্গ করে নিজের অধ্যাত্মিক বন্ধুত্বের মত শারিরীক সান্নিধ্য ও সব সময় ভালবাসার হক আদায় করতেন। [রূহানী খাযায়েন ৩য় খন্ড, ৩৫পৃঃ]

হযরত খলীফা মসীহ্ আওওয়াল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর নিকট নিবেদন করেন, "আমি আপনার পথে কুরবান। আমার যা কিছু আছে তা আমার নয় আপনার। হযরত পীর ও মুরশিদের কাছে পরিপূর্ণ সরলতার সাথে আমি বলছি যে, আমার সমস্ত ধন সম্পদ যদি ধর্মের প্রচারে ব্যয় হয় তবে আমি আমার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। আপনার সম্পর্কে আমি নিষ্ঠাবান। আর সব কিছু এই রাস্তায় দান করতে আমি প্রস্তুত। [রূহানী খাযায়েন ৩য় খন্ড, ৩৬পৃঃ]

ঈর্ষণীয় উদাহরণ ঃ

হযরত হুজ্জাতুল্লাহ নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব মনে প্রাণে আহমদী সিলসিলার প্রতি আত্মোৎসর্গকারী ছিলেন। আর সকল ক্ষেত্রে, সব সময়ে এবং সব রকম কুরবানীর ক্ষেত্রে তিনি সামনে থাকতেন। তিনি ১৯০০ সালের শেষে বাৎসরিক এক হাজার টাকা তালিমূল ইসলাম মাদ্রাসার জন্য দেয়া শুরু করেন। তা বাৎসরিক ১২শ পর্যন্ত দেয়ার ওয়াদা করেন। এ কেবল মাদ্রাসার জন্য সাহায্য ছিল। লংগরখানার চাঁদা, গরীব, উদ্বাস্তু, শিক্ষার্থী, এতিম এবং মেহমানদের জন্য চাঁদা এর অতিরিক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ সময় সমস্ত জামাত যে চাঁদা দিতে পারত তার ১/৫ অংশ নওয়াব সাহেবের পক্ষ থেকে দেয়া হত। (আহমদ ২ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৬)

ঘর বাড়ীর প্রশস্ততার জন্য হোক, কোন এতীমের আর্থিক সাহায্য হোক, কোন ঋণীর ঋণ পরিশোধের বিষয় হোক, মাদ্রাসার সাহায্য, মিনারাতুল মসীহ্-এর নির্মাণ, অতিথি সেবার বিষয়, পুস্তক মুদ্রণ, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর নির্মাণ কিংবা মোকদ্দমার খরচ, প্রত্যেক বিষয়ে সব সময় মালী কুরবানীতে হযরত নওয়াব সাহেবের পদক্ষেপ আগে আগে দেখা যেত। মোকাররম মিয়া আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব বর্ণনা করেন, "অনেক সময় জামাতের কোন কাজের জন্য টাকার প্রয়োজন হলে হযরত আকদস (আঃ) নিজেই সংবাদ দিয়ে টাকা আনিয়ে নিতেন। এক বার হুযূর (আঃ) আম্মাজানের কংকন পাঠান, যেন তা রেখে পাঁচশত টাকা পাঠানো হয়। হযরত নওয়াব সাহেব কংকন ফেরৎ পাঠান এবং পাঁচশত টাকাও পাঠান। [আহমদ ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৩]

হযরত মসীহ্ পাক (আঃ) বলেন,

"আল্লাহ্র রহমতে সরদার নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব ভালবাসায় ও আন্তরিকতায় অনেক উন্নতি করেন। আর সঠিক অন্তর্দৃষ্টি সাক্ষ্য দেয়া যে খুব তাড়াতাড়ি তিনি ঈর্ষণীয় আনুগত্য ও ভালবাসার মিনার পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন। তিনি সব সময় আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে কাজে আসেন। আর আমি আশা রাখি যে তিনি এর থেকে বেশি খোদার রাস্তায় নিজের সম্পদ উৎসর্গ করবেন। [আহমদ ৪খন্ড, অংশ ৪,পৃঃ ৪৫৬]

আর রাত কেটে গেল ঃ

প্রথম যুগে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করার তাহরীক হলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আত্মোৎসর্গ-কারীরা মজুরের কাজ করে এক মুঠা যব কিংবা

খেজুর দান করার তৌফীক পেতেন। তা তারা অত্যন্ত ভালবাসা ও আনন্দের সাথে দান করতেন, হযরত বাবু ফকির আলি সাহেবের জীবনেও এদের প্রতিবিম্ব ছিল।

একবার হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব জামাতের প্রয়োজনে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা জমা করছিলেন। হযরত মীর সাহেব এমন সময় তাঁর কাছে চাঁদা চান, যখন তার কাছে কোন টাকা ছিল না। তিনি বলেন, আমার কাছে কিছু নেই। মীর সাহেব বার বার চাওয়াতে তিনি তাঁকে ঘরে নিয়ে আসেন এবং তাকে আটার টিন এনে দেখান, যাতে কেবল মাত্র আধ সেরের মত আটা ছিল। আর হলফ করে বলেন যে আমার কাছে এই আছে। মীর সাহেব তা কবুল করেন। সেই পরিবারের জন্য ইহাও বড় কুরবানী ছিল। তাদের না খেয়ে রাত কাটাতে হয়। এরূপ অবস্থা সম্পর্কে কবি বলেন, অর্থাৎ আমার চাহিদা তো রেখে দেবো কালকের জন্য 'লজ্জার অনুভব তো হতে দেব না হৃদয়ে।' [আহমদ ৩ খন্ড, ৫৩-৫৪ পৃঃ]

ঈর্ষাণীয় পুষ্পদ্যান ঃ

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ধর্মের এক খাঁটি প্রেমিকের কুরবানীর বিবরণ দিয়ে বলেন ঃ "মাদ্রাজের ব্যবসায়ী হাজী সেট আব্দুর রহমান আল্লারাখা সাহেব দূর দূরান্তের সফর করে আমার কাছে আসেন। সেট সাহেব কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে কয়েক হাজার টাকা আমাদের জামাতের জন্য দান করেন। আর সব সময় এরূপ উৎসাহের সাথে সেবা করতে থাকেন। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসে পূর্ণ না হয় এরূপ সেবা করতে পারে না। তিনি আমাদের মেহমান খানায় দান করার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ খাদেম। আজ পর্যন্ত এক সাথে অনেক টাকা তিনি এ রাস্তায় দিচ্ছেন। এছাড়াও আমি দেখি যে তিনি মাসিক একশ টাকা সাহায্য হিসেবে নিজে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। তার মাল থেকে আমার এত উপকার হয়েছে ও হচ্ছে যার সাদৃশ্য আমি দেখি না। এটা খোদাতাআলার রহমত যে তিনি এরূপ উচ্চাঙ্গের ভালবাসা তার হৃদয়ে দিয়েছেন। এই হাজী সেট আব্দুর রহমান সাহেব হলেন তিনিই যিনি আথমকে কসম দেয়ার সময় এ কথার জন্য প্রস্তুত ছিলেন যে যদি আথম কসমের জন্য টাকা চায় তবে তিনি নিজের নিকট থেকে দশ হাজার টাকা জমা করে দেবেন।

১/৩ অংশ কুরবানী ঃ

হযরত চৌধুরী নসরুল্লাহ্‌ খান সাহেব ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত করেন। তিনি আহমদী জামাতের জন্য অবৈতনিক ভাবে এরূপ সেবা করার ক্ষেত্রে প্রথম উদাহরণ স্থাপন করেন। সাথে সাথে তিনি আর্থিক ক্ষেত্রে বড় বড় অংকের টাকা জামাতের সাহায্যের জন্য দিতে থাকেন। তালিমুল ইসলাম মাদ্রাসার বোর্ডিং নির্মাণ কাজ আরম্ভের জন্য ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। মোহতরম চৌধুরী সাহেব এর ১/১১ অংশের বেশি টাকা দেন। এ সময় আঞ্জুমানের বাজেট ছিল মাসিক নয় হাজার টাকা। এ থেকে চৌধুরী সাহেবের এই পরিমাণ টাকার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সে সময়ের মাসিক বাজেটের ১/৩ অংশের বেশি তিনি চাঁদা আদায় করেন। আর এ পরিমাণ টাকা অন্যান্য চাঁদা ছাড়া ছিল। [আহমদ ১১ খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা]

প্রত্যেকের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ঃ

হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) ১৯৪৪সালে সম্পত্তি দান কারার তাহরীক করেন। সারগোদা জেলার কোট মোমেন অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান হযরত মিয়া খোদা বকস্‌ গোন্দল হুযূরের নিকট লেখেন, "আমি হুযূরের গোলাম, আপনার ১৮ রবিউল আওয়াল এর খুতবা কাল অর্থাৎ ১৭ই মার্চ ১৯৪৪ তারিখে পড়ি। আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্য সম্পত্তি দান করাব আপনার ঘোষিত তাহরীক পড়ে আমার মনে যে খুশি হয় তা–খোদাতাআলা জানেন। আমার সম্পত্তির মূল্য প্রায় ২ লাখ টাকার কাছাকাছি। আমি খোদার ধর্মের প্রচারের জন্য বিসমিল্লাহ্‌ বলে তা দান করছি। এ সম্পত্তি কি জিনিস, আমার মাথাও এ কাজের জন্য হাজির আছে। [তাহরীখে আহমদীয়ত ১০ম খন্ড, ৫৩৯ পৃষ্ঠা]

১৮৯৯ সালের অক্টোবর মাসে হুযূর আকদস (আঃ) বিদায়ী জলসার বিষয়ে তাঁর বিজ্ঞাপনে নসিবানের প্রতিনিধিদের খরচাদি সম্পর্কে লেখেন যে

"মুন্সি আব্দুল আজিজ সাহেব পাটওয়ারী সাকিন আওজালা জেলা গুরুদাসপুর নিজের অভাব সত্ত্বেও ১২৫/- চাঁদা দেন। জামালুদ্দীন কাশ্মীরী সাকিন শেক ওয়া, জেলা গুরুদাসপুর, আর তার নিজের দুই ভাই মিয়া ইমামুদ্দিন ও মিয়া খায়েরুদ্দিন ৫০ টাকা করে দিয়েছেন। এ চার জনের চাদা দেওয়ার বিষয় খুবই বিস্ময়কর ও ঈর্ষণীয়। তারা দুনিয়ার সম্পত্তির খুব কম অংশের অধিকারী ছিলেন। যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) এর মত ঘরে যা কিছু ছিল, তা তিনি নিয়ে আসেন। আর ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেন। বয়াতের শর্তে যেমন আছে। [মজমুয়া ইসায়াত ৩য় খন্ড ১৬৬ পৃঃ]

হযরত সারোয়ার শাহ সাহেব স্বপ্নে দেখেন যে হযরত আকদসের তার প্রয়োজন। বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে কাদিয়ানে আসেন। জানতে পারেন হুযূর (আঃ)-এর লিখিত বই "নযুলে মসীহ" ছাপানোর জন্য টাকার প্রয়োজন। সাথে সাথে দেড় হাজার টাকা যা তিনি বায়তুল্লায় হজ্জের জন্য জমা রেখেছিলেন তা হুযূরের খেদমতে পেশ করেন। আর ওয়াদা করেন ছাপার বাকি খরচ কাশ্মীরে গিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। [তাহরীখে আহমদীয়ত, লাহোর হতে শেখ আব্দুল কাদের সহেব সওদাগর মিল ১০৯ পৃষ্ঠায়]

সিয়ালকোটের কাঠ বিক্রেতা হযরত মুন্সি সাদী খান সাহেব নিজের বাড়ীর সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি করে তিনশত টাকা হুযূরের খেদমতে পেশ করেন। যাতে হুযূর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। মিয়া সাদী খান সাহেব এ সংবাদ শুনে ঘরে যে চার পাই ছিল তাও বিক্রি করে হযরত সাহেবের নিকট পাঠান। [তাহরীখে আহমদীয়ত, ৩য় খন্ড, ১৬৬-১৬৭ পৃঃ]

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর ত্যাগী বন্ধুদের কাছে লিখিত ভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

"দ্বিতীয় একনিষ্ঠ ব্যক্তি যিনি এ সময়ে খুব বীরত্ব দেখান তিনি হলেন সিয়ালকোটের কাঠ বিক্রেতা সাদী খান। তিনি এক কাজে দেড়শত টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। এ বারেও ঐ কাজের জন্য দু'শ টাকা চাঁদা পাঠান। ইনি হলেন ঐ দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যক্তি, যদি তার ঘরের সকল জিনিস পত্র দেখা যায় তবে সম্ভবত সমস্ত আসবাব পত্রের দাম পঞ্চাশ টাকার বেশি হবে না। তিনি তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, যেহেতু অনাবৃষ্টির কারণে পার্থিব ব্যবসায় স্পষ্ট ধ্বংস দেখা যাচ্ছে। সেজন্য উত্তম হল আমরা ধর্মীয় ব্যবসা করি। এজন্য যা কিছু আমার কাছে ছিল, সব পাঠিয়ে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে ঐ কাজ করলাম যা আবু বকর (রাঃ) করেছেন। [মজমুয়া ইশতেহারাত ৩য় খন্ড, ৩১৫পৃঃ]

(চলবে)

মূল ঃ **মোকাররম আব্দুর কাদির কমর,** রাবওয়া

অনুবাদ – **কাওসার আলি মোল্লা**

[সৌজন্যে মাসিক আনসারুল্লাহ্‌, রাবওয়া জুলাই ২০০৫ সংখ্যা]

তিন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর কারাগারের দিনগুলি

[২য় কিস্তি]

মৌঃ মনির হোসেন এর শিশু পুত্রকে মায়ের নিকট পাঠাতে থানা তৎপর কিন্তু সে যাবে না! বলছে আব্বু তুমিও লও, ঔষধ লও। তোমাকে না নিয়ে ঔষধ ছাড়া আমি যাব না। এক পর্যায়ে জনাব আফতাব উদ্দিন সাহেবকে জিম্মা করে দারোগা সাহেব জোর করে তাকে মোটর সাইকেলে উঠিয়ে দিল। সে কি চিৎকার! পিতার কোল থেকে সন্তানকে উঠিয়ে নেয়া কি যে বেদনাদায়ক! সবাই চলে গেল। রাতে প্রায় ১১টা বাজে কিছুই খাই নি, হোটেলও বন্ধ হয়ে গেছে। একজন কর্তব্যরত পুলিশকে নিয়ে এক বন্ধু অনেক খোঁজে ৩ পেকেট খাবার পাঠিয়ে দিলেন আমাদের জন্য। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ, ব্যথিত মনে কিছুটা ক্ষুধা নিবারণ করার পর পুলিশ নিয়ে গেল পুরুষ হাজত রুমে। ঠান্ডা Floor আছে তাও ময়লাযুক্ত। পুলিশটি শিখিয়ে দিলেন ঐ তিনটি কম্বল একসাথে করে নীচে বিছিয়ে আমাদের একটি গায়ের চাদর তার উপর দিয়ে শুয়ে থাকার জন্য। কয়েল দরকার, আমাদের অনুরোধে ২টি কয়েল এনে জ্বালিয়ে দিলেন ২ পার্শ্বে আর বললেন এই প্রথম হাজত খানায় কয়েল দেয়া হল। আপনাদের খাতিরে মাত্র। তাকে শুকরিয়া জানালাম আমরা। হাজত খানার দরজা বাহির দিক হতে তালা মেরে দেয়া হল। লাইট অফ/অন করার ব্যবস্থাও বাহির থেকে আমাদের নাগালের মধ্যে নয়। ভিতরে প্রশ্রাব পায়খানার টয়লেট আছে Half দেয়াল উচুঁ করা মাত্র। এবার মাগরিব এশা নামায আদায় করার ও সৃষ্টি কর্তার সমীপে আহাজারী করার সুবর্ণ সুযোগ। টয়লেটের টেপ হতে ওযু করে এসে জায়নামাযের উপর বসলাম।

আমার মনে পড়ে গেল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পাঁচ ওয়াক্ত নামায সম্পর্কে বলেছিলেন–"পাঁচওয়াক্ত নামায কি? এ তোমাদের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ। বিপদকালে তোমাদের জীবনের স্বাভাবিক পাঁচটি পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং তোমাদের প্রকৃতির পক্ষে তদ্রুপ পরিবর্তন আবশ্যক।" এশার নামায সম্পর্কে তিনি (আঃ) লিখেছেন–"চতুর্থ পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন বিপদ তোমাদের উপর বস্তুতই পতিত হয় এবং এর ঘন অন্ধকার তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। অর্থাৎ চার্জসীট প্রস্তুত ও সাক্ষাৎ গ্রহণের পর শাস্তির আদেশ তোমাদেরকে শোনানো হয় এবং কারাদন্ডের জন্য কোন পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়। সুতরাং এ অবস্থায় সে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যখন রাত আরম্ভ হয় এবং গভীর অন্ধকার নেমে আসে। এরূপ আত্মিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এশার নামায নির্ধারিত হয়েছে।" কিশতিয়ে নূহ কিতাবের এ অনুবাদ বহু পূর্বে ইসলামী ইবাদত বইয়ের নামায অধ্যায়ে পড়েছিলাম। আমাকে ইমাম নিযুক্ত করা হলো। ৩ বন্ধু গভীর অনুরাগে কেরাত ছেড়ে নামায আদায় করলাম। রাত প্রায় সাড়ে ১২টা বাজে। দোয়া যিকির করতে করতে ক্লান্ত দেহটা কখন যে ঘুমাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো টের পেলাম না। ভোরে ফযর আদায় করলাম বাজামত। কুরআন তেলাওয়াত করলাম। একজন পুলিশ এসে লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে কয়েকটি ভাঁপা পিঠা দিয়ে বললো এগুলো আপনাদের "জাতভাই"–পাঠিয়েছেন। কিন্তু নাম বলতে পারলো না পরে জানতে পারলাম মৌঃ মিজানুর রহমান মোয়ালেম ভাই বাসায় ফযর আদায় করেই পিঠা নিয়ে রামপুর হতে বাইসাইকেলে কাহারুল থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিল। জাতভাইয়ের দুঃখে এতই ব্যথিত তারও বিপদ হতে পারে এবং হাজতিদেরকে বাইরের খাবার দেয়া যায় না এসব বেদম ভুলে গেছেন। কিন্তু দারোগা সাহেব ভুলেন নাই তিনি মিজান ভাইকে পিঠার একটু অংশ খেতে বললেন তারপর ভাঁপাপিঠাগুলো আমাদের নিকট পৌঁছে দিলেন। সকাল বেলা আমাদের মুক্তি পাবার কথা, কখন এ সুখবর আসবে অপেক্ষা করছি। ৯টা বাজে, রাতে যারা আমাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করছিলেন তারা সবাই কষ্ট করে আবার এলেন। সঙ্গে জনাব নাসির উদ্দিন চেয়ারম্যান মোকন্দপুর ইউপি, জনাব শরিফ উদ্দিন আহমদ চেয়ারম্যান সুন্দরপুর ইউপি, সাবেক চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহমদ। .....বীরগঞ্জ উপজেলা হতে সার্কেল অফিসার সাহেব আগমনের পর অনুরোধ, আলোচনার এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত দিলেন যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং আসামীদের ধরে এনে থানায় সোপর্দ করে গেছেন অতএব ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের মাধ্যমেই তাদের মুক্ত করা যেতে পারে। দিনাজপুর জেলা কোর্টে চালান দেয়ার সিদ্ধান্তটা আব্দুল কুদ্দুস ভাই ও মিজান ভাইয়ের অশ্রুভেজা, বুকফাঁটা কণ্ঠস্বরে শুনে হাজতের লোহার শিক ধরে হু হু করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। পরক্ষণে খোদাতাআলার ফেরেশ্‌তা এসে আমাকে শান্ত্বনা দিলো, তোমরা আসেরানে রাহে মাওলার কাঁতারে যাচ্ছো। মন শক্ত করে বসে পড়লাম। পকেট হতে একটি পুরানো চিঠির খাম বের করে তার উপর কাঁপা কাঁপা হাতে সহধর্মীনীর নিকট একটি ছোট চিঠি লিখে দেহাতী মোয়ালেম সালাহউদ্দিনের নিকট দিলাম। পরবর্তীতে

ঐ চিঠিটাই আমার স্ত্রী ও প্রিয় পুত্রদের আমাকে না দেখার শোকে বাঁধ ভাঙ্গা কান্না হতে শান্তনার পাথেয় হয়ে রইল। মনির হোসেনও তার স্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে পাঠান। বেলা ২টা বাজে একজন পুলিশ এসে খবর দিয়ে গেল দিনাজপুর কোর্টে যেতে হবে তৈরী হয়ে নিন, সঙ্গে যেন জামা কাপড় ছাড়া কিছুই না থাকে। তখন আমরা আমাদের মানিব্যাগ, ঘড়ি সালাহ উদ্দিনের নিকট দিয়ে দিলাম বাড়ীতে পৌঁছে দেয়ার জন্য। এতক্ষণে ২জন কনস্টেবল ২টি হ্যান্ডকাপ নিয়ে এসে তালা খোলে সামনে দাঁড়িয়ে বিনয়ের স্বরে বললেন মোয়াল্লেম সাহেবগণ, কিছু মনে করবেন না, আমরা আদিষ্ট হয়ে হ্যান্ডকাপ পড়াচ্ছি। আমরা এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। মাওলানা রবিউল ও মনির হোসেনকে এক সাথে হ্যান্ডকাপ পড়ানো হল এমন সময় দুপুরের খাবার এলো ৩পেকেট। কনস্টেবল দয়া করে হ্যান্ডকাপ খুলে দিলেন খাবার খাওয়ার জন্য। আমাদের কোন আহমদী ভাই খাবার পাঠাল জানি না। আমার প্রিয় মাংস ভাত, কিন্তু এ অবস্থায় কি পেটে যেতে চায়! সামান্য খেয়ে হাত ধুয়ার পর কনেস্টবল সাহেবরা আবার হাত কড়া পড়িয়ে দিনাজপুর কোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন পাবলিক টেম্পুতে চড়ে। টেম্পুর মহিলা পুরুষ যাত্রীরা অবাক হয়ে আমাদের চেহারা দেখছে আবার হাত কড়া লাগানো দেখছে হয়তো বা কেউ কেউ চিন্তা করছে এমন নির্দোষ, হাসিমাখা সুন্দর ছেলেরা কি অপরাধ করেছে! আমাদের ভয় ভীতি তখন কিছুটা দূর হয়ে গেছে। মনির হোসেন আমাকে বলছে মামা, আপনি তো ডোহান্ডায় বদলীর পর দিনাজপুর যান নাই, সখ ছিল, এখন সখ পুরা হবে। আমি পুলিশ কনস্টেবলদেরকে হাসতে হাসতে বললাম আপনাদের সাথে রাইফেল কোথায়! পথে তো অনেকে পালিয়ে যায়? বললেন–মোয়াল্লেম সাহেবরা পালাবেন না জেনেই রাইফেল কষ্ট করে আনি নি। এতক্ষণে আমরা দিনাজপুরে এসে গেলাম পুলিশরা আমাদেরকে কোর্টের বন্দিশালায় নিয়ে যাচ্ছে। এদিকে অপেক্ষমান প্রিয় আহমদী ভাইয়েরা এসে বুকে বুকে কোলা কোলি করতে করতে কুশলাদি জানতে চাইলেন, সান্ত্বনা দিলেন। উনাদের মধ্যে সর্বজনাব নজিবুর রহমান, এস এম, নূরুল্লাহ্, নিলফামারীর আমজাদ হোসেন চৌধুরী সাহেবসহ আরো অনেকে। কাহারোল থানা থেকে আসার সময় আমাদের সঙ্গী ছিলেন সালাহউদ্দিন দেহাতি মোয়াল্লেম। কোর্টের বন্দি শালায় ঢোকানোর পর দেখি বিশ্রী দুর্গন্ধ, ভদ্র মানুষের চেহারা একটাতেও নেই। আমরা সালাম দিয়ে লোকদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে করে সময় কাটাতে লাগলাম, ধীরে ধীরে মাগরিবের সময় হয়ে গেল। কর্তব্যরত পুলিশ এসে আমাদের ৩ জনকে ৩ জোড়া নতুন সেন্ডেল দিয়ে বললেন আপনাদের চামড়ার জোতা ও পেন্টের বেল্ট খুলে দিন বাড়ীতে পৌঁছে যাবে। কারাগারে এসব নিয়ে ঢুকলে নিরাপদ নয়। আরেক ভাই চা-পাতি মিষ্টি পাঠালেন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিলাম। সন্ধ্যা ৭টায় কারগারে যাবার ভ্যানগাড়ি এসে হাজির। কঠোর নিরাপত্তায় গাড়িতে উঠার সময় "ওকালত নামায়" ৩ বন্ধু সই করে গাড়িতে চড়েছি ১৭ জন। উপরের নেট দিয়ে তাকালাম পরিচিত কাউকে দেখছি না। আলিঙ্গনকারী ভাইয়েরা হয়তো নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেছেন আর আমরা "তকদীরে মোবরাম" এর দিকে চললাম উঁচু মোটা প্রচীর ঘেরা কারাগারের ভিতরে। সে সময় বিদ্যুৎ ছিল না লোহার শক্ত ২টি গেইট মাথা নীচু করে পার হয়ে পুলিশের পিছে পিছে সারিবদ্ধভাবে হেঁটে ৪জন করে করে ভিতরে গেলাম আমাদের জামা-কাপড় চেক করে কিছুই পেল না রাখার মত, শুধু পেল মনির ও আমার আঙ্গুলে ২টি আংটি আলাই সাল্লাহু বেকাফিন আব্‌দাহু? খোদাই করা রোপার আংটি ২টি পুলিশ রেখে দিল। একটি কাপড়ের ব্যাগ ছিল তাও সঙ্গে দিল না। মনে পড়ে গেল কবরে যাবার সময়ের কথা। দুনিয়াতে এত কিছু থাকা সত্তেও একেবারে খালি হাতে সাদা কাপড় সঙ্গে ছাড়া কিছুই নেয়া যাবে না।

দুনিয়ার কারাগারেও তেমনি প্রাথমিক প্রস্তুতি মনে হল। থানা হতে শুরু করে কারাগার পর্যন্ত মানিব্যাগ, ঘড়ি, আংটি, কলম, ব্যাগ সবই একে একে রেখে আসতে হল। জেল হাজতের ১নং কক্ষের নাম আমদানী। আমরা ১৭ জনকে এ কক্ষে ঢেলে দিয়ে বাহির হতে তালা বন্ধ করে দেয়া হল। ১০০জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কক্ষে ১৫০ জন লোক গিজ গিজ করছে, বসার ঠাই নাই। বিড়ি সিগারেটের দুর্গন্ধে পেট ফেঁপে যাচ্ছে। পা-গুটিয়ে এক স্থানে বসে গেলাম, পাশের লোকেরা জানতে চাচ্ছে কি অপরাধে ধৃত হলাম। ৫৪কাঃ বিঃ ধারার কথা শুনে সাহস দিলেন কোন চিন্তা করবেন না। মামুলি ব্যাপার, আপনারা কালই ছাড়া পেয়ে যাবেন। রাতের খাবার খাওয়ার জন্য ডাক হল আমরা নতুনদেরকে। পুরানরা বিকেল ৫টায় খেয়ে ফেলেছে। ২টি করে খাঁটি আটার রুটি ও ১ বাটি সবজি দিল। রুটির ওজন ও সিদ্ধ করার অবস্থা দেখে কষ্ট আরো বাড়ল। ৩ বন্ধু ১টি রুটির অর্ধেক খেয়ে ফেরৎ দিলাম। বা-জামাত এশার নামায হচ্ছে লকাপের পশ্চিম প্রান্তে। আমি ওযু করে নিজ স্থানে বসে ইশারায় নামায আদায় করে নিলাম। আর ২ জন শুয়ে নামায আদায় করলো।

(চলবে)

–শাহ আলম খান মোয়াল্লেম

ওসীয়্যতকারী সম্বন্ধে নির্দেশসমূহ

জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ অবগত আছেন যে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা এ নির্দেশ জারি করেছেন যে, খেলাফতে আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী উদ্‌যাপনকালে জামাতের লাজেমী চাঁদাদাতা সদস্য-সদস্যাগণের ৫০% ভাগ ভ্রাতা-ভগ্নীকে নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হতে হবে। হুযূর (আইঃ)-এর এ মোবারক তাহরীকে শামিল হওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ নেযামে শামিল হতে হলে জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে ওসীয়্যতের নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হবে। কতাব "আল ওসীয়্যতে"-এ ওসীয়্যতকারী সম্বন্ধে যে সব নির্দেশ রয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ–

(১) ওসীয়্যত ফরম পূরণ করার আগে "আল ওসীয়্যত" কিতাব, এর পরিশিষ্ট ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সমর্থিত ২৯/০১/১৯০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কাদিয়ান সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ট্রাষ্টিগণের ১ম অধিবেশনের কার্য বিবরণী পড়ে বা শুনে নেবেন।

(২) ওসীয়্যতের নিয়ম সম্পর্কে জানার জন্য "মজলিসে কারপরদাজ মসালেহ্ কবরস্থান" কর্তৃক প্রকাশিত "কাওয়ায়েদে ওসীয়্যত" বা "ওসীয়্যতের নিয়মসমূহ" পড়ে বা শুনে নেবেন।

(৩) শারিরীক ও মানষিক সুস্থাবস্থায় ওসীয়্যত করতে হবে। মৃত্যু শয্যায় কৃত ওসীয়্যত মঞ্জুর হবে না।

(৪) ওসীয়্যতকারী খোলাভাবে লিখবে "আমি ওসীয়্যত করছি যে মৃত্যুর পর আমার রেখে যাওয়া সম্পূর্ণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের..... অংশের মালিক হবে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তান, রাবওয়া। এসব সম্পদের বর্তমান মূল্য লিখে দেয়া হলো। আমার বর্তমান মাসিক/বার্ষিক আয়..... টাকা। এ আয়ের.....অংশ, যত দিন জীবিত থাকবো, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান, রাবওয়াকে নিয়মানুযায়ী দিতে থাকবো।

(৫) কোন লিখা সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত হবে না, স্পষ্টাক্ষরে এক কলমে, এক কালিতে এবং একই হাতে লিখতে হবে।

(৬) যে ওসীয়্যতে স্থাবর সম্পত্তি লিখা হবে তাতে যতদূর সম্ভব ওসীয়্যতকারীর ওয়ারীশগণের বা অংশীদারগণের সাক্ষ্য থাকবে।

(৭) ওসীয়্যত ফরমে দু'জন সম্মানিত ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে তাদের পূর্ণ ঠিকানা ও সীলমোহরসহ সাক্ষী করাবেন এবং ওসীয়্যত নিজ স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট-এর মাধ্যমে পাঠাবেন।

আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা এ নির্দেশ জারি করেছেন যে, খেলাফতে আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী উদ্‌যাপনকালে জামাতের লাজেমী চাঁদাদাতা সদস্য-সদস্যাগণের ৫০% ভাগ ভ্রাতা-ভগ্নীকে নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হতে হবে। হুযূর (আইঃ)-এর এ মোবারক তাহরীকে শামিল হওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

(৮) মাহিলা ওসীয়্যতকারীর ওসীয়্যত ফরমে স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্টকে ৩য় সাক্ষী করতে হবে। যে জামাতে লাজনা কায়েম নেই, সেক্ষেত্রে "লাজনা কায়েম নেই" লিখতে হবে।

(৯) বিবাহিত মহিলা ওসীয়্যতকারীর স্বামী বেঁচে থাকলে তার সাক্ষ্য ওসীয়্যত ফরমের উপর নিতে হবে। সেক্ষেত্রে এটা জরুরী যে, মোহরানার পরিমাণ, স্বামীর কাছ থেকে আদায় হয়েছে না স্বামীর দায়িত্বে আছে তা উল্লেখ করতে হবে। স্বামীর দায়িত্বে থাকলে সে মোহরানার ওসীয়্যতের দায়িত্বভার নেয়ার অঙ্গিকার করবে। স্বামী মুসি হলে তার ওসীয়্যত নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(১০) গহনার বিবরণ, ওজন ও আনুমানিক মূল্য লিখতে হবে।

(১১) স্থাবর সম্পত্তির অবস্থান, পরিমাণ ও আনুমানিক মূল্য লিখতে হবে এবং সম্পত্তি থেকে যে আয় হয় তা উল্লেখ করতে হবে।

(১২) শর্তে আওয়ালের চাঁদা এবং এলান ওসীয়্যতের খরচ বাবদ চাঁদা দেয়া জরুরী। ওসীয়্যত মঞ্জুর না হলে শর্তে আওয়ালের চাঁদা ওসীয়্যতকারীকে ফেরত দেয়া অথবা ওসীয়্যতকারীর ইচ্ছামত "চাঁদা আম"-এ জমা হতে পারে। ওসীয়্যতের ঘোষণা (এলান ওসীয়্যত) বাবদ খরচ ফেরত যোগ্য নয়।

(১৩) ওসীয়্যতকারীর ইচ্ছামত ওসীয়্যত লিখার তারিখ অথবা মঞ্জুরির দিন থেকে ওসীয়্যত কার্যকর হবে। যখন থেকে ওসীয়্যত কার্যকর হবে তখন থেকেই "হিস্যা আমদ" দেয়া জরুরী। তবে ওসীয়্যত মঞ্জুর হবার আগে এ চাঁদা "আমানত" হিসেবে প্রদান করতে হবে যাতে ওসীয়্যত মঞ্জুর না হলে এ ফেরত নেয়া যায় অথবা "চাঁদা আম" খাতে জমা দেয়া যায়।

(১৪) ওসীয়্যতকারীকে স্মরণ রাখতে হবে যে ওসীয়্যতের আর্থিক দিক শুধু কুরবানী এবং ধর্মের সেবার আবেগ প্রকাশের জন্য, ওসীয়্যতের আসল আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমান, এখলাস ও আমলে সালেহ্। কুরবানীর সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেক ওসীয়্যতকারীর জন্যে এটা জরুরী যে তিনি হবেন মুত্তাকী, সকল প্রকার হারাম হতে আত্ম রক্ষাকারী, শির্‌ক ও বেদা'ত পরহেজকারী। তিনি হবেন সরল অন্তঃকরণ সম্পন্ন এবং যথাসম্ভব ইসলামের বিধি নিষেধ মান্যকারী এবং তাকওয়া ও পবিত্রতা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে চেষ্টিত। তিনি হবেন মুসলমান, খোদাকে এক মান্যকারী ও তাঁর রসূলের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাসী এবং একই সাথে "হুকুকুল ইবাদ"এর আত্মসাৎকারী হবেন না। (আল ওসীয়্যত থেকে উদ্ধৃত)

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
সেক্রেটারী ওসীয়্যত
সদর মজলিসে মুসিয়ান
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

শুভ বিয়ে

* গত ২৬/০৮/০৫ জনাব আঃ সালেহ এর কন্যা, মোসাম্মাৎ সেলিনা আক্তার (নিভা) সাং সিবপুর পোঃ শ্যামপুর, রংপুর এর সাথে জনাব আবু ওয়াছেল এর পুত্র জানাব মোঃ আলতাফ হোসেন গ্রাম ও পোঃ ভেটখালী জেলা সাতক্ষীরা এর বিয়ে ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রিশন নং ৫২৫/০৬

* গত ১৯/০৯/০৫ইং জনাব আবু নাছার এর কন্যা মোসাম্মাৎ নাসরিন বেগম ১২৮/১, পশ্চিম শেওড়া পাড়া ঢাকা এর সাথে জনাব মরহুম আবুল কাশেম বিশ্বাস এর পুত্র, জনাব মিজানুর রহমান বিশ্বাস ৬৪০, বড় মগবাজার ঢাকা ১২০৭, এর বিয়ে ১,০৩,৫০০/- (এক লক্ষ তিন হাজার পাঁচশত) মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৫২৫/০৫

* গত ০৭/১০/০৫ইং জনাব আব্দুল মান্নান এর কন্যা মোসাম্মাৎ কামরুন নাহার (শিউলী) সাং ও পোঃ বেতাল, কটিয়াদী কিশোরগঞ্জ এর সাথে জনাব নাজমুল হক এর পুত্র জনাব শাহরীয়ার নাজমুল (অমি) বাড়ী ৩৫, রোড-৬/এ, সেক্টর ৫, উত্তরা ঢাকা, এর বিয়ে ১,০০০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৫২৭/০৫

-ন্যশনাল সেক্রেটারী রিস্তানাতা দপ্তর

ওয়াকফে নও ক্লাস অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে ৫ম বিভাগীয় ওয়াক্ফে নও ক্লাস '০৬ চট্টগ্রাম বিভাগ-১ গত ২০/০১/০৬ইং হতে ২৫/০১/০৬ইং পর্যন্ত ৬দিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়েছে। (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত ক্লাসে চট্টগ্রাম বিভাগ-১-এর বি-বড়ীয়া, ঘাটুরা, তারুয়া, ক্রোড়া, তালশহর, শালগাও, বাশারুক, দূর্গারামপুর, আখাউড়া, জামালপুর জামাতের সর্বমোট ৭২ জন ওয়াক্ফে নও ও ২৫জন পিতা-মাতা অংশ গ্রহণ করেন। প্রত্যহ সকাল ৭.০০ থেকে রাত ৮.০০ পর্যন্ত শিশু ও পিতামাতাকে ক্লাস করানো হয়।

এছাড়াও উক্ত ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন- বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফেনও জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও বাংলাদেশ মোহতরম সাদেক দুর্গারামপূরী। বড় ৮ জন ওয়াকফে নওদেরকে দিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাযে ইমামতি করানো হয়। উল্লেখ্য যে গত বৎসর হুযূর আকদাস (আইঃ) এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেব এ ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেছিলেন। পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্লাস সমাপ্ত হয়।

-মোস্তাক আহমদ খন্দকার

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) দিবস-০৬ উদযাপন

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ২৪/০২/০৬ ইং তারিখ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা দারুত তবলীগে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) দিবস পালন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠান লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত) রহিমা খাতুন সাহেবার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে মোহতারমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী সাহেবা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন-মিসেস সৈয়দা শওকত জাহান, নযম পাঠ করেন-মিস কিশওয়ার হাসিন ও মিস ফায়জা হোসেন, মিসেস শাহীনা সোহেলী। বক্তৃতা করেন মিসেস মাকসুদা সামাদ চৌধুরী, মিসেস নার্গিস ইসলাম, মিসেস হামিদা খাতুন, মিসেস সেলিনা আক্তার, মিসেস ফাতেমা নুসরাত, মিসেস রহিমা খাতুন। এছাড়া অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন মিস সৈয়দা সাদিয়া শরীফ।

এই অনুষ্ঠানে ৯৫ জন লাজনা, ১৩ জন নাসেরাত ও ৬ জন আতফাল যোগদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে আগত সদস্যাদের আপ্যায়ন করা হয়।

প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত)

লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা।

শোক সংবাদ

আমার বাবা জনাব সামসুল হক সাহেব গ্রাম তেবাড়িয়া উত্তর পাড়া, নাটোর গত ২৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার ২০০৬ দিবাগত রাত ১১.৩০ মিনিটে বার্ধক্য জনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) তিনি ১৯৩৪ইং সনে ৭ম শ্রেণীর ছাত্র অবস্থায় আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব এর হাতে বয়াত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র, ৬ কন্যা ও নাতি নাতনিসহ বহু শুভাকাঙ্খী রেখে যান। আল্লাহ্র ফযলে তারা সকলেই আহমদীয়া সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। আমার আব্বার রূহের মাগফিরাতের জন্য এবং তার পরিবারের সকলের সাব্রে জামিলের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ শহীদুল হক

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার
ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

ধানসিঁড়ি রেস্তোরা-১
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২এ (নিচ তলা)
গুশশান ২ ঢাকা ১২১২ ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান
৩৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 68 ❑ 17th Issue
Fortnightly

The AHMADI

March 15, 2006. ❑Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের ২৪তম সালানা জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন মোহ্‌তরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি এবং পাশে অন্যান্যদের মাঝে সুন্দরবন জামাতের আমীর সাহেব।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের কবরস্থানে হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি, ন্যাশনাল আমীর এবং কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও স্থানীয় সদস্যদেরকে জিয়ারত করতে দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য উক্ত কবরস্থানে খুলনা জামাতের সাত শহীদানের কবর রয়েছে।

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road,
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com